Year 11 | Issue 26
23 - 29 AUGUST 2024
বর্ষ ১১ | সংখ্যা ২৬
০৮ ভাদ্র ১৪৩১
১৭ সফর ১৪৪৬হি.

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

ডিবির জিজ্ঞাসাবাদে টুকু-সালমান-আনিসুল-পলক-জিয়া

শেখ হাসিনা কারো কথা শুনতেন না

ঢাকা ডেস্ক, ২৩ আগস্ট ২০২৪ : শেখ হাসিনার সরকারে পতনের পর গ্রেফতার রথী-মহারথীরা নানা প্রশ্নবাণে জর্জরিত। ডিবি পুলিশের রিমান্ডে তারা দিচ্ছেন চাঞ্চল্যকর নানা তথ্যও। বেশি জেরার মুখে আছেন সাবেক ডেপুটি স্পিকার শামসুল হক টুকু, সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান, সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হক, সাবেক তথ্য ও প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক এবং ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টারের (এনটিএমসি) সাবেক মহাপরিচালক মেজর জেনারেল (অব.) জিয়াউল আহসান।

তারা ডিবিকে জানিয়েছেন, আন্দোলনের শেষের দিকে ছাত্রদের পক্ষে কথা বলায় পলককে গণভবন থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল। সাবেক শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরীর চাপের কারণেই টেন মিনিট স্কুলের সঙ্গে ৫০০ কোটি টাকার চুক্তি বাতিল করা হয়। টুকু জানান, মন্ত্রী হওয়ার কোনো ইচ্ছা তার ছিল না। শুধু প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছায় তিনি মন্ত্রী হয়েছিলেন। সালমান এফ রহমান বলেন, এর আগে আমি ২ বছর জেল খেটেছি। সুতরাং আমার কোনো সমস্য হবে না। তবে আমাকে জেলে রাখা হলে দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর জিয়াউল আহসান বলেন, আমার ওপর বিশেষ দায়িত্ব ছিল। আমার প্রতিষ্ঠান থেকে সবার মোবাইল ফোনকল রেকর্ড করা হয়নি। নির্দিষ্ট কিছু লোকের ফোনকল রেকর্ড করা হয়। কারও হোয়াটসঅ্যাপস কল রেকর্ড করা হয়নি। ভয় দেখানোর জন্য এটা ছড়ানো হয়েছে যে, হোয়াটসঅ্যাপ রেকর্ড করা হচ্ছে।

সাবেক ডেপুটি স্পিকার টুকুকে প্রশ্ন করা হয়, 'আপনারা কেন টাকার বিনিময়ে পুলিশ নিয়োগ দিলেন? জবাবে বলেন, 'টাকার বিনিময়ে পুলিশে নিয়োগের বিষয়টি

-- ২২ নং পৃষ্ঠা ...

'এসব হয়েছে শুধু প্রধানমন্ত্রীর রাগ এবং একগুঁয়েমির কারণে'

আমাকে গণভবন থেকে বের করে দেওয়া হয় -পলক

'ইলিয়াস আলীকে কিছুক্ষণ আগে শেষ করে দেওয়া হয়েছে' - জিয়াউল আহসান

লন্ডনে প্রবাসী কল্যাণ পরিষদের সংবাদ সম্মেলন

আগামী নির্বাচনের আগে প্রবাসীদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করার দাবি

দেশ ডেস্ক, ২৩ আগস্ট ২০২৪ : লন্ডনে প্রবাসী কল্যাণ পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে আগামী সাধারণ নির্বাচনের আগে সকল প্রবাসী বাংলাদেশীর ভোটাধিকার নিশ্চিত করার দাবি জানানো হয়েছে।

পাশাপাশি পাসপোর্ট ক্লিয়ারেন্সের নামে পুলিশী হয়রানি বন্ধ, দেশে প্রবাসীদের সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, প্রবাসীদের মরদেহ সরকারি খরচে বাংলাদেশে প্রেরণ, বিমানবন্দরে হয়রানি বন্ধকরণ সহ সিলেট বিমানবন্দরে সকল এয়ারলাইন্স উঠা-নামার সুযোগ করে দিতে প্রয়োজনীয় প্রদক্ষেপ গ্রহণে সরকারের প্রতি জোর দাবী জানানো হয়।

গত ১৯ আগস্ট সোমবার সন্ধ্যায় লন্ডন-বাংলা প্রেস ক্লাব কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এ সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আহবাব হোসেন । এসময় বক্তব্য রাখেন ও সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আলহাজ আব্দুল বারি, সাবেক সভাপতি আশিকুর রহমান, উপদেষ্টা সামি সানাউল্লাহ, উপদেষ্টা মুহিবুর রহমান, উপদেষ্টা শাহ এম মুনিম, প্রেস সেক্রেটারি মোস্তাক বাবুল, কাউন্সিলর ফয়জুর রহমান, পারভেজ কুরেশি, মানিকুর রহমান গনি, আয়শা চৌধুরী, জাইন মিয়া, সোমনা সুমি, মাওলানা আনিসুর রহমান ও আলম শেইখ।

সংবাদ সম্মেলনের শুরুতে বাংলাদেশে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে যারা শহীদ হয়েছেন তাদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে আহতদের আশু সুস্থতা কামনা করা হয়। বিপ্লবী ছাত্রসমাজ ও অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে অভিনন্দন জানিয়ে প্রবাসী কল্যাণ পরিষদের নেতৃবৃন্দ বলেন, ছাত্র-ছাত্রীদের সাহস ও দৃঢ়?তা দেশে একটি নতুন আশা প্রজ্বলিত করেছে।

সংবাদ সম্মেলনে সংকটের সময় সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব, বিশেষ করে সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামানকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয় । এনআরবি প্রতিনিধি হিসেবে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে একক একজন উপদেষ্টা নিয়োগ দেওয়ার দাবি জানান। বাংলাদেশের সব বিমানবন্দরে এনআরবি এবং আন্তর্জাতিক ভ্রমণকারীদের সাথে ইমিগ্রেশন ও এয়ারপোর্ট কর্মকর্তাগন যাতে পেশাদারিত্বের সাথে মর্যাদাপুর্ণ আচরণ করেন তা নিশ্চিত করতে সরকারের প্রতি জোর দাবী জানানো হয়।

উল্ল্যেখ, বাংলাদেশ প্রবাসী কল্যাণ পরিষদ যুক্তরাজ্য একটি অরাজনৈতিক সংগঠন, যা প্রবাসী বাংলাদেশিদের কল্যাণ ও স্বার্থ রক্ষার জন্য কাজ করে থাকে।

মন্দা কাটছে, ঘুরে দাঁড়াচ্ছে যুক্তরাজ্যের অর্থনীতি

দেশ ডেস্ক, ২৩ আগস্ট ২০২৪ : মন্দা কাটিয়ে ঘুরে দাঁড়ানো অব্যাহত রেখেছে যুক্তরাজ্যের অর্থনীতি। চলতি বছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকে (এপ্রিল-জুন) জিডিপি বেড়েছে দশমিক ৬ শতাংশ। প্রথম প্রান্তিকে জিডিপি প্রবৃদ্ধির পরিমাণ ছিল দশমিক ৭ শতাংশ। ব্রিটেনের জাতীয় পরিসংখ্যান দপ্তর সূত্রে (ওএনএস) এ তথ্য জানা গেছে। খবর দ্য গার্ডিয়ান।

তবে জুনে জিডিপিতে মাসভিত্তিক প্রবৃদ্ধির তথ্য ছিল না। সে সময় যুক্তরাজ্যে অতিরিক্ত বৃষ্টির কারণে ক্রেতারা কম বের হওয়ায় বেচাকেনা কম হয়েছে।

কনফেডারেশন অব ব্রিটিশ ইন্ডাস্ট্রির (সিবিআই) প্রধান অর্থনীতিবিদ বেন জোনস বলেন, '?পরিসংখ্যান যা বলছে, তাতে ব্রিটেনের অর্থনীতি মন্দ কাটিয়ে উঠছে। তবে দীর্ঘমেয়াদে টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জনের চ্যালেঞ্জ কিন্তু এখনো রয়েছে। যদিও প্রান্তিকের হিসাবে অর্থনীতির পুরো চিত্র পুরোপুরি বোঝা মুশকিল, তবু সামগ্রিকভাবে মন্দা কাটিয়ে প্রবৃদ্ধি অর্জনে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আত্মবিশ্বাস দেখাচ্ছে।'

সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী, সেবা খাতে দ্বিতীয় প্রান্তিকে প্রবৃদ্ধি হয়েছে দশমিক ৮ শতাংশ। এতে মুখ্য ভূমিকা রেখেছে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও উন্নয়ন খাত। পাশাপাশি আইটি, পরিবহন, আইন, স্থাপত্য ও প্রকৌশল খাতেরও অবদান ছিল।

তবে ভোক্তা সেবা খাতে একই সময়ে জিডিপি কমেছে দশমিক ১ শতাংশ। জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়ে যাওয়া এবং খারাপ আবহাওয়ার কারণে এ সময় খুচরা পর্যায়ে বিকিকিনি কম হওয়ায় জিডিপি কমেছে। উৎপাদন ও নির্মাণ খাতেও একই অবস্থা দেখা গেছে।

সর্বশেষ পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, চলতি বছরের প্রথমার্ধে জি৭ ভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে যুক্তরাজ্য। এদিকে দ্বিতীয় প্রান্তিকে ইউরো অঞ্চল ও যুক্তরাষ্ট্রে প্রবৃদ্ধি হয়েছে দশমিক ৩ ও দশমিক ৭ শতাংশ।

উচ্চ মূল্যস্ফীতি ও জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির ফলে গত বছরের শেষদিকে মন্দার কবলে পড়ে যুক্তরাজ্যের অর্থনীতি। সাধারণত পর পর দুই প্রান্তিকে অর্থনীতি সংকুচিত হলে তাকে মন্দা বলা হয়। স্বাভাবিক সময়ে সাধারণত অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি হয়। গড়পড়তা হিসাব অনুসারে, উৎপাদিত পণ্য ও সেবার মূল্য সাধারণত বাড়ে এবং তাতে মানুষের হাতে কিছুটা অর্থ জমে। অর্থাৎ জিডিপির প্রবৃদ্ধি হয়। কিন্তু কখনো কখনো উৎপাদিত পণ্য ও সেবার মূল্য কমে। পুরো এক প্রান্তিকে অর্থাৎ টানা তিন মাস যদি জিডিপি সংকুচিত হয়, তাহলে ধরে নেয়া হয় এটি সে দেশের অর্থনীতির জন্য অশনিসংকেত।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অর্থনীতিতে সাম্প্রতিক যে অগ্রগতি দেখা যাচ্ছে, তা দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার সম্ভাবনা কম। এ মাসের শুরুতে ব্যাংক অব ইংল্যান্ড ২০২৪ সালের জন্য জিডিপি বৃদ্ধির পূর্বাভাস দশমিক ৫ থেকে ১ দশমিক ২৫ শতাংশে বৃদ্ধি করে। তবে উচ্চ সুদহারের কারণে মধ্যমেয়াদে অর্থনীতিতে মন্থরগতি থাকতে পারে বলে ব্যাংকটির পক্ষ থেকে সতর্ক করা হয়। এদিকে বুধবার প্রকাশিত পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, জুলাইয়ে মূল্যস্ফীতি পূর্বাভাসের চেয়ে কম বেড়ে ২ দশমিক ২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

রেজল্যুশন ফাউন্ডেশনের জ্যেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ সাইমন পিটওয়ে বলেন, 'ব্রিটেনের মধ্যমেয়াদের রেকর্ড খুব একটা সুবিধাজনক নয়। বরাবরই জীবনযাত্রার মানের চেয়ে উৎপাদনশীলতা কম দেখা গেছে। এদিকে নজর না দিলে দেশের জীবনযাত্রার মান স্থবির হয়ে পড়বে। এতে দেশের অর্থনীতি আবারো পিছিয়ে যাবে।'

আইসিসিতে শেখ হাসিনার বিচার চেয়ে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে চিঠি

দেশ ডেস্ক, ২৩ আগস্ট ২০২৪ : বাংলাদেশে ছাত্র আন্দোলনে হত্যা ও সহিংসতার জন্য জাতিসংঘের নেতৃত্বে পূর্ণাঙ্গ ও স্বাধীন তদন্তের দাবি জানিয়েছে যুক্তরাজ্যের মানবাধিকার সংগঠন জাস্টিস ফর বাংলাদেশ। বুধবার (১৪ আগস্ট) যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডেভিড লেমিকে পাঠানো একটি চিঠিতে সংগঠনটি গত কয়েক সপ্তাহে বাংলাদেশে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের (আইসিসি) বিচারের মুখোমুখি করার আহ্বান জানায়।

চিঠিতে বলা হয়, যুক্তরাজ্য বাংলাদেশকে একটি শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে দেখতে চায়। দুই দেশের জনগণের মধ্যে গভীর সম্পর্ক রয়েছে এবং কমনওয়েলথ মূল্যবোধ বহন করে।

শেখ হাসিনার বিচারকার্য সম্পন্ন হওয়ার আগ পর্যন্ত নিজেদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবেন বলে জানান সংগঠনটির তিন সমন্বয়ক আন্তর্জাতিক আইনজীবী ব্যারিস্টার মাইকেল পোলাক, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, দক্ষিণ এশিয়ার সাবেক প্রধান আব্বাস ফয়েজ এবং ব্রডকাস্টার এবং বাংলাদেশ বিষয়ক রাজনীতি ও গণতন্ত্র বিশ্লেষক আতাউল্যাহ ফারুক। সংগঠনটির পক্ষ থেকে চিঠিতে জানানো হয়, বাংলাদেশে আন্দোলনরত ছাত্রদের ওপর গণহত্যা হয়েছে এবং তা তৎকালীন বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশে। ক্ষমতাচ্যুত বাংলাদেশি শাসকের আদেশের বাইরে এ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে, এমন

কোনো প্রমাণ নেই। এ ছাড়া ১২ আগস্ট প্রকাশিত একটি ভিডিওতে একজন বাংলাদেশি পুলিশ অফিসারকে পূর্ববর্তী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে দেখা যায়। সেখানে তিনি বলছেন, 'আমরা যখন গুলি করি, তখন একজন মারা যায় এবং অন্য একজন আহত হয়। শুধু একজন পড়লেও বাকিরা যায় না স্যার। এটা, স্যার, সবচেয়ে বড় আতঙ্কের।'

এছাড়াও সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে পালিয়ে পাওয়ার আগ পর্যন্ত সশস্ত্র বাহিনীকে প্রাণঘাতি অস্ত্র ব্যবহার চালিয়ে যাওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন এমন প্রমাণ রয়েছে। তৎকালীন বাংলাদেশ সরকারের কর্তা ব্যক্তিরা এই মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য দোষী হতে পারেন। এছাড়াও হাসিনা শাসনামলে ৬০০ জনেরও বেশি ব্যক্তি গুমের শিকার হন। তাদের পরিবার থেকে তুলে নিয়ে গোপনে আটকে রাখা হয়।

বাংলাদেশের তৎকালীন সরকার গোপন আটক ও নির্যাতনের অস্তিত্ব নিয়ে ধারাবাহিকভাবে মিথ্যা বলেছে। যদিও এ ধরনের গোপন টর্চার সেলের অস্তিত্ব নিশ্চিত হওয়া গেছে। শেখ হাসিনা বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে যাওয়ার পর ৬ আগস্ট এসব গোপন টর্চার সেল থেকে ফিরে এসেছেন অনেকে। দিয়েছেন তাদের ওপর নির্যাতনের লোমহর্ষক বর্ণনা। তারা এখন বেআইনি অপহরণ, জোরপূর্বক গুম এবং নির্যাতনের মতো মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ সম্পর্কে প্রমাণ সরবরাহ করতে পারেন।

সংগঠনটি জানায়, আন্তর্জাতিক তদন্ত এবং বিচারের জন্য সবচেয়ে কার্যকর সংস্থা হলো আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি)। যুক্তরাজ্য এবং বাংলাদেশ দুই দেশই আইসিসির সদস্য হওয়ায় সংস্থাটির মাধ্যমে শেখ হাসিনা ও তার সহযোগী কর্তা ব্যক্তিদের বিচার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে বলেও আশা ব্যক্ত করে জাস্টিস ফর বাংলাদেশ।

যুক্তরাজ্যে সহিংস বিক্ষোভ

১০২৪ জন গ্রেপ্তার, ৬০০ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট

দেশ ডেস্ক, ২৩ আগস্ট ২০২৪ : যুক্তরাজ্যে সহিংস বিক্ষোভের ঘটনায় এখন পর্যন্ত ১০২৪ জনকে গ্রেপ্তার এবং ৬০০ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট প্রদান হয়েছে। গত শুক্রবার (১৬ আগস্ট) আনাদোলু এজেন্সির প্রতিবেদনে এ তথ্য দেওয়া হয়।

গত ২৯ জুলাই সাউথপোর্টে একটি ছুরিকাঘাতের ঘটনার পর যুক্তরাজ্যজুড়ে বিক্ষোভ শুরু হয়। এতে অতি-ডানপন্থিরা সহিংসতার ঘটনা ঘটায় বলে অভিযোগ। সে সময়কার ভিডিও ফুটেজ দেখে হামলাকারীদের শনাক্ত করে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। যুক্তরাজ্যে সহিংস বিশৃঙ্খলার দায়ে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড হতে পারে। যেখানে সহিংসতার সর্বোচ্চ শাস্তির মেয়াদ ১০ বছর।

একটি অনলাইন সংবাদ মাধ্যমে উস্কানিমুলক মিথ্যা সংবাদ প্রচার করে উত্তেজনা ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিলো। ওই সংবাদ মাধ্যমে বলা হয়েছিলো, সাউথপোর্টে তিন শিশুকে মারাত্মক ছুরিকাঘাতে হত্যাকারিদের মধ্যে একজন মুসলিম এসাইলামসীকার। এই তথ্য ছিলো সম্পুর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট। হামলাকারি মুসলিম ছিলেন না। প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার জড়িতদের দ্রুত বিচারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তদন্ত এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার এবং অভিযোগ বাড়তে থাকবে বলে অনুমান করেছে জাতীয় পুলিশ প্রধানের কাউন্সিল। গত ৭ আগস্ট সাউথপোর্ট এবং লিভারপুল সহিংসতায় জড়িত থাকার দায়ে তিন ব্যক্তিকে প্রথম কারাগারে পাঠানো হয়।

৫৩ বছর বয়সী জুলি সুইনিকে ১৬ আগস্ট ফেসবুকে জ্বালাময়ী বার্তা পোস্ট করার দায়ে ১৫ মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। যার মধ্যে একটি পোস্টে লেখা ছিল, প্রাপ্তবয়স্করাসহ মসজিদটি উড়িয়ে দাও। বিচারক স্টিভেন এভারেট সুইনির অনলাইন আচরণের সমালোচনা করে বলেছেন, কীবোর্ড যোদ্ধাদের তাদের ভাষার জন্য দায়বদ্ধ হতে হবে, বিশেষ করে চলমান জাতীয় বিশৃঙ্খলার জন্য।

বৃটেনের যেখানে বাংলাদেশী সেখানেই আমরা

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH

দেশ

সত্য প্রকাশে আপোসহীন

বৃটেনজুড়ে
প্রতি শুক্রবার আপনার মসজিদে
সপ্তাহজুড়ে ফ্রি গ্রোসারী শপে

৭ দিনে ইংলিশ চ্যানেলে ইংল্যান্ডে ১২০০ অভিবাসী

দেশ ডেস্ক, ২৩ আগস্ট ২০২৪ : চলতি মাসের ৬ আগস্ট থেকে ১২ আগস্টের মধ্যে প্রায় ১২০০ (১ হাজার ১৮৩ জন) অনিয়মিত অভিবাসী উত্তর ফ্রান্স উপকূল থেকে চ্যানেল পাড়ি দিয়ে ব্রিটিশ উপকূলে পৌঁছেছেন। পাশাপাশি ফ্রান্স ও ব্রিটেনের উপকূলে অভিবাসী উদ্ধারের ঘটনাও বেড়েছে।

আগস্টে পুরো ইউরোপজুড়ে চলছে গ্রীষ্মকাল। এ সময় বছরের অন্যান্য সময়ের তুলনায় সমুদ্রের আবহাওয়াও অভিবাসীদের অনুকূলে থাকে। এই সুযোগে উত্তর ফ্রান্সের বিভিন্ন উপকূলে অপেক্ষমাণ অনিয়মিত

অভিবাসীরা ছোট নৌকায় ইংল্যান্ডের দিকে যাত্রার সংখ্যা বাড়িয়েছে। গত মঙ্গলবার (১৩ আগস্ট) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ বলেছে, ৬ আগস্ট থেকে ১২ আগস্টের মধ্যে এক সপ্তাহে ব্রিটিশ উপকূলে এক হাজার ১৮৩ জন অনিয়মিত অভিবাসী ছোট নৌকায় চেপে চ্যানেল পাড়ি দিয়েছেন। ব্রিটিশ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ---- ২২ নং পৃষ্ঠা ...

মোটা অঙ্কের টাকায় সীমান্ত পাড়ি

ভারতে পালিয়ে গ্রেপ্তার আতঙ্কে 'প্রভাবশালীরা'

ঢাকা ডেস্ক, ২৩ আগস্ট ২০২৪ : ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মুখে শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করে ভারতে পালিয়ে যাওয়ার পর গ্রেপ্তার আতঙ্কে ভুগছেন আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী অনেক এমপি ও রাজনীতিকরা। অনেকেই ইতোমধ্যে বিভিন্ন মামলায় পুলিশের হাতে গ্রেপ্তারও হয়েছেন। এমন অবস্থায় আত্মগোপনে থাকা প্রভাবশালী এমপি ও রাজনীতিকরা মোটা অংকের অর্থের বিনিময়ে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের দুই পাশের সক্রিয় সিন্ডিকেট চক্রের সহায়তায় ভারতে পাড়ি জমাচ্ছেন। সীমান্ত পাড়ি দেওয়া ও মাসিক থাকার বিনিময়ে সিন্ডিকেটের চক্রের সদস্যদের কাছ থেকে প্যাকেজভিত্তিক বাংলাদেশি টাকায় ৭ লাখ থেকে ১৪ লাখ টাকাও গুনছেন তারা।

বুধবার (২১ আগস্ট) পশ্চিমবঙ্গের বাংলা দৈনিক আনন্দবাজারের এক প্রতিবেদনে চাঞ্চল্যকর এই তথ্য জানানো হয়েছে। এতে সীমান্ত সিন্ডিকেটের সহায়তায় বাংলাদেশের এক এমপি ও তার পরিবারের ভারতে পালিয়ে যাওয়ার বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। তবে বাংলাদেশি ওই এমপির পরিচয় প্রকাশ করেনি ---- ২২ নং পৃষ্ঠা ...

যুক্তরাজ্যে শেখ হাসিনাকে আশ্রয় দেওয়া উচিত হবে না : রূপা হক

-- ২৩ নং পৃষ্ঠা ..

IFIC MONEY UK

অ্যাপটি প্লে স্টোর/অ্যাপ স্টোর থেকে ডাউনলোড করতে টাইপ করুন
IFIC Money Transfer UK

টাকা পাঠান বাংলাদেশে

50% DISCOUNT ON FEE
When you will use promo code 'DESH'

কম খরচে - নিরাপদে - নিশ্চিন্তে

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:

- কম খরচ ও সেরা এক্সচেঞ্জ রেট
- সেবায়-আস্থায় ৫ স্টার রেটিং প্রাপ্ত
- ২৪ ঘণ্টা মোবাইল অ্যাপ/ওয়েব ব্রাউজারের মাধ্যমে টাকা পাঠানো যায়
- টেলিফোন রেমিটেন্স ও শাখায় ফিজিক্যাল রেমিটেন্স সুবিধা
- পিন নম্বর বা ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশে আইএফআইসি ব্যাংক এর ১৩৮০ টিরও বেশী শাখা-উপশাখা থেকে দিনে দিনেই অর্থ উত্তোলন সুবিধা
- দেশের যেকোনো ব্যাংকের একাউন্টে পরবর্তী কার্যদিবসেই টাকা পৌঁছে যায়

নীচের কিউআর কোড স্ক্যান করুন

সরাসরি লগ-ইন:
https://online.ificuk.co.uk

0207 247 9670

IFIC Money Transfer [UK] Limited
(আইএফআইসি ব্যাংক লিমিটেড, বাংলাদেশ-এর একটি প্রতিষ্ঠান)
Head Office: 18 Brick Lane, London E1 6RF, UK
www.ificuk.co.uk
A Subsidiary of IFIC

FCA FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY
Authorised

ফতুল্লায় হাসিনা-শামীম ওসমানসহ ৮০ জনের নামে হত্যা মামলা

ঢাকা, ২১ আগস্ট : নারায়ণগঞ্জের সানবোর্ড এলাকায় গুলিবিদ্ধ হয়ে আবুল হোসেন মিজি নিহতের ঘটনায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, ওবায়দুল কাদের, আসাদুজ্জামান খান কামাল ও শামীম ওসমানসহ ৮০ জনের নাম উল্লেখ করে ফতুল্লা থানায় হত্যা মামলা করা হয়েছে।

বুধবার (২১ আগস্ট) নিহত আবুল হোসেন মিজির মা মামলাটি দায়ের করেন।

মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, আনিসুল হক, আসাদুজ্জামান কামাল, ওবায়দুল কাদের, এ কে এম শামীম ওসমান, আজমেরী ওসমান, অয়ন ওসমান, আবু হাসনাত শহীদ বাদল, শাহ নিজাম, জানে আলম বিপ্লব, হুমায়ুন কবির মৃধা, সামসুজ্জামান, আইয়ুব আলী মেম্বার, নাজমুল আলম সজল, সাফায়েত আলম সানি, ছানাউল্লাহ, নাছির উদ্দিন ওরফে টুন্ডা নাছির, এহসানুল হক নিপু, হাবিবুর রহমান রিয়াদ, তানভীর আহম্মেদ টিটু, কামরুল হাসান মুন্না, বান্টি, আশরাফুল ইসলাম রাফেল, শাহ জালাল, মতিউর রহমান মতি, রুহুল আমিন, ফজর আলী, খান মাসুদ, মো: পাবেল, বিটু, দেলোয়ার প্রধান, আব্দুস সালাম, কোরবান, আলী রেজা উজ্জল, সাইফুল্লাহ বাদল, শওকত আলী, জাহাঙ্গীর আলম, মো: শাহিন রাজু, আব্দুল জলিল, আলিম শেখ, আজমত আলী, মো: রিফাত, মীর সোহেল, শ্যামল, শুভ, হিমেল, এহসান উদিন আহম্মোদ, ফয়সাল, নির্ঝর দাস, টিপু সুলতান, রামু সাহা, মো: ছানি, ওসমান গনি, মো: বিল্লাল হাসেন, মামুনুর রশিদ, মমিনুল, গোলাম সারোয়ার সবুজ, লাভলু, দুলাল প্রধান, সৌরভ, সুমন, জনি, সানি, মো: শামীম, সোহেল, হৃদয়, বাবুল প্রধান, খবির প্রধান, মনোয়ার হোসেন, ড্রেজার রাজু, মিয়া বাবু, সানাউল্লা, মো: লিটন, আনোয়ার হোসেন আনু, নয়ন ও শাহাদাৎসহ ৮০ জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

ত্রিপুরার ডম্বুর গেট খুলে দিয়েছে ভারত বন্যায় তলিয়ে গেছে ফেনী-কুমিল্লা অঞ্চল

ঢাকা, ২১ আগস্ট : হঠাৎ বন্যা পরিস্থিতি তীব্র আকার ধারণ করেছে বাংলাদেশের ফেনী, নোয়াখালী ও কুমিল্লা অঞ্চলে। সবচেয়ে ভয়াবহ অবস্থা দাড়িয়েছে ফেনীর ফুলগাজী, পরশুরাম ও ছাগলনাইয়া উপজেলায়। বন্যার পানিতে তলিয়ে গেছে বাড়িঘর, রাস্তাঘাট, ফসলি জমি। এখনো হাজারো মানুষ পানিবন্দী অবস্থায় রয়েছে এসব জায়গায়। এমন পরিস্থিতিতে এসব এলাকা পুরোপুরি বিদ্যুতহীন হয়ে পড়েছে। বন্ধ হয়ে গেছে মোবাইল নেটওয়ার্কও।

ভারত থেকে বিবিসি বাংলার সংবাদদাতা জানিয়েছে বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে। বন্যায় সেখানে এখন পর্যন্ত সাতজনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে সেখাকার বিপর্যয় মোকাবেলা দফতর।

এমন পরিস্থিতিতে ভারতের ত্রিপুরার ডম্বুর হাইড্রোইলেক্ট্রিক পাওয়ার প্রজেক্ট বা ডম্বুর গেট খুলে দিয়েছে ভারত। ত্রিপুরা রাজ্যের গোমতীর জেলা প্রশাসক তরিৎ কান্তি চাকমা তার সরকারি এক্স একাউন্টে (সাবেক টুইটার) এ কথা জানিয়েছেন।

ফেনীর নিম্নাঞ্চলের বাসিন্দারা বলছেন, এই এলাকায় ১৯৮৮ সালের পর বন্যা পরিস্থিতি এতটা ভয়াবহ হয়নি আগে কখনো।

ফেনীর জেলা প্রশাসক শাহীনা আক্তার বলেন, পরিস্থিতি এতটাই খারাপ যে, সবার কল্পনার বাইরে। এখন অনেক মানুষ পানিতে আটকা পড়েছে। তাদেরকে উদ্ধারে কাজ শুরু করেছে সেনাবাহিনী ও কোস্টগার্ড।

ভারী বৃষ্টি ও ভারত থেকে আসা পানিতে ফেনীর মুহুরী, কহুয়া ও সিলোনিয়া নদীর পানি বিপৎসীমার অনেক ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

বাংলাদেশ বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের নির্বাহী প্রকৌশলী সরদার উদয় রায়হান বলেন, খোয়াই, ধলাই, মুহুরী, হালদা ও কুশিয়ারা নদীর পানি সমতল বৃদ্ধি পাচ্ছে। আগামী ২৪ ঘণ্টা তা অব্যাহত থাকতে পারে। বন্যায় আটকে পড়াদের উদ্ধারে সেনাবাহিনী ও কোস্টগার্ডকে মাঠে নামিয়েছে জেলা প্রশাসন।

উদ্ধারে সেনাবাহিনী ও কোস্ট গার্ড: গত কয়েকদিনের

ভারী বৃষ্টি ও ভারত থেকে আসা পাহাড়ি ঢলের কারণে ফেনীর মঙ্গলবার থেকে ফেনীর পরশুরাম ও ফুলগাজী উপজেলায় বন্যা পরিস্থিতির আরো অবনতি হয়।

ফেনীর স্থানীয় সাংবাদিক দিলদার হোসেন বলেন, জেলার মুহুরী, কহুয়া ও সিলোনিয়া নদীর পানি বিপৎসীমার অনেক ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এর প্রভাবে ফেনীর পরশুরাম, ফুলগাজী ও ছাগলনাইয়ার প্রায় সব এলাকা তলিয়ে গেছে।

মঙ্গলবার রাত থেকে ওইসব এলাকায় স্বেচ্ছাসেবী বিভিন্ন সংগঠন নৌকায় করে পানি বন্দীদের উদ্ধার করে বিভিন্ন আশ্রয় কেন্দ্রে নিয়ে যান।

ধীরে ধীরে বন্যা পরিস্থিতি আরও অবনতি হওয়ার জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জরুরি ভিত্তিতে সেনাবাহিনী ও কোস্ট গার্ডের সহযোগিতা চাওয়া হয় বুধবার সকালে। এরপরই সেনাবাহিনী ও কোস্ট গার্ড সদস্যরা পানি বন্দীদের উদ্ধারে স্পিডবোট নিয়ে মাঠে নামে।

ফেনীর জেলা প্রশাসক শাহীন আক্তার বলেন, ফেনীর যে সব এলাকায় বন্যা পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে তার অনেকগুলো সীমান্ত এলাকা। পরিস্থিতি এতটাই দ্রুতই খারাপ হয়েছে গেছে আমাদের সামাল দিতে বেগ পোহাতে হচ্ছে। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে আমরা দুর্গত এলাকায় পানি-বন্দীদের উদ্ধারে কাজ করছি। ফেনীর বন্যা দুর্গত তিন উপজেলার বিভিন্ন স্কুল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে আশ্রয় কেন্দ্র হিসেবে চালু করা হয়েছে জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে।

ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া কমপ্লেক্সে হামলা ভাঙচুর: এরা কারা?

ঢাকা, ২১ আগস্ট : দেশের শীর্ষস্থানীয় মিডিয়া হাউস ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপ কমপ্লেক্সে গত সোমবার দুর্বৃত্তদের হামলার ঘটনায় নিন্দা ও প্রতিবাদ করা হয়েছে। সোমবার দুপুর সোয়া ২টার দিকে হঠাৎ শতাধিক মানুষের একটি মিছিল বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় অবস্থিত ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপে হামলা ও ভাঙচুর চালায়। এসময় অফিসের টেবিল, কম্পিউটার, এসি ভাঙচুরের পাশাপাশি মিডিয়া প্রাঙ্গণে রাখা ২০-২৫টি গাড়িতে ব্যাপক ভাঙচুর চালানো হয়।

প্রতিষ্ঠানের সিসি টিভি ফুটেজ থেকে পাওয়া গেছে হামলার চিত্র। সেই সিসিটিভি ফুটেজ পর্যালোচনা করেই হামলাকারীদের ছবি প্রকাশ করা হয়েছে। হামলাকারীদের কাউকেউ শিক্ষার্থী বলে মনে হয়নি। তাহলে এরা কারা?

এদিকে এ ঘটনার পরপরই ঘটনাস্থল পরিদর্শনে এসে শিক্ষার্থীরা বলেছেন, গণমাধ্যমের ওপর যে হামলা হচ্ছে তার সঙ্গে শিক্ষার্থীরা জড়িত নন। এই হামলাগুলো কিছু দুষ্কৃতকারী নিজেদের স্বার্থরক্ষায় করে আসছে। গণমাধ্যমের ওপর হামলা রুখে দিতে শিক্ষার্থীরা প্রস্তুত।

পরিদর্শনে এসে ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের সমন্বয়ক তরী বলেন, যারা এখানে হামলা করেছে তারা কেউ শিক্ষার্থী নয়। আমরা সবাই আন্দোলন করেছি। আমরা কখনোই চাই না আমাদের দেশের ক্ষতি হোক, আমাদের মানুষের ক্ষতি হোক। আমরা মানুষের সঙ্গে আছি। মানুষ আমাদের বিশ্বাস করে। রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ গণমাধ্যম। সেই গণমাধ্যমের ওপর হামলার আমরা তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি।

নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির সমন্বয়ক হাসিবুল হোসেন শান্ত বলেন, যারা এখনো হামলা ও তাণ্ডবের চেষ্টা করছে তারা দুর্বৃত্ত। আমরা মনে করি, ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানে সৃষ্ট যে বাংলাদেশ, সেই বাংলাদেশে এই হামলাকারীরা স্বৈরাচারের দোসর। আমরা এই বিষয়ে সমন্বয়কদের সঙ্গেও কথা বলেছি। আমরা যত দ্রুত সম্ভব আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে আলোচনা করে এদেরকে আইনের আওতায় নিয়ে আসব। আমাদের স্পষ্ট বার্তা যে, আমাদের নতুন বাংলাদেশে এখন আর কোনো দুষ্কৃতকারীর স্থান হবে না। সাধারণ শিক্ষার্থী যারা আছেন, সবার প্রতি আমাদের আহ্বান থাকবে কোথাও যদি দুষ্কৃতকারী দেখেন তবে তাদের বেঁধে ফেলে আইনের হাতে তুলে দিন।

ইসলামী ব্যাংকের পর্ষদ ‘বিলুপ্ত’ হবে, এস আলমের শেয়ার যাবে ‘সরকারি নিয়ন্ত্রণে’

ঢাকা, ২১ আগস্ট : ইসলামী ব্যাংকের পর্ষদ ভেঙে দিয়ে এস আলমের মালিকানায় থাকা এ ব্যাংকের সব শেয়ার সরকারি নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার কথা বলেছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুর।

শুধু শরিয়াহভিত্তিক দেশের অন্যতম বৃহত্তম এ ব্যাংক নয়, ব্যবসায়িক গোষ্ঠী এস আলমের মালিকানায় থাকা অন্য ব্যাংকগুলোর পর্ষদও ধীরে ধীরে ভেঙে দেওয়ার কথা বলেছেন তিনি।

বুধবার বাংলাদেশ ব্যাংকে সংবাদ সম্মেলনে গভর্নর এসব সিদ্ধান্তের কথা তুলে ধরেন।

যারা ঋণের নামে ব্যাংক থেকে টাকা বের করে নিয়ে আর ফেরত দেননি, তাদের ছাড় দেওয়া হবে না বলেও হুঁশিয়ারি দেন তিনি। বলেন, টাকা উদ্ধার করতে আইনগত পন্থা আছে। কর্তৃপক্ষ সেসব অনুসরণ করবে।

এস আলম গ্রুপের চেয়ারম্যান সাইফুল আলমের (এস আলম) ছেলে আহসানুল আলমের নেতৃত্বাধীন ইসলামী ব্যাংকের বর্তমান পর্ষদ ভেঙে সেখানে স্বতন্ত্র পরিচালক নিয়োগ দেওয়া হবে। বর্তমান চেয়ারম্যান আহসানুল ও অন্য পরিচালকরা সবাই এস আলম গ্রুপের মনোনীত প্রতিনিধি।

পর্ষদ ভেঙে দেওয়া ব্যাংকগুলো কারা চালাবে, এমন প্রশ্নের জবাবে গভর্নর বলেন, সরকার কোনো ব্যাংকের দায়িত্ব নেবে না। আপাতত স্বতন্ত্র পরিচালক দিয়ে ব্যাংকগুলো চলবে। এস আলম গ্রুপ ছাড়া অন্যদের হাতে ২ শতাংশের বেশি

শেয়ার থাকলে পরে তারা পর্ষদে আসতে পারবেন।

এস আলম গ্রুপের কাছে কত ঋণ আছে, জানতে চাইলে আহসান এইচ মনসুর বলেন, “নামে-বেনামে কত ঋণ আছে, তা জানা যায়নি। বেনামি ঋণের তথ্য এখনো আমাদের কাছে নেই। তবে এসব তথ্য বের হবে। এ জন্য কিছুটা সময় প্রয়োজন হবে।”

তিনি বলেন, দুর্বল ব্যাংকগুলোর পরিচালনা পর্ষদ ভেঙে দেওয়া হবে। ন্যাশনাল ব্যাংকের পর্ষদ ভেঙে দেওয়া হয়েছে। ইসলামী ব্যাংকের বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে। অন্য ব্যাংকগুলো নিয়েও একই সিদ্ধান্ত হবে।

অর্থনীতিকে বাঁচাতে বাংলাদেশ ব্যাংক কাজ করছে তুলে ধরে তিনি বলেন, দেশ যাতে কোনো বিদেশি ঋণে খেলাপি না হয় সেদিকেও নজর দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া বৈদেশিক লেনদেনে কোনো রকমের প্রশ্ন না ওঠে সে বিষয়েও সবাইকে সঠিক নিয়মের মধ্যে কাজ করতে হবে।

২০১৭ সালে ‘জোরজবরদস্তি’ করে ইসলামী ব্যাংকের কর্তৃত্ব নেয় এস আলম গ্রুপ। তারপর নামে বেনামে ব্যাংক থেকে ঋণ বের করে নেয় গ্রুপটি। তাতে অবনতি ঘটে ব্যাংকটির। শুধু ইসলামী ব্যাংক থেকেই গ্রুপটি ৭৫ হাজার কোটি টাকা বের করে নেয়। এর মধ্যে খাতুনগঞ্জ শাখা থেকেই ৬৭ হাজার কোটি টাকা বের হয়ে যায়।

ছাত্র-জনতার তুমুল আন্দোলনের মধ্যে সরকার পতনের পরদিনই এস আলম মুক্ত করতে বিক্ষোভ ও আন্দোলনে নামে ইসলামী ব্যাংকের কর্মীরা। এ নিয়ে একদিন গোলাগুলির ঘটনাও ঘটে। ইসলামী ব্যাংক ও এস আলম নিয়ে আলোচনার মধ্যেই ব্যাংকটি নিয়ে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নেওয়া শুরু করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

[Frames subject to availability]. Cannot be used with any other offers. Second pair from the same price range or below. Both pairs include standard 1.5 single-vision lenses (or 1.6 for £170 Rimless ranges). Varifocal/bifocal: pay for lenses in first pair only. Both pairs must be purchased in one transaction. Excludes SuperDigital, SuperDrive varifocals, SuperReaders 1-2-3 occupational lenses and safety eyewear. Additional charge for extra lens options

শেখ হাসিনার পলায়নের খবর শুনে শীর্ষ পুলিশ কর্মকর্তাদের অবস্থা যেমন ছিলো ...

ঢাকা, ২১ আগস্ট : ফুলবাড়ীয়ার ফিনিক্স রোড। পুলিশ হেডকোয়ার্টার। শীর্ষ কর্মকর্তারা উদ্বিগ্ন, ঘামছেন। বিশেষ টেলিফোনের পাশেই বসে আছেন আইজিপি চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুন। সরকার পতনের দিন ৫ই আগস্ট দুপুরের দিকের কথা। সকাল থেকে দুপুর। বিশেষ টেলিফোন কয়েকবার বেজেছে। কিন্তু কাঙ্খিত ফোন নয়। বেলা যখন আড়াইটা তখন টেলিভিশনের পর্দায় নতুন খবর ভেসে উঠলো। প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন। তার হেলিকপ্টার বঙ্গভবন হয়ে আগরতলার পথে। অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন আইজিপি, অতিরিক্ত আইজিপি কামরুল ইসলাম, মনিরুল ইসলাম, আতিকুল ইসলাম, ডিএমপি কমিশনার হাবিবুর রহমান, ডিএমপি'র অতিরিক্ত কমিশনার হারুন অর রশীদ ও প্রভাবশালী পুলিশ সুপার প্রলয় কুমার জোয়ারদার।

তখন অফিসাররা বলাবলি করছিলেন, তিনি তো আমাদেরকে বলে যেতে পারতেন। অথচ আমরা তার শেষ নির্দেশনার জন্য অপেক্ষা করছিলাম।

রাস্তায় তখন লাখ লাখ মানুষ। ভয়ে কাঁপছেন এই অফিসাররা। কোনদিকে যাবেন, কীভাবে যাবেন? কারণ চারদিকে মানুষ আর মানুষ। ছাত্র-জনতার প্রতিরোধের মিছিল রূপ নিয়েছে বিজয় মিছিলে। মানুষের বাঁধভাঙা স্রোতে নগরের কোথাও নিজেদেরকে নিরাপদ ভাবছে না পুলিশ। ইতিমধ্যে অনেক ঘটনাই ঘটে গেছে। তাই আইজিপি সিদ্ধান্ত নিলেন হেলিকপ্টার এনে সদর দপ্তর ত্যাগ করবেন। হেলিকপ্টার এলো। উল্লিখিত অফিসারদের মধ্যে দু'জন ছাড়া বাকিরা হেলিকপ্টারে চড়ে তেজগাঁও বিমানবন্দরে চলে গেলেন। এর মধ্যে অতিরিক্ত আইজিপি কামরুল ইসলাম রিকশায় করে বাড়ি গেলেন। আলোচিত গোয়েন্দা কর্মকর্তা ডিবি হারুন অর রশীদ দেয়াল টপকে আগেই হেডকোয়ার্টার

এইচএসসি'র স্থগিত পরীক্ষা বাতিল

ঢাকা, ২১ আগস্ট : এইচএসসি ও সমমানের সকল স্থগিত পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের দাবির মুখে এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। তবে অটোপাস নাকি সাবজেক্ট ম্যাপিংয়ের মাধ্যমে ফলাফল হবে তা পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। মঙ্গলবার বিকালে আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটির সভাপতি ও ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক তপন কুমার সরকার বিষয়টি নিশ্চিত করেন। এর আগে কয়েকদিন ধরেই পরীক্ষা বাতিলের দাবিতে আন্দোলন করছিলেন শিক্ষার্থীরা। তাদের আন্দোলনের প্রেক্ষিতে গতকাল সকালে শিক্ষা উপদেষ্টা ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদের সভাপতিত্বে সচিবালয়ে এক জরুরি সভায় ১১ই সেপ্টেম্বর থেকে পরীক্ষা আরও দুই সপ্তাহ পেছানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। এ ছাড়া, ১০০ নম্বরের প্রশ্ন থেকে ৫০ নম্বরের উত্তর দেয়ার মাধ্যমে অর্থাৎ অর্ধেক প্রশ্নোত্তরে বাকি বিষয়গুলোর পরীক্ষা নেয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। তাতেও সায় ছিল না পরীক্ষার্থীদের। এদিন পরীক্ষা বাতিলের একদফা দাবিতে সচিবালয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচি শেষে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ভেতরে ঢুকে পড়েন শিক্ষার্থীরা। এ সময় তারা 'আমাদের দাবি একটাই-পরীক্ষা বাতিল চাই', 'দাবি মোদের একটাই-পরীক্ষা বাতিল চাই', 'আপস না সংগ্রাম-সংগ্রাম-সংগ্রাম', 'পরীক্ষা না বিকল্প, বিকল্প-বিকল্প', 'যুক্তি দিয়ে আন্দোলন-বন্ধ করা যাবে না', 'চলছে লড়াই-চলবে' ইত্যাদি স্লোগান দিতে থাকেন।

উদ্ভূত পরিস্থিতিতে পরীক্ষা না দেয়ার দাবি জানিয়ে তারা বলেন, এরইমধ্যে যে কয়টি বিষয়ের পরীক্ষা হয়েছে, তার ভিত্তিতেই পরীক্ষার ফল প্রকাশ করতে হবে। কারণ হিসেবে আন্দোলনে অনেক পরীক্ষার্থী আহত হওয়া এবং পড়াশোনায়ও ক্ষতি হওয়ার কথা উল্লেখ করেন তারা। এ অবস্থায়, শিক্ষার্থীদের একটি প্রতিনিধিদল বিকালে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক হাসনাত আব্দুল্লাহর নেতৃত্বে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব শেখ আব্দুর রশিদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন। এ সময় সচিবের কক্ষের বাইরে পরীক্ষা না দেয়ার দাবিতে বিক্ষোভ করেন আন্দোলনরতরা।

উল্লেখ্য, চলতি বছরের এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষা শুরু হয় গত ৩০শে জুন। এর মধ্যেই সিলেট বোর্ড বাদে সাতটি পরীক্ষা হয়। কোটা সংস্কার আন্দোলনের পর পরবর্তীতে একদফার আন্দোলনের কারণে পরীক্ষা স্থগিত হয়ে যায়। প্রথমে গত ১৮ই জুলাইয়ের পরীক্ষা স্থগিত করা হয়। তারপর একসঙ্গে ২১, ২৩ ও ২৫শে জুলাইয়ের পরীক্ষা স্থগিত করা হয়। এরপর ২৮শে জুলাই থেকে ১লা আগস্ট পর্যন্ত পরীক্ষা স্থগিত করা হয়। পরে সিদ্ধান্ত হয় ১১ই আগস্ট থেকে নতুন সময়সূচিতে এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা

Our Services:
- Accounts for LTD company
- Restaurants & Takeaway
- Cab Drivers & Small Shops
- Builders & Plumbers
- VAT
- Payroll & CIS
- Company Formations
- Business Plan
- Tax Return

TAJ ACCOUNTANTS

We are registered licence holder in public practice

TAKE CONTROL OF YOUR FINANCE

Taj Accountants
69 Vallance Road
London E1 5BS
tajaccountants.co.uk

FreeAgent ClearBooks

Direct Lines:
07428 247 365
07528 118 118
020 3759 5649

BENECO financial services

1st time buyer Mortgage

বিস্তারিত জানতে আজই যোগাযোগ করুন
020 8050 2478

আমরা আমাদের এক্সটেনসিভ মর্টগেজ ল্যান্ডার্স প্যানেল থেকে সবধরণের মর্গেজ করে থাকি।

মর্গেজ মর্গেজ মর্গেজ
বাড়ি কিনতে চান?

- পর্যাপ্ত আয়ের অভাবে মর্গেজ পাচ্ছেন না?
- ক্রেডিট হিস্ট্রি ভালো নয়
- লেনদেনে 'ডিফল্ট' হিসেবে চিহ্নিত
- সময়মতো মর্গেজ পেমেন্ট পরিশোধ ব্যর্থতা
- রাইট টু বাই সুবিধা

Beneco Financial Services
5 Harbour Exchange
Canary Wharf
London E14 9GE.
Tel : 020 8050 2478
E: info@benecofinance.co.uk
St: 31/05- 30/06

barakah Money Transfer
বারাকাহ মানি ট্রান্সফার

SEND MONEY 24/7
ANY BANK, ANY BRANCH USING BARAKAH MONEY TRANSFER APP.

বারাকাহ মানি ট্রান্সফার APP (এ্যাপ) এর মাধ্যমে দিনে-রাতে ২৪ ঘন্টা 24/7 দেশের যে কোন ব্যাংকের যেকোন শাখায় টাকা পাঠান নিরাপদে।

প্রতিটি মুহূর্তে টাকার রেইট ও বিস্তারিত তথ্য জানতে লগ্ অন করুন
www.barakah.info

barakah Money Transfer
বারাকাহ মানি ট্রান্সফার
131 Whitechapel Road
London E1 1DT
(Opposite East London Mosque)

App Store Google play
Send money 24/7 using Barakah Money Transfer App

হাফিজ মাওলানা আবদুল কাদির
প্রতিষ্ঠাতা ঃ বারাকাহ মানি টাঙ্গফার
M: 07932801487

TAKA RATE LINE : 020 7247 0800

‘আমার ছেলে তো শহীদ, তাই তাকে গোসল ছাড়াই দাফন করেছি’

ঢাকা, ২১ আগস্ট : বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে নিহত শাইখ আশহাবুল ইয়ামিনের (২৪) বাবা সাবেক ব্যাংক কর্মকর্তা মো: মহিউদ্দিন বলেছেন, ‘আমার ছেলে তো শহীদ, তাই আমি তাকে গোসল ছাড়াই দাফন করেছি।’

বুধবার নয়াদিগন্তকে ইয়ামিনের বাবা এ কথা বলেন।

গত ১৮ জুলাই সাভারসহ দেশ যখন উত্তাল, ঠিক ওই সময় ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের পাকিজা, বাসস্ট্যান্ড, রেডিও কলোনি এলাকা হয়ে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় অভিমুখে সাভারের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা মিছিল নিয়ে যেতে চায়। বেলা তখন ১১টা, পুলিশের পাশাপাশি ছাত্রলীগ, যুবলীগসহ সরকার দলীয় অঙ্গ-সংগঠনের কর্মীরা পিস্তল, লাঠি, হকস্টিক ও দেশীয় অস্ত্র হাতে মহাসড়কে আন্দোলনবিরোধী স্লোগান দেয়। এতে শুরু হয় আন্দোলনকারীদের সাথে পুলিশ ও ছাত্রলীগের ধাওয়া পালটা-ধাওয়া। সেখানের সংঘর্ষে শতাধিক গুলিবিদ্ধসহ বিভিন্নভাবে আহত হয়।

বেলা দেড়টার দিকে ইয়ামিন জোহরের নামাজ জামায়াতে আদায় করে খবর পান যে তার এক শিক্ষিকার ছেলে চোখে রাবার বুলেট বিদ্ধ হয়ে আহত হয়। তখন ইয়ামিন আন্দোলনে অংশগ্রহণ এবং শিক্ষিকার ছেলের খোঁজ নিতে পাকিজা এলাকার মডেল মসজিদ এলাকায় পৌঁছে পুলিশ সাঁজোয়া যানের ভেতর থেকে যেন গুলি ছুড়তে না পারেন সে জন্য তার দরজা বন্ধ করে দেন। তখন পুলিশ তার পাজরের বাম পাশে খুবই কাছ থেকে গুলি করলে গুরুতর আহত হন ইয়ামিন। ওই সময় মুমূর্ষু অবস্থায় পুলিশের সাঁজোয়া যানে করে ঘুরানো হয় তাকে। এক পর্যায়ে মৃত ভেবে টেনে-হিঁচড়ে ফেলে দেয়া হয় সাঁজোয়া যান থেকে। সেই দৃশ্য ভাইরাল হয় সামাজিক

যোগাযোগমাধ্যমে।

শাইখ আশহাবুল ইয়ামিন রাজধানীর মিরপুরের মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির (এমআইএসটি) কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী, থাকতেন এমআইএসটির ওসমানী হলের ৬১৯ নম্বর কক্ষে। বাসা সাভারের ব্যাংক টাউন আবাসিক এলাকায়।

ইয়ামিনের বাবা মোঃ মহিউদ্দিন বলেন, ‘আমি আমার ছেলের মৃত্যুর জন্য প্রশাসনের কারো কাছেই কোনো বিচার চাই না। কার কাছে বিচার চাইব, যে পুলিশ আমার ছেলেকে হত্যা করেছে, তারা কি করবে- আমার ছেলের হত্যার বিচার!’

তিনি বলেন, ‘ছেলের মৃত্যুর পর তাকে দাফন করতে গিয়েও আমাকে পড়তে হয়েছে নানা বিড়ম্বনায়। প্রথমে কুষ্টিয়ায় আমার গ্রামের বাড়িতে দাফন করানোর উদ্দেশে রওনা দিলে আমার আত্মীয়রা জানায় যে স্থানীয় থানা পুলিশ তাদের বলেছেন, তাদের অনুমতি ছাড়া সেখানে কাউকে দাফন করা যাবে না। পরে সাভারের তালবাগে ইয়ামিনের নানা-নানির কবরের পাশে দাফন করতে চাইলে সেই গোরস্তানের কর্তৃপক্ষ জানায়, ময়নাতদন্ত ছাড়া দাফন করতে গেলে পুলিশি ঝামেলা হবে। পরে বাধ্য হয়ে ব্যাংক টাউনের এই গোরস্তানে আমার ছেলেকে দাফন করি।’

মহিউদ্দিন বলেন, ‘আমার ছেলের হত্যার পুরো দৃশ্যটি আপনারা সবাই দেখেছেন। একজন গুলিবিদ্ধ জীবিত মানুষকে কি কেউ এমনভাবে টেনেহিঁচড়ে রাস্তায় ফেলতে পারে? তখনো যদি আমার ছেলেকে হাসপাতালে নেয়া হতো, হয়তো প্রাণে বেঁচে যেত। কিন্তু আমার মুমূর্ষু ছেলেকে চিকিৎসার সুযোগটিও দেয়নি তারা। আমার ছেলে এবং আমার পুরো পরিবার কখনোই কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত ছিলাম না। আমার ছেলে রাজনীতিকে পছন্দ করত না। আমার শ্বশুর একজন মুক্তিযোদ্ধা। সেই হিসেবে আমার ছেলেও একজন মুক্তিযোদ্ধার নাতি, কোটা সুবিধা ভোগ করতে পারত। কিন্তু সেও চেয়েছে ছাত্রদের মধ্যে কোনো বৈষম্য না থাকুক। সে তার আহত বন্ধুদের নিয়ে খুব চিন্তিত এবং বিমর্ষ থাকত। আর সে জন্যই ইয়ামিন সেদিন তার আহত বন্ধুদের বিচারের দাবি নিয়ে রাস্তায় নেমেছিল। এই দেশের সরকারের যদি দয়া হয়, তবে একদিন আমার ছেলে হত্যার বিচার করবে।’

ইয়ামিনের জন্ম ২০০১ সালের ১২ ডিসেম্বর। তিনি সাভার ক্যান্টনমেন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে এসএসসি ও এইচএসসি পাস করেন। মা নাসরিন সুলতানা গৃহিণী, বোন শাইখ আশহাবুল জান্নাত পড়ছেন শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে।

‘প্রয়োজনে তিস্তা নিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে যাবে অন্তর্বর্তী সরকার’

ঢাকা, ২১ আগস্ট : তিস্তাসহ ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের যে অভিন্ন নদীগুলো রয়েছে, সেগুলোতে নিজেদের অধিকারের বিষয়ে দেশটির সরকারের সঙ্গে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার আলোচনা করবে বলে জানিয়েছেন পরিবেশ ও পানি উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান।

তিনি বলেন, তিস্তাপারের মানুষের মতামত নিয়ে এ বিষয়ে কাজ শুরু করা হবে।

বুধবার সচিবালয়ে নিজ দফতরে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ কথা বলেন।

উপদেষ্টা রিজওয়ানা হাসান বলেন, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে নিজের দেশের মানুষের কথা চিন্তা করছেন, তিস্তা প্রকল্প নিয়ে আমরাও আমাদের মানুষের কথা ভেবে পরবর্তী সিদ্ধান্তে যাব। ভারতের সঙ্গে বন্ধুপ্রতিম সম্পর্ক বজায় রেখে প্রয়োজনে তিস্তা নিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে যাবে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। নদী রক্ষায় হাজার কোটি না হলেও ছোট ছোট প্রকল্প নেওয়া হবে বলে জানান উপদেষ্টা রিজওয়ানা হাসান।

এর আগে বিশ্বব্যাংকের একটি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠক করেন পরিবেশ ও পানি উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। বাংলাদেশের নদী রক্ষায় বিশ্বব্যাংক আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা দেবে বলেও জানান তিনি।

এরই মধ্যে পরিবেশ অধিদফতরকে দেশের সবচেয়ে দূষিত নদীর তালিকা এবং দূষণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর তালিকা দিতে বলা হয়েছে বলেও জানান উপদেষ্টা। তিনি আরও বলেন, পলিথিন বন্ধে আগামী সেপ্টেম্বর মাস থেকে অভিযান শুরু হবে।

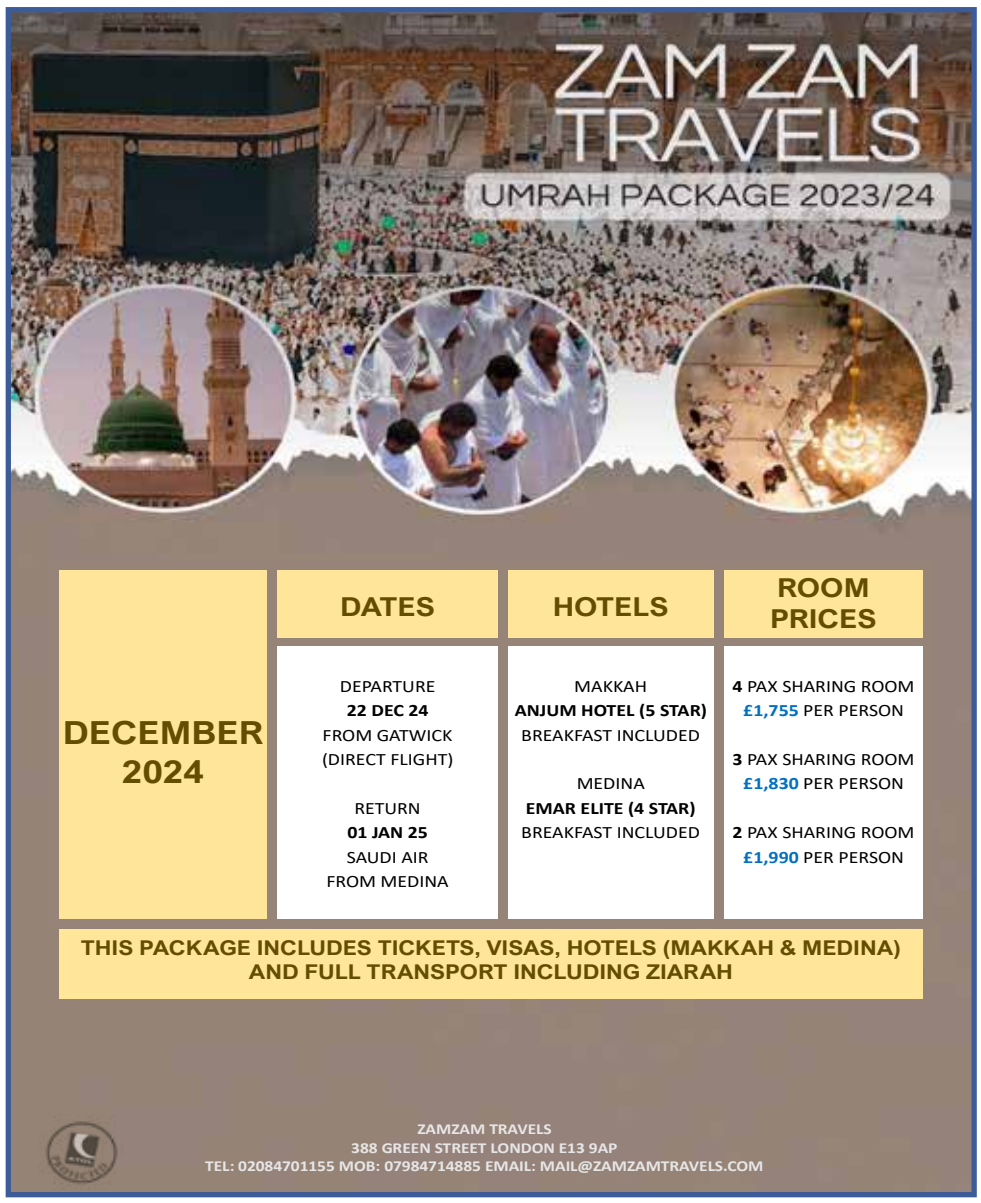

নারায়ণগঞ্জে প্রতিবাদ সভায় শায়খ মামুনুল হক

লাখো মানুষ হত্যা করে হলেও শেখ হাসিনা ক্ষমতায় থাকতে চেয়েছিলেন

ঢাকা, ২১ আগস্ট : হেফাজতে ইসলামের সাবেক যুগ্ম মহাসচিব ও বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মহাসচিব মাওলানা মামুনুল হক বলেছেন, বিগত ১৬ বছর অন্ধকার সময়ে আমাদের বুকে চেপে বসেছিল এক জালিম সরকার। মানুষ ভাবতে শুরু করেছিল এদের হয়তো আর নামানো সম্ভব হবে না। তাদেরও বিশ্বাস ছিল তাদের কেউ নামাতে পারবে না। তারা মসনদকে জবরদখল করে বসেছিল। তাদের ইচ্ছা ছিল লাখো মানুষকে হত্যা করে হলেও শেখ হাসিনা ক্ষমতা চালিয়ে যাবেন।

বুধবার সকালে খেলাফত মজলিস সোনারগাঁ শাখার উদ্যোগে আয়োজিত নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ উপজেলার মোগরাপাড়া চৌরাস্তা ঐতিহাসিক হাবিবপুর ঈদগাহ মাঠে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে নিহতদের রুহের মাগফেরাত কামনায় ও প্রতিবাদ সভায় অংশগ্রহণ করে তিনি এসব কথা বলেন।

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস সোনারগাঁ শাখার সভাপতি হাফেজ আব্দুল আউয়ালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন- বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা আতাউল্লাহ আমিন, কেন্দ্রীয় সদস্য মাওলানা মহিউদ্দিন খান, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস সোনারগাঁ শাখার সাধারণ সম্পাদক হাফেজ মাওলানা আবু বকর সিদ্দিক, সিনিয়র সহ-সভাপতি মুফতি মুহাম্মাদ সাইদুর রহমান প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে মাওলানা মামুনুল হক বলেন, শেখ হাসিনার বিচার বাংলার মাটিতে করতে হবে। তাকে এ দেশে ধরে আনতে হবে। সব হত্যা ও গণহত্যাকাণ্ডের বিচার আমাদের আদায় করতে হবে। আমরা বলেছিলাম ভাস্কর্য করার দরকার নেই। আপনার পিতাকে আর জাতির সামনে অপমানিত করবেন না। এ কথা বলায় আমাকে গ্রেফতার করলেন। জাতীয় সংসদে আমাকে নিয়ে আক্রমণ করলেন। আমার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের প্রতিটি প্রতিষ্ঠান লেলিয়ে দিলেন। আমাদের কথা সেদিন মানলে আজ সারা দেশে এ লাঞ্ছনা বরণ করতে হতো না।

তিনি আরও বলেন, আমাদের প্রিয় ভাই মাওলানা ইকবাল সাহেবকে স্মরণ করছি। তার মৃত্যু আমাকে অনেক বেশি মর্মাহত করেছে। এটি আমার কারাজীবনের সবচেয়ে হৃদয় বিদারক ঘটনা। আমি সোনারগাঁ থানা ও বন্দর, গজারিয়া, রূপগঞ্জ ও আড়াইহাজার থানার ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। সোনারগাঁয়ে শত শত মানুষের ওপর নিপীড়নের জন্য চিহ্নিত কিছু মানুষ দায়ী। তাদের তালিকা করে তাদের অবাঞ্ছিত ঘোষণা করতে হবে।

তেজগাঁওয়ে গুলিতে শিক্ষার্থী তৌহিদ হত্যা

শেখ হাসিনা, মুনতাসীর মামুন ও নিঝুম মজুমদারের বিরুদ্ধে মামলা

ঢাকা, ২১ আগস্ট : বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে রাজধানীর তেজগাঁও এলাকায় গুলিতে শিক্ষার্থী মোঃ তৌহিদুল হক নিহতের ঘটনায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, ইতিহাসবিদ মুনতাসীর মামুন ও নিঝুম মজুমদারসহ ৪৯ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন।

মামলার উল্লেখযোগ্য অন্যান্য আসামিরা হলেন- আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল, সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল

দায়ের হয়েছে।

বুধবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট নুরুল হুদা চৌধুরীর আদালতে এ মামলা দায়ের করা হয়। মামলার বাদী নিহতের বড় ভাই তারিকুল ইসলাম।

আদালত বাদীর জবানবন্দি গ্রহণ করে তেজগাঁও থানাকে অভিযোগটি এজাহার হিসেবে গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। বাদীর আইনজীবী মুজাহিদুল ইসলাম গণমাধ্যমকে মামলার বিষয়টি নিশ্চিত

হক, সাবেক প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান, আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ও সাবেক সংসদ সদস্য শাজাহান খান, আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ, সাবেক সংসদ সদস্য আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, হাসানুল হক ইনু, ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য রাশেদ খান

মেনন, সাবেক তথ্য প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত, সাবেক সংসদ সদস্য সাদেক খান, সাবেক আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন, ডিএমপির সাবেক কমিশনার হাবিবুর রহমান, ডিএমপির সাবেক ডিবিপ্রধান হারুন অর রশীদ ও ডিএমপির বিপ্লব কুমার।

মামলার অভিযোগে বাদী উল্লেখ করেন, আসামিদের নির্দেশে অজ্ঞাতনামা আরও ২৩০০ জন পুলিশ সদস্য ও আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী ৪ আগস্ট তেজগাঁও থানাধীন ফার্মগেট ফুটওভার ব্রিজের নিচে সড়কে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মিছিলে গুলি করে। ওই ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তিচ্ছুক শিক্ষার্থী মোঃ তৌহিদুল হক নিহত হন।

KUSHIARA

Travels • Cargo • Money Transfer • Courier Service

বিমান ও অন্যান্য এয়ারলাইন্সের সুলভমূল্যে টিকিটের জন্য আমরা বিশ্বস্ত

IATA Biman BRITISH AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR KUWAIT Emirates

Hotline
0207 790 1234
0207 790 9888
Mobile
07956 304 824

We Buy & Sell BDT Taka, USD,Euro

Worldwide Money Transfer
Bureau De Exchange

Cargo Services

আমরা সুলভমূল্যে বিশ্বের বিভিন্ন শহরে কার্গো করে থাকি।

আমরা ডিএইচএল- এ লেটার ও পার্সেল করে থাকি।

ঢাকা ও সিলেট সহ বাংলাদেশের যে কোন এলাকায় আপনার মূল্যবান জিনিসপত্র যত্নসহকারে পৌঁছে দিয়ে থাকি।

আমরা হোটেল বুকিং ও ট্রান্সপোর্টের ব্যবস্থা করে থাকি।

Address:
319 Commercial Road,
London, E1 2PS
Tel: 020 7790 9888,
020 7790 1234
Cell: 07956304824
Whatsapp Only:
07424 670198,07908 854321
Phone & Whatsapp:
+880 1313 088 876,
+880 1313 088 877

We are Open 7 Days a Week
10 am to 8 pm

For More Information
kushiaratravel@hotmail.com
St> is-04-cont

LAWMATIC
SOLICITORS

আপনি কি
IMMIGRATION FAMILY PERSONAL INJURY
CONVEYANCING CRIMINAL LITIGATION
সংক্রান্ত সমস্যায় আছেন ?
দীর্ঘ এক দশকের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন আইনজীবীদের সহযোগিতা নিন

ASADUZZAMAN

FAKHRUL ISLAM

SAYED HASAN

SALAH UDDIN SUMON

Immigration and Nationality	ইমিগ্রেশন ও ন্যাশনালিটি
Family and Children	ফ্যামিলি ও চিলড্রেন
Personal Injury	পার্সোনাল ইনজুরি
Litigation	লিটিগেশন
Property, Commercial & Employment	প্রপার্টি, কমার্শিয়াল ও এমপ্লয়মেন্ট
Housing and Homelessness	হাউজিং ও হোমলেসনেস
Landlord and Tenant	ল্যান্ডলর্ড ও টেনেন্ট
Welfare Benefits	ওয়েলফেয়ার বেনিফিটস
Money Claim & Debt Recovery	মানি ক্লেইম ও ডেট রিকভারি
Wills and Probate	উইলস ও প্রবেট
Mediation	মিডিয়েশন
Road Traffic Offence	রোড ট্রাফিক অফেনস্
Flight Delay Compensation	ফ্লাইট ডিলে কমপেনসেশন
Crime	ক্রাইম
Conveyancing	কনভেয়েনসিং

132 Cavell Street
London E1 2JA
T : 0208 077 5079
F : 0208 077 3016
www.lawmaticsolicitors.com
info@lawmaticsolicitors.com

কাদের মির্জার যত অনিয়ম দুর্নীতি

ঢাকা, ২১ আগস্ট : আব্দুল কাদের মির্জা। বসুরহাট পৌরসভার সাবেক মেয়র ও কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি। কেউ বলেন- অত্যাচারী ফেরাউন, কেউ বলেন পাগলা মির্জা, কেউবা বলেন চাঁদাবাজ। তবে ১৫ বছরের শাসনামলে এই কাদের মির্জা হয়ে ওঠেন কোম্পানীগঞ্জের ডন। স্থানীয়দের ভাষ্যে, পৌরসভার মেয়র থাকাকালীন তার ভয়ে কেউ মুখ খুলতে পারতেন না। তার সব অপকর্মের প্রত্যক্ষ সহযোগী ছিলেন স্ত্রী আকতার জাহান বকুল।

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সাবেক সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরের নিজ নির্বাচনী উপজেলা এটি। কাদের মির্জা তারই আপন ছোট ভাই। ১৫ বছর তিনি এখানে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছেন। স্থানীয় প্রশাসন থেকে শুরু করে জেলা প্রশাসন সবই ছিল তার কাছে তুচ্ছ। স্থানীয়রা দাবি করেন, ওবায়দুল কাদের এলাকায় খুব একটা যাতায়াত না করলেও ভাইয়ের মন্ত্রিত্ব ও দলীয় সর্বোচ্চ পদ থাকায় বেশি বেপরোয়া হয়ে ওঠেন কাদের মির্জা।

সরজমিন জানা গেছে, বসুরহাটের সাবেক এই পৌর মেয়র ও তার পরিবারের লোকজনের কাছে পুরো কোম্পানীগঞ্জবাসীই ছিলেন জিম্মি।

কেউ তার বিরুদ্ধে কিছুই বলতে পারতেন না। চাঁদাবাজি, ঠিকাদার নিয়ন্ত্রণ, বিরোধী মত দমন, নিয়োগ বাণিজ্য- কী করেননি তিনি? অত্যাচার চালিয়েছেন স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের ওপরও।

কাদের মির্জার যত অনিয়ম, দুর্নীতি: কোম্পানীগঞ্জের টেন্ডারবাজি, দখল, চাঁদাবাজি, মন্ত্রী কোটার টিআর, কাবিখা, সরকারি অফিস-আদালত সবই কাদের মির্জার নিয়ন্ত্রণে চলতো। আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের আগ পর্যন্ত মির্জার ইশারা ছাড়া কিছুই হতো না। স্থানীয় প্রশাসনও কখনো মির্জার ইচ্ছার বাইরে যাননি। বসুরহাট বড় মসজিদসহ বিভিন্ন মসজিদের ইমাম কে হবেন তাও ঠিক করতেন কাদের মির্জা। বড় ভাই ওবায়দুল কাদেরের প্রভাব খাটিয়ে বাংলাদেশের সড়ক ও জনপদ অধিদপ্তরের সকল অফিস থেকে চাঁদা আদায় করতেন তিনি। চাঁদা দিতে অস্বীকৃতি জানালে ভয় দেখাতো ফেসবুক লাইভে এসে সব বলে দেয়ার। নিজের দলের নেতাকর্মী, সমর্থকদের থেকেও বিভিন্ন অজুহাতে চাঁদা আদায় করতেন। আওয়ামী লীগ সমর্থক চরকাঁকড়া ২ নম্বর ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য

জামাল উদ্দিনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খালের পাশে হওয়ায় খালের ওপর কালভার্ট করায় কয়েক ধাপে ৩ লাখ টাকা চাঁদা আদায় করেন কাদের মির্জা। বসুরহাট বাজারের প্রায় পাঁচ শতাধিক ব্যবসায়ীর থেকে তিনি বিভিন্ন দিবসসহ দল চালানোর কথা বলে বছরে ৫ কোটি টাকার উপরে চাঁদা আদায় করতেন। তার এসব চাঁদা সংগ্রহ করতেন বসুরহাট পৌরসভার কর্মকর্তা করিমুল হক সাথী। উচ্চ আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে বসুরহাট বাজারের বেশ কয়েকটি স্থান থেকে টোল আদায় করতেন কাদের মির্জা। মির্জার নির্দেশে বছরে প্রায় ২ কোটি টাকার টোল আদায় করতেন তার অনুসারী শ্রমিক লীগ নেতা ওয়াসিম। ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে চাঁদা আদায়ের বিষয়ে বসুরহাট ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি আবদুল মতিন লিটন বলেন, একজন স্বৈরাচার ছিলেন মির্জা কাদের। মানুষকে অত্যাচার নির্যাতন করেছেন ক্ষমতায় থাকাকালীন। বিভিন্ন দিবস উপলক্ষে চাঁদা আদায় করতেন। টাকা না দিলে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে খারাপ আচরণ করতেন। ব্যবসা বন্ধের হুমকি দিতেন। তবে ৫ই আগস্ট ক্ষমতা চলে যাওয়ার পর কোম্পানীগঞ্জের ব্যবসায়ীরা স্বস্তিতে রয়েছেন বলেও জানান লিটন।

মির্জার টর্চার সেল: কাদের মির্জা শুধু মানুষের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতেন না, ক্ষিপ্ত হয়ে মানুষকে কখনো কখনো নিয়ে যেতেন পৌরসভার তিনতলায়। সেখানে তিনি গড়ে তুলেন একটি আধুনিক টর্চার সেল। ওই টর্চার সেলে নির্যাতনের শিকার হয়েছেন প্রায় ৫০ জন ব্যবসায়ী, শতাধিক আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মী। টর্চার সেলে ছিল অস্ত্র ভাণ্ডার। এ ছাড়া উপজেলা আওয়ামী লীগের দলীয় কার্যালয়েও ছিল একটি টর্চার সেল। সোমবার সরজমিন দেখা যায়, উপজেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয়টি ভেঙে দেয়া হয়েছে। ৫ই আগস্ট কাদের মির্জা এলাকা থেকে পালিয়ে গেলে বিক্ষুব্ধ জনতা অগ্নিসংযোগ করে।

ভূমি দখলের সর্দার মির্জা কাদের: উপজেলার মুছাপুর ইউনিয়নের মুছাপুর ক্লোজারে কাদের মির্জা ৬০০ একর খাস জায়গা দখল করেন। এরপর ভুয়া ভূমিহীন সাজিয়ে ৪ কোটি টাকার ভিটি বিক্রি করেন। ক্লোজার সংলগ্ন নদী থেকে গত ৩ বছর অবাধে বালু উত্তোলন শুরু করেন। স্থানীয়দের ভাষ্যমতে, প্রায় ২০ কোটি টাকার বালু উত্তোলন করেন কাদের মির্জা। তার এই অবৈধ সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রণ করেন মুছাপুরের চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগ নেতা আইয়ুব আলী ওরফে টাকলা আলী। বসুরহাট পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর বাবুলের বসুরহাট বাজারের রূপালী চত্বর সংলগ্ন বহুতল ভবন কৌশলে দখল করে নেন কাদের মির্জা। উপজেলা ভূমি অফিসের খাস জায়গা দখল করে বাবার নামে মোশারেফ হোসেন ডায়াবেটিক হাসপাতাল নির্মাণ করেন।

কাদের মির্জার হেলমেট বাহিনী: কাদের মির্জার ছিল সশস্ত্র হেলমেট বাহিনী। এই বাহিনীর সদস্য সংখ্যা ছিল শতাধিক। কোম্পানীগঞ্জের মানুষ ছিল তাদের কাছে জিম্মি। এ বাহিনীর নির্যাতনের শিকার হয়েছেন কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান বাদল, সাবেক সাধারণ সম্পাদক নুরনবী চৌধুরী, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি খিজির হায়াত খান, উপজেলা বিএনপি'র সদস্য সচিব মাহমুদুর রহমান রিপনসহ প্রায় ২ শতাধিক মানুষ। যুবদল নেতা রাজন ও ফয়সালের বাড়িতে হামলা চালায় এ বাহিনীর সদস্যরা। হেলমেট বাহিনীর নেতৃত্বে ছিল কাদের মির্জার ছেলে তাশিক মির্জা কাদের, আর্থিক ও প্রশাসনিক শেলটারে ছিল মির্জা ও তার স্ত্রী বকুল। হেলমেট বাহিনীর সেকেন্ড কমান্ড ছিল বসুরহাট পৌরসভার কাউন্সিলর ও যুবলীগ নেতা রাসেল, হামিদ ওরফে কালা হামিদ, উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি মারুফ, সাধারণ সম্পাদক তন্ময়, বসুরহাট পৌরসভা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক জিসান, কেচ্ছা রাসেল, বাংলা বাজারের পিচ্ছি মাসুদ ওরফে ডাকাত মাসুদ, রাস্তার মাথার শিপন, বসুরহাট পৌরসভার কর্মচারী পিচ্ছি স্বপন, শুঁটকি কামাল, মাছ সবুজ, ঠোঁট কাটা শিবু, পৌরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের হোনারি বাড়ির ছায়েদ ও মাছ ব্যবসায় শামীম। এ বাহিনীর সকল সদস্য ছিল আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্রধারী। তারা সব সময় কোমরে অস্ত্র নিয়ে চলতে। ২০২২ সালের ১৩ই মে বসুরহাট পৌরসভার করালিয়া এলাকায় মিজানুরের অনুসারীদের ওপর প্রকাশ্যে অস্ত্র নিয়ে আনোয়ার হোসেনের ধাওয়া করার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়। এ ছাড়া ২০২১ সালের ২১শে নভেম্বর রাতে উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি খিজির হায়াত খানের বাড়িতে সশস্ত্র হামলাকালে অস্ত্র হাতে আনোয়ার হোসেনকে গুলি করার দৃশ্য সিসিটিভির ক্যামেরায় ধরা পড়েছে। ১৩ই মে'র ভাইরাল ভিডিওতে কেচ্ছা রাসেলের সঙ্গে ছিলেন আরেক অস্ত্রধারী সহিদ উল্যাহ। পিচ্ছি মাসুদের বিরুদ্ধে কোম্পানীগঞ্জ থানায় খুন, ডাকাতি, মাদক, পুলিশের ওপর হামলাসহ বিভিন্ন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের অভিযোগে ২১টি মামলা রয়েছে।

এ বিষয়ে কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান বাদল বলেন, কাদের মির্জা ছিলেন একজন মাফিয়া ডন। তার শাসনামল ছিল বিভীষিকাময়। এলাকায় কোনো স্বাধীনতা ছিল না। উপজেলা আওয়ামী লীগের এমন কোনো নেতাকর্মী নেই

বাসার উদ্দেশে হাসপাতাল ছাড়লেন খালেদা জিয়া

ঢাকা, ২১ আগস্ট : গুলশানের বাসা ফিরোজার উদ্দেশে হাসপাতাল ছেড়েছেন বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া। বুধবার সন্ধ্যায় তিনি রাজধানীর এভারকেয়ার ত্যাগ করেন। বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান যুগান্তরকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। ৭৯ বছর বয়সি খালেদা জিয়া আর্থ্রাইটিস, হৃদ্রোগ, ফুসফুস, লিভার,

কিডনি, ডায়াবেটিসসহ বিভিন্ন জটিল রোগে দীর্ঘদিন ধরে ভুগছেন। তিনি রাজধানীর বেসরকারি এভারকেয়ার হাসপাতালে নিয়মিত চিকিৎসা নিচ্ছেন। গত বছরের ৯ আগস্ট খালেদা জিয়াকে ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। সে সময় উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে বিদেশে নিতে তার পরিবার থেকে সরকারের কাছে আবেদন করা হলেও অনুমতি পাওয়া যায়নি। পরে যুক্তরাষ্ট্র থেকে তিনজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এনে লিভার সিরোসিসে আক্রান্ত বিএনপির চেয়ারপারসনের রক্তনালিতে অস্ত্রোপচার করা হয় ২৭ অক্টোবর। তার স্বাস্থ্য কিছুটা স্থিতিশীল হলে সে দফায় পাঁচ মাসের বেশি সময় চিকিৎসা শেষে চলতি বছরের ১১ জানুয়ারি তিনি বাসায় ফেরেন।

বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া দুর্নীতির দুই মামলায় সাজা পেয়ে ২০১৮ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি কারাবন্দি হন। দুই বছরের বেশি সময় তিনি কারাবন্দি ছিলেন। পরিবারের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার এক নির্বাহী আদেশে খালেদা জিয়ার সাজা ২০২০ সালের ২৫ মার্চ স্থগিত করে তাকে শর্ত সাপেক্ষে মুক্তি দেয়। তখন থেকে ছয় মাস পরপর মুক্তির মেয়াদ বাড়াচ্ছে সরকার। তবে ক্ষমতার পালাবদলের পর অন্তর্বর্তী সরকার তাকে সব মামলা থেকে অব্যাহতি দিয়েছে।

অবৈধভাবে নিপুণকে জেতাতে কমিশনারকে চাপ দেন শেখ সেলিম

ঢাকা, ২১ আগস্ট : আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী নেতা শেখ সেলিমের আশীর্বাদপুষ্ট ছিলেন ঢালিউড অভিনেত্রী নিপুণ আক্তার। বিষয়টি অনেকের জানা থাকলেও সামনে আসেনি কখনও। তবে ক্ষমতার পালাবদলের কারণে এবার বিষয়টি প্রকাশ্যে এলো।

শেখ সেলিমের ছত্রছায়ায় বেপরোয়া ছিলেন নিপুণ। এ নিয়ে চলচ্চিত্রাঙ্গনের কলাকুশলীদের ক্ষোভ অনেক দিনের। কিন্তু কেউ সেভাবে মুখ ফুটে কিছু বলতে পারেননি। তবে এবার মুখ খুলতে শুরু করছেন তারা।

গণমাধ্যমে তারা তুলে ধরেছেন ২০২২ সালে শিল্পী সমিতির নির্বাচনে নিপুণকে জয়ী করতে শেখ সেলিম কীভাবে প্রভাব খাটিয়েছিলেন।

২০২২ সালের সেই নির্বাচনে ভোটারদের ভোটে সভাপতি পদে জয়ী হয়েছিলেন ইলিয়াস কাঞ্চন এবং সাধারণ সম্পাদক পদে জায়েদ খান। তবে শেখ সেলিম চাইছিলেন নিপুণই বসুক সাধারণ সম্পাদকের চেয়ারে।

২০২২ সালের ২৮ জানুয়ারি চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির নির্বাচন হয়। সেবার নির্বাচনে সভাপতি পদে ইলিয়াস কাঞ্চন ও সাধারণ সম্পাদক পদে প্রাথমিক ভোট গণনায় জায়েদ খান জয়ী হন। জায়েদ খানের কাছে ১৩ ভোটে পরাজিত হন চিত্রনায়িকা নিপুণ আক্তার। ফলাফলে অসন্তোষ জানিয়ে ভোট পুনর্গণনার জন্য আপিল করেন

নিপুণ। কিন্তু সেখানেও একই ফলাফল পায় আপিল কমিটি। পরে ঘটনা মামলায় গড়ায়। আদালত থেকে রায় নিয়ে শিল্পী সমিতির চেয়ারে বসেন নিপুণ। তিনি পুরো সময় দায়িত্ব পালন করেন।

অভিযোগ রয়েছে শেখ সেলিমের সরাসরি প্রভাব রয়েছে নিপুণের দাপটের পেছনে। নির্বাচনে তাকে জয়ী করতে নির্বাচন কমিশনারদের ভয়ভীতি ও প্রলোভন দেখান রাজনৈতিক নেতারা। এমনকি নিপুণকে জয়ী করতে ১৭ বার ফোন করেন শেখ সেলিম।

একাধিক নির্বাচন কমিশনার শিল্পী সমিতির নির্বাচনে দায়িত্ব পালন করেন। নাম প্রকাশ না করে তাদের একজন বলেন, জীবনের হুমকি ছিল। যেকোনো সময় ধরে নিয়ে যাওয়া হতে পারে, এমন শঙ্কা ছিল।

তিনি বলেন, আমাদের নির্বাচন কমিশনারদের একের পর এক ভয়ভীতি দেখিয়ে গালিগালাজ করা হয়। বলা হয় যে পুলিশ দিয়ে তুলে নিয়ে যাবে। এমন লেভেল থেকে ফোন আসবে, ভাবতেই পারিনি। আমাদের একজনকে সেই সময় নিপুণকে জয়ী করাতে ১৭ বার ফোন করেন শেখ সেলিম সাহেব, তার মতো লোক। এটা আমাদের অবাক করেছিল।'

প্রধান নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্ব পালন করা পিরজাদা হারুন বলেন, ২০২২ সালের নির্বাচনে তার ওপর চাপ প্রয়োগ করা হয়, যা তাকে মানসিকভাবে এখনো আতঙ্কিত করে। নির্বাচনে নিপুণকে জয়ী দেখাতে অনেক ওপর থেকে এক ক্ষমতাবান রাজনীতিবিদ একের পর এক ফোন করতে থাকেন। তিনি সে সময় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সহ প্রায় সব মন্ত্রণালয়ে সরাসরি প্রভাব খাটাতেন, নিয়ন্ত্রণ করতেন বলা যায়। কিন্তু আমি সরাসরি 'না' বলে দিই। পরবর্তী সময় মোবাইল ফোনে ভয়ও দেখানো হয়, এমনকি বড় অঙ্কের অর্থের লোভ দেখানো হয় উল্লেখ করে হারুন বলেন, তখন একের পর এক ফোনে আমাকে ভয় দেখানো হয় যে তুলে নিয়ে যাবে। পরে একটা জায়গায় যেতে বলেন, যেখানে বড় অঙ্কের টাকা রাখা ছিল। যখন রাজি হলাম না, তখন ফলাফল নিয়ে মামলা করা হলো। সেটা চলে গেল কোর্টে। তখন নানাভাবে হয়রানি করা হয়েছে। আমাকে বানিয়ে দেওয়া হলো অন্য একটি রাজনৈতিক দলের সদস্য। নানা কাণ্ডে আমাকে ছোট করা হলো, এফডিসিতে নিষিদ্ধ করা হলো।

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

(Weekly Desh is a Leading Bengali newspaper in the UK which distributes FREE in the Mosques every Friday. Also, it's available through the week at grocery shops and Cash and Carry in our designated paper stands. The newspaper is published by Reflect Media Ltd Company number 08613257 and. VAT registration number: 410900349)

Editor:
Taysir Mahmud

31 Pepper Street
Tayside House
Canary Wharf
London E14 9RP
Tel: 0203 540 0942
M: 07940 782 876
info@weeklydesh.co.uk (News)
advert@weeklydesh.co.uk (Advertisement)
editor@weeklydesh.co.uk (Editorial inquiry)

যৌথ অভিযানের উদ্যোগ
দুর্নীতিবাজরা যেন কোনোক্রমেই ছাড় না পায়

গেল সরকারের আমলে রাজনীতিক, আমলা, ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে নানা শ্রেণি-পেশায় থাকা কিছু সুযোগসন্ধানী দুর্নীতিবাজ অঢেল সম্পদের মালিক বনে যান। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের পর সাধারণ জনতার দাবি ওঠে, অপকর্মে জড়িতদের দ্রুত আইনের আওতায় আনা হোক। রোববার যুগান্তরের খবরে প্রকাশ, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার শিগ্‌গিরই দুর্নীতিবাজদের গ্রেফতার ও কালোটাকা উদ্ধারে যৌথ বাহিনীর মাধ্যমে সাঁড়াশি অভিযান শুরু করতে যাচ্ছে। সরকারের দায়িত্বশীল সূত্র জানিয়েছে, এরই মধ্যে অভিযান পরিকল্পনা চূড়ান্ত করার কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। মন্ত্রণালয় ও জেলাভিত্তিক টাস্কফোর্স গঠন করে বর্তমানে দুর্নীতিবিরোধী এই অভিযানের ছক করা হচ্ছে। আরও জানা যায়, ১-১১ এর সরকারের আদলে ঢাকা ও ঢাকার বাইরে যৌথ বাহিনীর একাধিক অফিস করা হবে। এ কাজে সেনাবাহিনী, প্রশাসন, দুদক, পুলিশ, র‍্যাব ও বিজিবি সদস্যরা দায়িত্বে থাকবেন। আর এককভাবে আইনগত পদক্ষেপ নেবে দুদক। অন্যরা সব ধরনের 'লজিস্টিক সাপোর্ট' দেবে।

উল্লেখ্য, গত ৫ জুলাই ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে যেতে বাধ্য হন। এরপরই আত্মগোপনে চলে যান সাবেক মন্ত্রী-এমপি থেকে শুরু করে আওয়ামী লীগপন্থি স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা। বেগতিক অবস্থা টের পেয়ে সরকার পতনের আগে ও পরে দেশ ছাড়ার সুযোগও নিয়েছেন অনেকেই। তবে বেশির ভাগ মন্ত্রী-এমপি, সুবিধাভোগী আমলা ও ব্যবসায়ী দেশ ছাড়তে পারেননি। এখন পলাতকদের ধরতে অভিযানের ছক চূড়ান্ত করা হচ্ছে।

দুর্নীতিবাজদের গ্রেফতার ও কালোটাকা উদ্ধারে যৌথ বাহিনীর এ অভিযানের উদ্যোগ সাধুবাদযোগ্য। আমরা মনে করি, এ অভিযানের মাধ্যমে দলমতনির্বিশেষে সন্ত্রাসী ও দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে, যাতে সবার কাছে বার্তা পৌঁছায়, অপরাধ করলে কেউ পার পাবে না। অবশ্য যৌথ অভিযান শুরু হতে কেন দেরি হচ্ছে, কেউ কেউ এমন প্রশ্ন করছেন। মনে রাখতে হবে, যারা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, তারা সবকিছু গুছিয়ে জেলাভিত্তিক নির্দেশনাগুলো দিতে চলেছেন। ফলে এমন অভিযানে কিছুটা বিলম্ব হওয়া অস্বাভাবিক নয়। বরং দেখার বিষয়, দুর্নীতিবিরোধী এ অভিযান সফল হয় কি না। আগের অভিযানগুলোয় দুর্নীতিবাজরা যেমন ফাঁকফোকর দিয়ে বেরিয়ে গেছে, এবার তারা সেই সুযোগ পাবে কি না।

গেল সরকারের আশীর্বাদপুষ্ট দুর্নীতিবাজরা ক্ষমতার অপব্যবহার করে দেশে তো অগাধ সম্পদের মালিক বনেছেনই। অনেকে আবার পরিবারকে বিভিন্ন দেশে স্থায়ীও করিয়েছেন। মালয়েশিয়া, ইংল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, ইউএই ইত্যাদি দেশে কয়েক হাজার বাংলাদেশি বাড়ি-ফ্ল্যাট এবং বিভিন্ন ব্যবসা-বাণিজ্যে হাজার হাজার কোটি টাকা লগ্নি করেছেন। ইতঃপূর্বে দেশি-বিদেশি বিভিন্ন সংস্থার প্রকাশিত প্রতিবেদনে দুর্নীতিবাজদের এসব অপকর্মের তথ্য উঠে এসেছে। বলার অপেক্ষা রাখে না, দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়নের মধ্য দিয়ে দেশে লুটপাটের যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, তা রাষ্ট্রের মূল ভিত দুর্বল করে দিয়েছে। দেশে দুর্নীতি ও অনিয়মের ব্যাপক বিস্তার এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির ঘাটতির কারণে সাধারণ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হলেও তা প্রতিরোধে গেল সরকারের আমলে কার্যকর ও দৃশ্যমান কোনো পদক্ষেপ দূরে থাক, বরং সমর্থন জোগাতে দেখা গেছে। এবার অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এসব দুষ্কর্মকারীকে আইনের আওতায় এনে অবৈধ অর্থসম্পদ উদ্ধারে

হাসিনার পতন: ভাত-রুটি যে কারণে স্বাধীনতার

অপূর্বানন্দ

দেশ থেকে পালিয়ে ভারতে এসে গোপন আশ্রয়ে অবস্থান করা শেখ হাসিনা যখন তাঁর দেশের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছেন, তখন তাঁর মনে কী কী চিন্তার ঝড় বইছে? তিনি তো দাবি করেছিলেন যে দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি শুধু সহিংসতা দমন করতে চেয়েছিলেন। তো সহিংসতার দৃশ্যগুলো অবলোকন করলে কি তাঁর এই দাবির যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠিত হয়?

নাকি শেখ হাসিনা পেছনে ফিরে তাকিয়ে দেখছেন আর গভীরভাবে নিজের বিবেককে প্রশ্ন করছেন যে যদি সপ্তাহখানেক আগেও ছাত্রদের দাবি তিনি মেনে নিতেন, যদি আওয়ামী লীগের গুন্ডাদের রাস্তায় নামিয়ে ছাত্র ও প্রতিবাদকারীদের ওপর হামলা না চালাতেন ও হত্যাকাণ্ড না ঘটাতেন, তাহলে অবস্থাটা কী হতো? আর তারপর যদি তিনি পদত্যাগ করবেন বলে ঘোষণা দিতেন!

যদি... আর যদি... ! কিন্তু শেখ হাসিনা তো তাঁর সুযোগ হারিয়েছেন এবং ডুবেছেন। আর পেছনে ফিরে তাকিয়ে গভীরভাবে নিজের বিবেকের সঙ্গে কথা বলা ও অনুশোচনা করার সামর্থ্য স্বৈরাচারীদের আছে বলে জানা যায় না।

যখন হাসিনা জানতে পারলেন যে অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূস অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে শপথ নিচ্ছেন, তখন তিনি কী ভাবছিলেন? দেশের তরুণেরা সেই ইউনূসকেই দায়িত্ব নেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছেন, যাঁকে তিনি জেলে পুরে রাখার জন্য সব রকম চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন। কিংবা হাসিনা যখন (টিভিতে) দেখলেন যে বাংলাদেশের স্থপতি ও তাঁর পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্যগুলো ভাঙা হচ্ছে, তখন কি তিনি তাঁর দেশের জনগণকে অকৃতজ্ঞতার জন্য অভিসম্পাত করেছেন? নাকি এটা চিন্তা করার মতো সক্ষমতা আসবে যে তাঁর নিজের করা অপরাধগুলোর ছায়ায় তাঁরই পিতার স্মৃতি এখন পুরোপুরি ঢাকা পড়ে গেছে?

শেখ মুজিবুর রহমানকে নিজের ও আওয়ামী লীগের নিজস্ব সম্পত্তি বানিয়ে তিনি মুজিবের প্রতি অবিচার করেছেন; নিজেকে তাঁর একমাত্র উত্তরাধিকারী বানিয়ে ও সারা দেশকে তাঁর কাছ থেকে দূরে ঠেলে দিয়ে তিনি মুজিবের প্রতি অবিচার করেছেন। শেখ মুজিব তাই হয়ে উঠেছিলেন শেখ হাসিনারই একটি প্রতীক। ফলে তাঁর ভাস্কর্য ও স্মৃতিকে তাঁরই কন্যার ও দলের অপরাধের মূল্য দিতে হলো।

ড. মুহাম্মদ ইউনূস ঠিকই বলেছেন যে আইনশৃঙ্খলা পুনরুদ্ধার করাই প্রথম কাজ। শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ তখনই একটা যৌক্তিক পরিণতিতে উপনীত হবে যখন বাংলাদেশ ছাত্রদের কথা শুনবে।

আচ্ছা, হাসিনা কি এটা চিন্তা করতে সক্ষম যে তিনি তাঁর সমালোচক ও বিরোধীদের 'রাজাকার' অভিধায় অভিষিক্ত করে শব্দটিকে মর্যাদাবান করে দিয়েছিলেন? 'তুমি কে, আমি কে? রাজাকার, রাজাকার! কে বলেছে, কে বলেছে? স্বৈরাচার, স্বৈরাচার।' এই স্লোগান কি তিনি কখনো তাঁর মাথা থেকে সরিয়ে ফেলতে পারবেন? এটা কি বারবার তাঁর মনে বেজে উঠবে না আর তাঁকে এটা মনে করিয়ে দেবে না যে গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে হেয় করে, ছাত্রদের গালমন্দ করে তিনি এক মারাত্মক ভুল করেছিলেন?

শেখ হাসিনা এখন যা-ই চিন্তা করুন না কেন, তিনি গদি ছেড়ে দেশ থেকে পালানোর পরও বাংলাদেশে সহিংসতা বন্ধ হয়নি। ৫ আগস্টের আগে সহিংসতা চলেছিল বিক্ষোভ-প্রতিবাদকারীদের ওপর, আর তারপরে চলছে আওয়ামী লীগ ও সরকারসংশ্লিষ্ট লোকজনের ওপর। পতিত সরকারের প্রতিটি প্রতীক আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে। শেখ মুজিবের স্মৃতি ও তাঁর ভাস্কর্যগুলো ধ্বংস হতে দেখে মানুষজন মর্মাহত হয়েছে।

তবে সবচেয়ে ভয়ংকর হলো সাধারণ মানুষের ওপর হামলা ও তাদের হত্যা করা। কয়েক ডজন মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। একটি হোটেল জ্বালিয়ে দিলে তাতে আগুনে পুড়ে ২৪ জন মারা গেছেন। দেশজুড়ে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়েছে। এ-ও জানা গেছে যে সংখ্যালঘু হিন্দু ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষের অনেক উপাসনালয়, ঘরবাড়ি ও দোকানপাট হামলার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে।

'বৈষম্যবিরোধী ছাত্ররা' যাঁরা এ আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন, তাঁরা এই সহিংসতার নিন্দা জানিয়েছেন। জামায়াতে ইসলামী সহিংসতা অবসানের আহ্বান জানিয়েছে। অনেক মুসলমান নেতা সহিংসতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াও সহিংসতা থামানোর আহ্বান জানিয়েছেন। অনেক নাগরিক সংগঠনও সহিংসতার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। কিন্তু সহিংসতা চলছেই। যাঁরা এসব সহিংসতার অপরাধ চালিয়ে যাচ্ছেন, তাঁদের কাছে এসব আবেদন-নিবেদনের কোনো মূল্য নেই। কেউ কেউ বলবেন যে হাসিনা সরকারের সময় পরিচালিত সহিংসতার বিরুদ্ধে জমে থাকা গণরোষের এক প্রতিফলন এই চলমান সংঘাত। এ থেকে পুরো বিষয়টার সঠিক ব্যাখ্যা মেলে না। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল এক বিবৃতিতে ঠিকই বলেছে যে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে সমাজের প্রতিটি শ্রেণি-পেশার মানুষ, হিন্দুমুসলমান-নির্বিশেষে যোগ দিয়েছিল। আর সরকার সহিংসভাবে এই আন্দোলন দমন করতে চেয়েছিল। তাতে শত শত মানুষ নিহত ও আহত হয়েছে, হাজার হাজার গেছে জেলে। কিন্তু সরকারের এই দমননীতি ৫ আগস্ট থেকে চলমান সহিংসতাকে বৈধতা দেয় না যেখানে শতাধিক মানুষ মারা গেছে, হিন্দুদের ডজনখানেক মন্দির ধ্বংস হয়েছে।

কেউ কেউ বলছেন যে রাগ-ক্ষোভটা প্রধানত আওয়ামী লীগের সঙ্গে জড়িত লোকজনের ওপর। কেননা, শুধু পুলিশ দিয়েই স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন দমনের চেষ্টা করা হয়নি। বরং, আওয়ামী লীগ এবং এর ছাত্র ও যুব সংগঠনের লোকজনও বিক্ষোভকারী-প্রতিবাদীদের ওপর হামলা-সহিংসতা চালানোয় যোগ দিয়েছেন। সুতরাং আওয়ামী লীগের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের ওপর রাগ থাকাটা খুবই স্বাভাবিক। তাই হিন্দু ও মুসলমান উভয়ই আক্রান্ত হয়েছে। এটাও চলমান সহিংসতাকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করে না। ছাত্রদের আন্দোলনই ছিল স্বৈরতন্ত্র ও সহিংসতার বিরুদ্ধে। আর স্বৈরাচার শেখ হাসিনার অপসারণের পর যে সহিংসতা, তা আন্দোলনের অভীষ্টের বিরুদ্ধে চলে গেছে।

আবেদন-নিবেদনে চলমান সহিংসতা থামবে না। একমাত্র রাষ্ট্রের প্রয়োগ করা বল ও শাস্তির ভয় এটা থামাতে পারে। আবার এই সহিংসতার জন্য এটা বলাও ভুল হবে যে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা গণ-আন্দোলন ইসলামপন্থী ও ভারতবিরোধীদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। এটা বলা অন্যায় হবে যে এই আন্দোলন গণতন্ত্রের জন্য নয়, বরং বাংলাদেশে একটি ইসলামি রাষ্ট্র কায়েমের জন্য পরিচালিত হয়েছে।

বাংলাদেশকে যাঁরা জানেন, তাঁরা এটাও জানেন যে এই দেশের বিভিন্ন প্রজন্মের ছাত্র ও তরুণেরা স্বৈরতন্ত্র ও সামরিক শাসন সহ্য করেন না। ১৯৫২ থেকে ১৯৭১ এবং তারপরেও ছাত্ররাই বারবার দেশে গণতন্ত্র ফিরিয়ে এনেছেন। আপনি যদি বাংলাদেশের প্রতিরোধের ইতিহাস দেখেন, তাহলে অবাকই হবেন যে শেখ হাসিনা একটানা ১৫ বছর দেশ শাসন করেছেন। শেখ হাসিনার স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়ানো কোনো ছেলেখেলা বা মশকরা নয়। তাঁর সমালোচকদের জীবন দিতে হয়েছে, অনেকে গুম হয়ে গেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে আপনি কোনো কথা বলতে পারতেন না। বিদেশে থেকে সরকারবিরোধী অবস্থান নিলে আপনার পরিবারের ওপর দুর্দশা নেমে আসত। ছাত্ররা বুকে বুলেটের পর বুলেট নিয়েছেন ও শত শত নিহত হয়েছেন। এগুলো কোনোভাবেই অস্বীকার করা যাবে না।

আবার হাসিনা দেশ থেকে পালানোর পর যে সহিংসতা দেখা দিয়েছে, ছাত্র-জনতা তার সত্যতা স্বীকার করেছেন এবং একে আগের কর্মকাণ্ডের প্রতিক্রিয়া বলে যৌক্তিকতা দিতে চেষ্টা করেননি। বরং তাঁরা সংসদসহ বিভিন্ন স্থান থেকে লুট হওয়া অস্ত্র উদ্ধার করে জমা দিয়েছেন এবং হিন্দুদের ঘরবাড়ি ও মন্দির রক্ষায় এগিয়ে এসেছেন।

ছাত্রদের কারণেই সেনাবাহিনী এই বিপ্লবকে কুক্ষিগত করে নিতে পারেনি। তাঁদের অনুরোধেই ড. মুহাম্মদ ইউনূস অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান হয়েছেন। এই আন্দোলনের কৃতিত্ব ছাত্রদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া এবং একে ষড়যন্ত্রের ফসল হিসেবে অভিহিত করা কেবল একজন শয়তানতুল্য লোকেরই কাজ হতে পারে।

ভারতের অনেক মানুষ যাঁরা শেখ হাসিনার প্রতি সহানুভূতিশীল, তাঁরা বলছেন যে তাঁর নেতৃত্বে বাংলাদেশে এক বিশাল অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। তিনি দেশটিকে ধর্মনিরপেক্ষও রেখেছেন। কিন্তু মানুষ তো শুধু অর্থনীতি নিয়ে জীবনধারণ করে না। প্রকৃত মানবজীবন হলো একটি গণতান্ত্রিক জীবন।

আমাকে শুধু ভাত-রুটি দিয়ে আপনি আমার স্বাধীনতা কেড়ে নিতে পারেন না। শেখ হাসিনা ১৫ বছর ধরে সেটাই করে গেছেন। তিনি নির্বাচনকে একটা তামাশা বানিয়েছেন। আজ যে তরুণ রাজপথে নেমেছেন, তিনি তো কখনোই তাঁর ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ পাননি। যাঁদের হাসিনা ভোটকেন্দ্রে আসতে দেননি, তাঁরাই শেষ পর্যন্ত রাজপথে নেমেছেন।

মানুষ যে নিজের জীবনের চেয়ে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা অধিক ভালোবাসতে পারে, ভারতের মতো দেশে এই সহজ সত্য বোঝা বা উপলব্ধি করা এখনকার সময়ে খুব কঠিনই বটে। সে কারণেই অনেক ভারতীয় বাংলাদেশের এই স্বাধীনতাপ্রেমী ছাত্রদের 'উন্মাদ' বলে আখ্যায়িত করছেন।

ছাত্ররা স্বৈরাচারীদের নতজানু করতে পারেন। তাঁরা গণতন্ত্রের পথ তৈরি করতে পারেন। তবে সেই পথের যাত্রাটা কীভাবে ও কোনদিক যাবে, তা ঠিক করতে হবে সমাজকে। ঢাকা ট্রিবিউনে ব্যাংকার ও ব্যবসায়ী তানভীর হায়দার খান তাঁর লেখায় সঠিকভাবেই প্রশ্ন তুলেছেন যে যখন জানতে চাওয়া হয়েছিল, আলোচনার জন্য কাদের ডাকা হয়েছে, তখন সেনাপ্রধান কেন দুইবার জামায়াতে ইসলামীর কথা বললেন, যে দল বিগত সব নির্বাচনে জনগণ দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে? সেনাবাহিনী কেন দ্রুত আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় পদক্ষেপ নিল না, যুক্তিসংগতভাবে সে প্রশ্নও তুলেছেন তিনি।

ড. মুহাম্মদ ইউনূস ঠিকই বলেছেন যে আইনশৃঙ্খলা পুনরুদ্ধার করাই প্রথম কাজ। শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ তখনই একটা যৌক্তিক পরিণতিতে উপনীত হবে যখন বাংলাদেশ ছাত্রদের কথা শুনবে।

তাঁদের কথা তো পরিষ্কার; এই আন্দোলন হলো এমন একটি সমাজ গড়ার আন্দোলন, যেখানে কোনো ধরনের বৈষম্য থাকবে না। এমন সমাজ যেখানে কেউই তাঁর রাজনৈতিক বা ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে বৈষম্যের শিকার হবে না। আমরা আশা করি, বাংলাদেশের জনগণ তাদের ছাত্রদের কথা শুনবে।

অপূর্বানন্দ ঝা দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দির অধ্যাপক এবং মার্কসবাদী লেখক ও রাজনৈতিক ভাষ্যকার।

দ্য ওয়্যার ডটইনে তাঁর প্রকাশিত লেখাটি বাংলায় (ঈষৎ সংক্ষেপিত) রূপান্তর করেছেন আসজাদুল কিবরিয়া

সিলেটে শেখ হাসিনা - রেহানা - কাদেরসহ ৬০০ নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে মামলা

ঢাকা, ২১ আগস্ট : সিলেটে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, তার বোন শেখ রেহানা ও আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরসহ ৮৭ জনের নাম উল্লেখ করে মামলা করা হয়েছে। বুধবার দুপুরে সিলেট মেট্রোপলিটন

ম্যাজিস্ট্রেট ১ম ও দ্রুত বিচারিক আদালতের বিচারক সুমন ভূঁইয়ার আদালতে মামলাটি করেন জেলা ছাত্রদলের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মো. জুবের আহমদ।

গত ৪ আগস্ট সিলেট নগরীর বন্দরবাজার এলাকায় ছাত্র-জনতার আন্দোলনের সময় পুলিশ এবং আওয়ামী লীগ ও তার অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীদের গুলি ও হামলা করার অভিযোগে এই মামলাটি করা হয়। মামলায় অজ্ঞাতপরিচয় আরও ৫-৬শ জনকে আসামি করা হয়েছে।

মামলায় উল্লেখযোগ্য অন্য আসামিরা হলেন- সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল, সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাছান মাহমুদ, সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল ইসলাম, সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান, সাবেক প্রতিমন্ত্রী শফিকুর রহমান চৌধুরী, সাবেক এমপি কামরুল ইসলাম, সাবেক এমপি ও জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনু, সাবেক এমপি ও ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন, সাবেক আইজিপি আব্দুল্লাহ আল মামুন, সাবেক ডিবি প্রধান হারুন-অর-রশিদ, সিলেটের সাবেক মেয়র আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী, সিলেট-৩ আসনের সাবেক এমপি হাবিবুর রহমান হাবিব, সাবেক এমপি শফিউল আলম চৌধুরী নাদেল, সিলেট জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট নাসির উদ্দিন খান, সিলেট সিটি কাউন্সিলর আজাদুর রহমান আজাদ, সিলেট মহানগর ছাত্রলীগের সভাপতি ও সেক্রেটারি এবং সিসিক মেয়র আনোয়ারুজ্জামানের পিএস সাজলু

বিসিবি সভাপতি হয়ে ইতিহাস গড়লেন ফারুক আহমেদ

ঢাকা, ২১ আগস্ট : বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) ১৭তম সভাপতি হলেন ফারুক আহমেদ। বিসিবি সভাপতি হয়ে নতুন ইতিহাস গড়লেন তিনি। জাতীয় দলের হয়ে খেলা প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে বোর্ডের সভাপতি হলেন সাবেক এই অধিনায়ক।

ফারুক আহমেদের আগে ক্রিকেট মাঠ থেকে উঠে এসে বোর্ডের সভাপতি হয়েছিলেন কমোডর মুজিবুর রহমান ও আলী আসগর লবি।

মুজিবুর রহমান তৃতীয় বোর্ডপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৮১ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৮৩ সালের ৩০ জানুয়ারি পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। আর আলী আসগর লবি ক্রিকেট বোর্ডের ১০তম সভাপতি হিসেবে ২৬ নভেম্বর ২০০১ সাল থেকে ১৪ নভেম্বের ২০০৬ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাদেশ ক্রিকেট দল গঠনের আগে কমোডর মুজিবুর রহমান ও আলী আসগর লবি ক্লাব ক্রিকেট খেলেছিলেন। সেদিক থেকে বিবেচনা করলে পেশাদার প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে বিসিবি সভাপতি হয়ে অনন্য নজির গড়লেন ফারুক আহমেদ।

জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক হিসেবে ফারুক আহমেদের কাউন্সিলরশিপ আগেই ছিল। বোর্ড সভাপতি হতে হলে তাকে আগে পরিচালক হতে হতো। বুধবার জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ তাকে বিসিবি পরিচালক হিসেবে নিয়োগ দেয়।

এতদিন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের কোটায় সরাসরি বিসিবি পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছিলেন জালাল ইউনুস ও প্রবীন পরিচালক আহমেদ সাজ্জাদুল আলম ববি। গত সোমবার জালাল ইউনুস পদত্যাগ করেন। আজ আহমেদ সাজ্জাদুল আলম ববির পদটি কেড়ে নেয় ক্রীড়া পরিষদ।

জালাল ইউনুসের শূন্যপদে বোর্ড পরিচালক হিসেবে ফারুক আহমেদ নিয়োগ পেয়ে বাকি পরিচালকদের সঙ্গে বোর্ড মিটিংয়ে বসেন। বোর্ড মিটিংয়ে উপস্থিত পরিচালকদের ভোটে ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি নির্বাচিত হন সাবেক এই অধিনায়ক।

প্রসঙ্গত, ১৯৯৩-৯৪ মৌসুমে বাংলাদেশ জাতীয় দলের অধিনায়ক ছিলেন ফারুক আহমেদ। প্রায় ১৫ বছর ধরে খেলেছেন ঘরোয়া ক্রিকেটে। ১৯৯৩ সালে আইসিসি ট্রফিতে দেশকে নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি। বাংলাদেশের হয়ে খেলেছেন সাতটি আন্তর্জাতিক ম্যাচ। সবশেষ দেশের জার্সিতে তাকে দেখা গেছে ১৯৯৯ বিশ্বকাপে।

ক্রিকেট থেকে অবসরে দুই দফায় পালন করেছেন জাতীয় দলের নির্বাচকের দায়িত্ব। ২০০৩ থেকে প্রথম দফায় প্রধান নির্বাচক

পদে দায়িত্ব পালনকালে অনূর্ধ্ব-১৯ দল থেকে মুশফিকুর রহিম, সাকিব আল হাসান ও তামিম ইকবালকে জাতীয় দলে তুলে আনেন। বাংলাদেশ ক্রিকেটের ইতিহাসে যে তিন ক্রিকেটার অন্যতম সেরা হিসেবেই বিবেচিত।

এরপর ২০১৩ সালে নাজমুল হাসান পাপনের বোর্ডেই আরেকবার নির্বাচক হন। দল নির্বাচনে বিসিবির হস্তক্ষেপ ও দ্বি-স্তর বিশিষ্ট নির্বাচক কমিটির ফর্মুলার বিরোধিতা করে ২০১৬ সালে দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করেন। ৮ বছর পর ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি হয়ে ফিরলেন।

ZAMAN BROTHERS (CASH & CARRY)

SERVING THE COMMUNITY OVER 24 YEARS

কারি ক্যাপিটেল খ্যাত ব্রিকলেনে অবস্থিত আমাদের ক্যাশ এন্ড ক্যারিতে বাংলাদেশের যাবতীয় স্পাইস, লাউ, জালি, কুমড়া, ঝিংগা, শিম ও লতিসহ রকমারি তরি-তরকারী, তরতাজা মাছ, হালাল মাংস ও মোরগ পাওয়া যায়। যে কোনো পণ্য অত্যন্ত সুলভ মুল্যে পাইকারি ও খুচরা কিনতে পারেন।

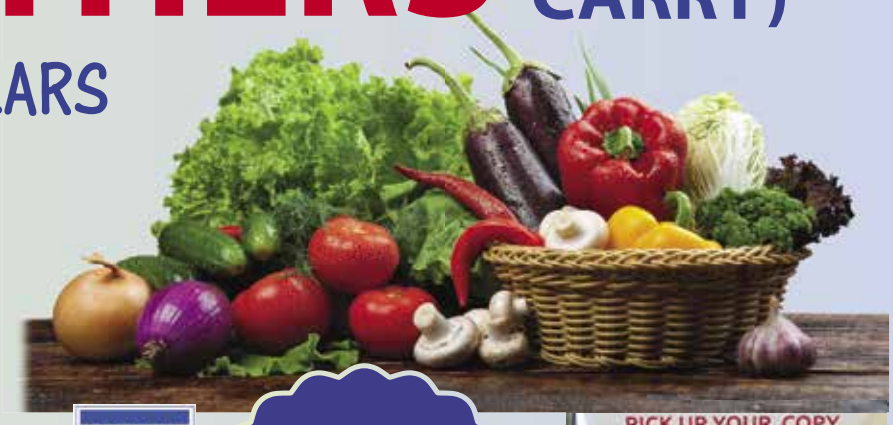

এখানে আক্বিকার অর্ডার নেয়া হয়

VISA Maestro MasterCard

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT CARDS

Open 7 days: 9am-till late

17-19 Brick Lane
London E1 6PU
T: 020 7247 1009
M: 07983 760 908

17 ZAMAN BROTHERS | 19 BRICK LANE FISH & MEAT BAZAAR

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এক্স স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের সভা অনুষ্ঠিত

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এক্স স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন ইউকের কার্যকরী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিতব্য চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এক্স স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন ইউকের রি-ইউনিয়নে সাবেক শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের অনুরোধ জানানো হয়েছে।

গত সোমবার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এক্স স্টুডেন্টস এসোসিয়েশন ইউকের কার্যকরী কমিটির এক সভায় এ আহবান জানানো হয়।

পূর্ব লন্ডনের এ্যারোস্পেস ট্রাভেলস অফিসে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি এ কে এম ইয়াহ্ইয়া। সাধারণ সম্পাদক এস এম আবু নছর তালুকদার-এর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এতে রি-ইউনিয়নে অংশ নেওয়ার জন্য চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থীদের দ্রুত রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করার অনুরোধ জানানো হয়।

সভায় বক্তব্য রাখেন বীর মুক্তিযোদ্ধা সৈয়দ আবদুল মাবুদ, ট্রেজারার মাসুক আহমদ, মোঃ নুরুল ইসলাম, সামছুল আলম টিপু, চৌধুরী জিন্নাত আলী, আবদুল আহাদ, সায়েক আহমেদ, ইউসুফ রেজা, অনুপম সাহা, শিরিন তাজ মীরা, লুনা সাবরিনা, আনোয়ার হোসেন শাওন, সরওয়ার হোসেন, সাইফুল ইসলাম, মোহাম্মদ শাহজাহান প্রমুখ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ওয়েলস আ'লীগের উদ্যোগে বঙ্গবন্ধুর ৪৯তম শাহাদাত বার্ষিকী পালন

ওয়েলস আওয়ামী লীগের উদ্যোগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৯ তম শাহাদাত বার্ষিকী পালন করা হয়েছে। এ উপলক্ষে গত ১৮ আগষ্ট রোববার কার্ডিফ শহরের স্পাইস সেন্টারে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

এতে ওয়েলস আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, মুক্তিযোদ্ধা সংগঠক মোহাম্মদ ফিরোজ আহমদের সভাপতিত্বে ও ওয়েলস আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম.এ.মালিকের পরিচালনায় সভায় বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সদস্য, ওয়েলস আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ সভাপতি সাবেক ছাত্রনেতা মোহাম্মদ মকিস মনসুর, ওয়েলস আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি সাইফুল ইসলাম নজরুল, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক গোলাম মর্তুজা, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক লিয়াকত আলী, সাংগঠনিক সম্পাদক মল্লিক মোসাদ্দেক আহমেদ, সোয়ানসী আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি হাবিবুর রহমান মকবুল, সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহমান মনা, নিউপোর্ট আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ফারুক আহমেদ, ওয়েলস আওয়ামী লীগের দফতর সম্পাদক শেখ মোহাম্মদ আনোয়ার, ওয়েলস আওয়ামী যুবলীগের সাবেক সভাপতি জয়নাল আহমদ শিবুল, মৌলভীবাজার জেলা আওয়ামী যুবলীগের সাবেক যুব বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল ওয়াহিদ বাবুল,ওয়েলস আওয়ামী যুবলীগের সভাপতি ভিপি সেলিম আহমদ সিনিয়র সহ সভাপতি আবুল কালাম ফেরদৌস রহমান, ওয়েলস বঙ্গবন্ধু পরিষদের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ ইকবাল আহমেদ, বদর উদ্দিন চৌধুরী বাবর, হারুন উর রশিদ, এম এ রউফ, বেলায়েত হোসেন খান, আব্দুস সামাদ, দেওয়ান মাজিদ, মৌলা আফতাব, আনোয়ার হোসেন, রাসেল আহমদ, মুকিম আহমদ, জিলু

মুমিন, সহ সভাপতি রকিবুর রহমান, ওয়েলস সেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি হাজি জুয়েল মিয়া, ওয়েলস তাতীলীগের সদস্য সচিব জহির আলী, সোয়ানসী যুবলীগের সভাপতি শামীম আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক মিয়া, পলাশ আহমদ, সুজন মিয়া, আনসার মিয়া, আব্দুর রহমান, সুমন আহমেদ, আব্দুল লতিফ, আব্দুস শহীদ, শাহজাহান মিয়া প্রমুখ।

সভায় বক্তারা বলেন, সম্প্রতি রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সুযোগ নিয়ে বাঙালির দীর্ঘ স্বাধীকার আন্দোলনের স্মৃতি ভাণ্ডার বঙ্গবন্ধুর ৩২ ধানমন্ডির বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কেউ চাইলেই ইতিহাস নিশ্চিহ্ন বা মুছে ফেলতে পারে না। যতবার মুছে ফেলার চেষ্টা হয়, ততবারই ইতিহাস তার আপন মহিমা নিয়ে আবার ফিরে আসে। স্বাধীন বাংলাদেশের লাল-সবুজ পতাকা প্রথম উঠেছিল এই বাড়িতেই; এই বাড়ি থেকেই এসেছিল স্বাধীনতার ঘোষণা। বাঙালি জাতি যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন মানুষের হৃদয়ে চীর অম্লান হয়ে থাকবেন বঙ্গবন্ধু শেখ

feast & Mishti
Restaurant & Sweetmeat
ফিস্ট : হোয়াইটচ্যাপেল মার্কেট
যত খুশি তত খান
বাফেট
£15.99
৩০+ আইটেম
Under 7's £7.99
৬০ ও ৩৫ জনের ২টি প্রাইভেট রুমসহ ২০০ সিট
For Party Booking: 020 7377 6112
245-247, Whitechapel Road, London E1 1DB

Community Development Initiative
Advancing to the next level
আপনার সংগঠন অথবা মসজিদ কি চ্যারিটি রেজিস্ট্রি করতে চান?
Would you like to register your organisation or Masjid as a charity.
We can help you with charity registration and other charity related services.
- Charity Registration
- Developing Constitutions
- Charity Administration
- Gift Aid
- Trainings
- And much more!
- Bank account opening
- Submitting Annual Return
- Project Management
- Just Giving Campaign
- Policy Development
Contact: Community development initiative
Arif Ahmad, Mobile: 07462 069 736
E: kdp@tilcangroup.com, W: www.ukcdi.com
WD: 27/08C

বাংলা টাউন
ক্যাশ এন্ড ক্যারি
বিলেতে বাঙালি কমিউনিটির পরিচায়ক

রয়েছে ফ্রি কার পার্কিং সুবিআ
Tel: 020 7377 1770
Open: Mon-Sun: 8am-9.30pm
67-69 Hanbury Street, Brick Lane, London E1 5JP

খালেদা জিয়ার জন্মদিনে সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনায় দোয়া মাহফিল

বিএনপি চেয়ারপার্সন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার জন্মদিন উপলক্ষে তাঁর সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনা এবং সাম্প্রাতিক ছাত্র-জনতার আন্দোলনে শহীদদের আত্মার মাহফিরাত ও আহতদের সুস্থতা কামনায় যুক্তরাজ্য বিএনপির উদ্যোগে ১৬ আগস্ট শুক্রবার বাদ জুম্মা পূর্ব লন্ডনের ফোর্ড স্কয়ার মসজিদে খতমে কোরআন ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

দোয়া পূর্ব এক সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে এম এ মালিক দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনা এবং ছাত্র-জনতার আন্দোলনে শহীদদের আত্মার মাহফিরাত ও আহতদের সুস্থতা কামনা করে মহান আল্লাহর দরবারের দোয়া জন্য সকল মুসল্লিদের প্রতি আহ্বান

জানান। তিনি দোয়া মাহফিলে আগত সকল মুসল্লিদের যুক্তরাজ্য বিএনপির পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানান।

পূর্ব লন্ডনে অনুষ্ঠিত খতমে কোরআন ও দোয়া মাহফিলে দেশনেত্রী খালেদা জিয়ার সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনা এবং সাম্প্রাতিক ছাত্র-জনতার আন্দোলনে শহীদদের আত্মার মাহফিরাত ও আহতদের সুস্থতা কামনায় দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। দোয়া মাহফিলে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বীর উত্তম ও শহীদ আরাফাত রহমান কোকোর আত্মার মাগফেরাত কামনা ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দীর্ঘায়ু ও সুস্থতা সহ বিশ্বের মুসলিম উম্মার জন্য শান্তি কামনা করা হয়। মিলাদ ও দোয়া মাহফিল পরিচালনা করেন ফোর্ড স্কয়ার মসজিদের খতিব মাওলানা শামসুল হক।

বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা ও যুক্তরাজ্য বিএনপি'র সভাপতি এম এ মালিক এবং বিএনপির নির্বাহী সদস্য ও যুক্তরাজ্য বিএনপির সাধারণ সম্পাদক কয়ছর এম আহমদের সার্বিক তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত দোয়া মাহফিলে প্রবাসী কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ সহ যুক্তরাজ্য বিএনপির জোনাল কমিটি এবং অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীগণ উপস্থিত ছিলেন।

দোয়া মাহফিলে কমিউনিটির ও বিএনপি নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা ও সাবেক আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মাহিদুর রহমান, বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার এম এ সালাম, যুক্তরাজ্য বিএনপির সহসভাপতি মুজিবুর রহমান মুজিব, আলহাজ্ব তৈমুছ আলী, উপদেষ্টা আব্দুল হামিদ চৌধুরী, তাজুল ইসলাম, এম এ মুকিত, সাবেক সহসভাপতি আক্তার হোসেন, সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক পারভেজ মল্লিক, যুগ্ম সম্পাদক ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ খান, খসরুজ্জামান খসরু, মিসবাহুজ্জামান সোহেল, ডক্টর মুজিবুর রহমান (দপ্তরের দায়িত্বে), আজমল হোসেন চৌধুরী জাবেদ, সাবেক যুগ্ম সম্পাদক কামাল উদ্দিন, তাজ উদ্দিন, ঢাকা দক্ষিন বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক আনোয়ার হোসেন টিপু, যুক্তরাজ্য বিএনপির সিনিয়র সদস্য ফখরুল ইসলাম বাদল, এস এম লিটন, এম এ সালাম, সহসাধারণ সম্পাদক ফেরদৌস আলম, এডভোকেট খলিলুর রহমান, টিপু আহমেদ, সেলিম আহমেদ (সহ-দপ্তরের দায়িত্বে), যুক্তরাজ্য যুবদলের সভাপতি রহিম উদ্দিন, কেন্দ্রীয় স্বেচ্ছাসেবক দলের আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক (সহ সভাপতি পদ মর্যাদা) ও যুক্তরাজ্য স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি নাসির আহমেদ শাহিন, যুক্তরাজ্য যুবদলের সাধারণ সম্পাদক আফজাল হোসেন, স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক আবুল হোসেন, আইনজীবী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার হামিদুল হক আফিন্দী লিটন, যুক্তরাজ্য বিএনপির সাবেক প্রচার সম্পাদক মোতাহার হোসেন লিটন, কেন্দ্রীয় যুবদলের সাবেক সদস্য বাবর চৌধুরী, যুক্তরাজ্য বিএনপির ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক ইমতিয়াজ এনাম তানিম, ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক জুয়েল আহমেদ, প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক জাহিদ গাজী, লন্ডন মহানগর বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক খালেদ চৌধুরী, সহপ্রচার সম্পাদক মইনুল ইসলাম, সহ সাহিত্য ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক কদর উদ্দিন, সহ তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক সাদিক আহমেদ, সহপ্রবাসী কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক এম আরিফ আহমেদ, যুক্তরাজ্য বিএনপির সদস্য আলী আকবর খোকন প্রমুখ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

লেন্সবারী ফান ডে ও কমিউনিটি ইভেন্টস ২৫ আগস্ট

আগামী ২৫ আগস্ট রোববার বেলা ১১টা থেকে ৭টা পর্যন্ত পূর্ব লন্ডনের পপলারের আলটন স্ট্রিটে লেন্সবারী ফান ডে এবং ফ্রি কমিউনিটি ইভেন্টস অনুষ্ঠিত হবে। এতে থাকবে বার্বিকিউ, বাউন্সি কাসল, কেন্ডিফ্লাশ, ফেইস পেইন্টিং এবং ফাইভ এ সাইড ফুটবল প্রতিযোগিতা। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে বিজয়ীদের মধ্যে ট্রপি ও মেডেল প্রদান করা হবে।

লেন্সবারি এস্টেইট মুসলিম অ্যাসোসিয়েশন (লিমা) এর উদ্যোগে আয়োজিত এ ইভেন্টের সহযোগিতায় রয়েছে স্থানীয় টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল ও পপলার হারকা। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য মোঃ আব্দুল গউস মোবাইল ০৭৯৩১ ১৪১ ২৯১, মোঃ ফয়েজ উদ্দিন মোবাইল ০৭৮৮৮ ৬৯৬ ২০৮ অথবা মকবুল খানের মোবাইল ০৭৯২২ ২২৪ ৪৪৭ নম্বরে যোগাযোগ করতে অনুরোধ জানানো হয়েছে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

কুশিয়ারা ক্যাশ এণ্ড ক্যারি
Tel: 020 7790 1123
কমিউনিটির সেবায় ২৫ বছর
পূর্ব লন্ডনে বাংলাদেশী কমিউনিটির প্রাণকেন্দ্র কমার্শিয়াল রোডে আমাদের ক্যাশ এন্ড ক্যারিতে রকমারি তরি-তারকারি, তরতাজা মাছ, হালাল মাংস ও মোরগ পাওয়া যায়।
যেকোনা ধরনের পণ্য অত্যন্ত সুলভ মুল্যে পাইকারি ও খুচরা কিনতে পারেন।
313-317 Commercial Road, London E1 2PS
WD: 27/08C

KOWAJ JEWELLERS
310 Bethnal Green Rd, London E2 0AG
Tel: 020 7729 2277 Mob: 07463 942 002
গহনার জগতে অত্যন্ত সুপরিচিত সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম হচ্ছে খোঁয়াজ জুয়েলার্স। অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে বাংলাদেশী স্বর্ণসহ সবধরণের স্বর্ণের মূল্যায়ন করা হয় ইনশাল্লাহ।

Mohammad Kowaj Ali Khan
Owner of Kowaj Jewellers
পাত্র এবং পাত্রীর সন্ধ্যান দেওয়া হয়
তাছাড়া, স্বাস্থ্য বিষয়ক উপদেশও দেওয়া হয়।

Fast Removal

House, Flat & Office Removals ■ Surprisingly affordable prices ■ Fast, reliable and efficient service ■ Short-term notice bookings ■ Packing materials available.
For instant Online Quote visit www.fastremoval.com
Mob: 07957 191 134

অল সিজন ফুডস
(নির্ভরযোগ্য ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী)
حلال
আপনার যেকোনো অনুষ্ঠানের খাবার সরবরাহের দায়িত্ব আমাদের উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিত থাকুন।
দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় যাবত আপনাদের সেবায় নিয়োজিত।
ALL SEASON FOODS
WEDDING PLANNER
SCHOOL MEAL CATERER
SANDWICH SUPPLIER
88 Mile End Road, London E1 4UN
Phone : 020 7423 9366
www.allseasonfoods.com

ভিক্টোরিয়া পার্কে শুরু হয়েছে চারদিন ব্যাপি ফ্রি উৎসব ‘ইন দ্যা নেইবারহুড’

ভিক্টোরিয়া পার্কে প্রতিবছরের মত এবারও আয়োজিত উবার ওয়ান নিবেদিত দেশের বৃহত্তম সঙ্গীত উৎসব ‘অল পয়েন্টস্ ইস্ট’ এর চত্বরে সর্বস্তরের জনসাধারণের জন্য ফ্রি উৎসব ‘ইন দ্যা নেইবারহুড’ ফিরে এলো।

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের সহযোগিতায়, বিনামূল্যের চার দিনের ইভেন্টটি শুরু হয়েছে সোমবার, ১৯ আগষ্ট থেকে। চলবে বৃহস্পতিবার ২২ আগষ্ট পর্যন্ত।

দুই সপ্তাহান্তে অনুষ্ঠিতব্য উবার ওয়ান এর বৃহত্তম মিউজিক ইভেন্টে হেডলাইনার হিসেবে অংশ নেবে কায়ত্রানদা, লয়েল কার্নার, মিটস্কি, এলসিডি সাউন্ডসিস্টেম, দ্য পোস্টাল সার্ভিস অ্যান্ড ডেথ ক্যাব ফর কিউটি। সাথে থাকবে অল পয়েন্টস ইস্ট প্রযোজিত জাস্টিস এবং পিঙ্ক প্যান্থেরেস এর পরিবেশনা। করে। টিকিট এখন বিক্রি হচ্ছে।

লন্ডনের সবচেয়ে বড় এবং সেরা কার্যকলাপ ও বিনোদনের একটি অবিশ্বাস্য প্রোগ্রামের অল পয়েন্টস ইস্ট ইন দ্য নেবারহুড ফেস্টিভ্যাল, যেগুলি আপনি বিনামূল্যে উপভোগ করতে পারেন!

টাওয়ার হ্যামলেটসের নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান বলেছেন: “এই গ্রীষ্মে

আমাদের পুরস্কারপ্রাপ্ত ভিক্টোরিয়া পার্কে ইন দ্য নেবারহুড ফিরিয়ে আনতে এইজি এর সাথে অংশীদারিত্ব করতে পেরে আমরা আনন্দিত। এই উৎসবটি লন্ডনের সবচেয়ে জনপ্রিয় গ্রীষ্মকালীন ইভেন্টগুলির মধ্যে একটি এবং আমি আনন্দিত যে এই বছরের ইন দ্য নেবারহুড দর্শক এবং পরিবারগুলিকে খেলাধুলা, নাচ, থিয়েটার এবং পারফরম্যান্স সহ বিভিন্ন বিনামূল্যের কার্যকলাপে অংশ নেওয়ার এবং উপভোগ করার সুযোগ দেবে।

কেবিনেট মেম্বার ফর কালচার কাউন্সিলর কামরুল হোসেন, সোমবার ইন্ দ্যা নেইবারহুড এর আয়োজনগুলো দেখে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। তিনি আয়োজক কোম্পানীর কর্মকর্তা ও কাউন্সিলের আর্টস্ এন্ড লেজার কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলেন, বিভিন্ন স্টল ও সার্ভিস ঘুরে দেখেন। তিনি বারার সর্বস্তরের লোকজনকে ফ্রি এই উৎসবে যোগ দিয়ে আনন্দময় সময় কাটানোর জন্য আহ্বান জানান। তিনি বলেন, “ইন দ্য নেবারহুড ফেস্টিভ্যালে আমরা টাওয়ার হ্যামলেটসের কিছু সাংস্কৃতিক আনন্দের নমুনা দেখতে হাজার হাজার বাসিন্দা এবং দর্শনার্থীদের স্বাগত জানাতে উন্মুখ।”

ইন দ্য নেইবারহুড হচ্ছে গ্রীষ্মের ছুটির শেষ সপ্তাহ গুলির মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় আয়োজন এবং এটি পরিবার এবং বিনোদন-প্রত্যাশী লন্ডনবাসীদের জন্য আদর্শ গন্তব্য। চার দিনের এই আয়োজনে খেলাধুলা, সাহিত্য এবং সংস্কৃতির জন্য উৎসর্গীকৃত দিনগুলির পাশাপাশি টাওয়ার হ্যামলেটস দ্বারা উপস্থাপিত প্রোগ্রামিং এর একটি দিন সহ সকল বয়সের উপযুক্ত ক্রিয়াকলাপগুলির একটি সারগ্রাহী মিশ্রণ থাকবে। সিনেমা প্রদর্শন, লাইভ মিউজিক এবং বিনোদন, মুখরোচক স্ট্রিট ফুড, থিয়েটার, নাচ, খেলাধুলা, প্যানেল আলোচনা এবং সুস্থতার কর্মশালা, পারিবারিক কার্যকলাপ এবং আরও অনেক কিছু পাবেন আপনি এই আয়োজনে।

ইক্বরা ইন্টারন্যাশনালের নতুন কমিটির সাথে চ্যানেল এস-এর বৈঠক

যুক্তরাজ্য ভিত্তিক চ্যারিটি সংস্থা ইক্বরা ইন্টারন্যাশনাল-এর নতুন কমিটি দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। সম্প্রতি চ্যারিটি কার্যক্রম গতিশীল করার লক্ষ্যে চ্যারিটি পার্টনার চ্যানেল এস-এর সাথে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। চ্যানেল এস-এর বোর্ডরুমে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে চ্যানেল এস-এর পক্ষে চ্যানেল এস-এর ফাউন্ডার মাহি ফেরদৌস জলিল, হেড অব প্রোগ্রামস ফারহান মাসুদ খান ও ইক্বরা ইন্টারন্যাশনাল-এর পক্ষে নব-নির্বাচিত চেয়ারম্যান ব্যারিষ্টার নাজির আহমদ, ভাইস চেয়ারম্যান মোঃ আব্দুল লতিফ, সেক্রেটারী শাহ রেদওয়ানুর রহমান, এসিসট্যান্ট সেক্রেটারী ব্যারিষ্টার খালেদ নূর, ট্রেজারার রোকেয়া খাতুন ও ট্রাস্টি আবুল হাসনাত চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়াও ইক্বরা ইন্টারন্যাশনাল-এর বাংলাদেশ চ্যাপ্টারের চেয়ারম্যান, সিলেট প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি ও দৈনিক জালালাবাদ সম্পাদক মুকতাবিস উন নূর এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

লোন, ক্রেডিট কার্ড চান?
‘E3 DEBT MANAGEMENT’

■ STUDENT LOAN/BIG LIMIT CREDIT CARDS পেতে আমাদের সাহায্য নিন
■ CREDIT SCORE IMPROVES/HIGH করতে আমাদের সাহায্য নিন
■ ক্রেডিট কার্ড বিল / লোন পরিশোধ করতে পারছেন না? INTEREST FREEZE +আপনার টোটাল ঋণের UP TO 75% মাফ করে ৬০ মাসে AFFORDABLE MONTHLY পেমেন্ট এ ঋণ মুক্ত হতে পারেন।

Whattsapp only :MON-SAT:10 am-8pm (Please do not call from withheld number)
Mr Ali:07354483336 (Whattsapp message only) Tel:02081230430
Fax:02078060776 Email:debtsolutions@hotmail.co.uk
Suite10, 219 Bow Road London E3 2SJ
www.sites.Google.com/site/E3DEBTMANAGEMENT

Why visit a branch to Send money to Bangladesh?
Get registered & Send money online from anywhere within the UK
SAVE Time & Travel Cost Enjoy better rate
www.baexchange.co.uk
Contact us : 0203 005 4845 - 6
B A Exchange Company (UK) Ltd.
(Fully owned by Bank Asia Ltd, Bangladesh)
131 Whitechapel Road, (First Floor) London E1 1DT

Kingdom Solicitors
Commissioner for OATHS
ইমিগ্রেশন ও ফ্যামেলী বিষয়ে যে কোন আইনগত পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mobile: 07961 960 650
Phone : 020 7650 7970
102 Cranbrook Road, Wellesley House, 2nd Floor, Ilford, IG1 4NH
www.kingdomsolicitors.com
Tareq Chowdhury
Principal

MQ HASSAN SOLICITORS & COMMISSIONERS FOR OATHS
helping people through the law
Practicing Areas of law:
* Immigration
* Asylum
* Divorce
* Adult dependent visa
* Human Rights under Medical grounds
* Lease matter - from £700 +
* Sponsorship License (No win no fees)
* Islamic Will
* Will & Probate
* Visitor Visa
*Competitive fees
*Excellent service
MQ Hassan Solicitors is managed and supervised by renowned and experienced Barrister & Solicitor MQ Hassan. He has been practicing Law for 30 years and possesses excellent communication skills and maintains excellent working relationships.
37 New Road, Ground Floor
Whitechapel, London E1 1HE
Tel-020 7426 0858
Mob: 07495 488 514 (Appointment only)
E: info@mqhassansolicitors.co.uk

লন্ডনে নিখোঁজ এম ইলিয়াস আলীর জন্য দোয়া মাহফিল

বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক ও সিলেট ২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য এম ইলিয়াস আলী এবং তাঁর ড্রাইভার আনছার আলীকে সুস্থভাবে ফিরে পেতে এক দোয়া মাহফিল গত ২০ আগস্ট মঙ্গলবার পূর্ব লন্ডনের ব্রিকলেন মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। এতে যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহর থেকে বিশ্বনাথ -ওসমানীনগর উপজেলার প্রবাসীসহ কয়েক শতাধিক বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মী অংশনেন।

দোয়া পূর্ব সংক্ষিপ্ত আলোচনায় বক্তব্য রাখেন বিশ্বনাথ প্রবাসী এডুকেশন ট্রাস্টের সাধারণ সম্পাদক গুলজার খান ও যুক্তরাজ্য যুবদল সাধারণ সম্পাদক আফজাল হোসেন। এসময় তারা মুসল্লিদের উদ্দেশে বলেন আপনাদের প্রিয় সন্তান এম ইলিয়াস আলী দীর্ঘ দিন ধরে গুম রয়েছেন কিন্তু সরকার পরিবর্তনে অনেক আয়না ঘর থেকে ফিরে আসছেন আর তাই আমাদের আশা তিনি আপনাদের দোয়ার মহিমায় তাঁর পরিবারের কাছে ফিরে আসবেন ।

এসময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ইলিয়াস মুক্তি সংগ্রাম পরিষদ যুক্তরাজ্যের আহবায়ক আব্দুল কালাম আজাদ, সদস্য সচিব আলহাজ্ব তৈমুছ আলী, হাজী রইচ আলী, বেগম খালেদা জিয়ার উপদেস্টা মাহিদুর রহমান, যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি এম এ মালেক, সাধারণ সম্পাদক কয়ছর এম আহমদ, ব্যবসায়ী সিরাজ হক, যুক্তরাজ্য বিএনপির সাবেক সভাপতি শায়েস্তা চৌধুরী কদ্দুছ, কাউন্সিলার আ ম ওহিদ আহমেদ, শিক্ষাবিদ ডক্টর মুজিবুর রহমান, কমিউনিটি নেতা আব্দুল মজিদ, মনির উদ্দিন বশির, আব্দুল কুদ্দুছ, বিএনপি নেতা আব্দুল হামিদ চৌধুরী, শহিদুল ইসলাম মামুন, শরিফুজ্জামান চৌধুরী তপন, বিশ্বনাথ প্রবাসী এডুকেশন ট্রাস্টের সাবেক সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম, মিসবাহ উদ্দিন, বিএনপি নেতা মিছবাহ উজ্জামান সোহেল, এমদাদ হোসেন টিপু, ফেরদৌস আলম, যুক্তরাজ্য যুবদলের সভাপতি রহিম উদ্দিন, বাবুল, এডুকেশন ট্রাস্টের প্রেস পাবলিসিটি সেক্রেটারি শরিফুল ইসলাম, ব্যবসায়ী তফজ্জুল আলম, জুয়েল বকত চৌধুরী জাকেল, আব্দুর রব, আকলুছ মিয়া, ময়ুর মিয়া, মদরিছ আলী মফজুল,

যুক্তরাজ্য স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি নাছির উদ্দিন শাহীন, সাধারণ সম্পাদক আবুল হোসেন, লন্ডন মহানগর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আবেদ রাজা, বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক কামাল উদ্দিন,

কমিউনিটি নেতা আফসর মিয়া ছুট্টু, সিরাজুল ইসলাম, বিশ্বনাথ উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান গৌছ খান, প্রভাষক বাবরুল হোসেন জসিম উদ্দিন সেলিম, খালেদ খান, নুরুল ইসলাম, সেবুল মিয়া, কদর উদ্দিন, হাবিবুর রহমান, মুমিন খান মুন্না, আমির উদ্দিন, রফিক মিয়া, সাদেক আলী, শফিক মিয়া, আমিনুর রশিদ, হেলাল নুর, সামছুল ইসলাম, আশিক বকস, মুহিবুর রহমান মাখন, আব্দুর রাজ্জাক, আব্দুল হক লেচু মিয়া, তানভির আহমদ, রফিকুল ইসলাম বাবুল, এম ইলিয়াস আলীর পিএস মঈনুল হক, কমিউনিটি নেতা নুরুল ইসলাম মধু, শফিকুল ইসলাম, হাবিুর রহমান হাবিব, গোলজার আহমদ ফয়সল, শাহিন আহমদ, আব্দুর রহিম রঞ্জু, আবুল কালাম, বুরহান উদ্দিন, ফয়জুল ইসলাম, সিরাজুল ইসলাম, ইমিগ্রেশন আইনজীবি আব্দুল ওয়াহিদ, সোয়ালিহীন করিম চৌধুরী, আব্দুল মালিক, জিএস রোমান আহমদ চৌধুরী, আমির উদ্দিন মাস্টার, আমির হোসেন, দুদু মিয়া, রেদওয়ান আহমদ, আব্দুল বাছির, এস এম রফিক, ফখর উদ্দিন, আলমগীর হোসেন, আবু তাহের, মতিউর রহমান সুমন, দেওয়ান বাছিত, শানুর আলী, শেখ হারুনুর রশিদ, জুনায়েদ আহমদ, জিয়াউল হক জিয়া, আব্দুস ছোবহান, কাওছার আহমদ, আতিকুর রহমান বুলবুল, আব্দুল কাইয়ুম, নেছার আলী, ফখরুল ইসলাম বাদল, এস এম লিটন, ফয়জুর রহমান, বিএনপি নেতা শামীম আহমদ, আব্দুস সালাম আজাদ, সোহেল আহমদ, আল্লা আহমদ, সাংবাদিক জাকির হোসেন কয়েছ, খালেদ মাসুদ রনি প্রমুখ।

ব্রিকলেন মসজিদের ইমাম মাওলানা নজরুল ইসলামের পরিচালনায় মিলাদ মাহফিলে এম ইলিয়াস আলীসহ গুম হওয়া সকল মানুষের সুস্থতা ও ফিরে আসবেন বলে কামনা করে দোয়া করা হয়।

উল্লেখ্য, ২০১২ সালের এপ্রিল মাসে সদ্য পালিয়ে যাওয়া সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শাসনামলে নিখোঁজ হন বিএনপির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক এম ইলিয়াস আলী। এর পর থেকে প্রতি বছরই প্রবাসীদের পক্ষ থেকে একাধিক মিলাদ ও দোয়া মাহফিল আয়োজন করা হয়। তবে এবারের মিলাদ ও দোয়া মাহফিলে দ্রুত ফিরে পেতে নতুন সরকারের সহায়তা কামনা করা হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ফিচার

জনবান্ধব পুলিশ এখনই গড়া না গেলে কখন গড়ব?

তানিয়া খাতুন

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে নিরাপত্তার ব্যত্যয় হয়েছে, এমন যে কোনো ঘটনায় প্রথমেই যে নামটি মনের অজান্তে উঠে আসে, তা হলো পুলিশ। সেই পুলিশ জনবান্ধব কিনা তা বিবেচ্য থাকে না। দুর্নীতি, অনিয়ম ও রাজনৈতিক পক্ষপাতের অভিযোগ সত্ত্বেও আমাদের দেশে পুলিশ এখনও ভরসার কাচের দেয়াল। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের গণঅভ্যুত্থানের ফলে সরকার পতনের মধ্য দিয়ে সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে পুলিশ শব্দটি নিয়ে আতঙ্কের ধারণাটির পরিবর্তন ও এর বাস্তবধর্মী পুনর্গঠনের সুযোগ এসেছে। পুলিশকে জনবান্ধব করে গড়ে তোলাই হয়ে দাঁড়িয়েছে বড় চ্যালেঞ্জ। এই সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জকে বাস্তবসম্মত রূপে ফিরিয়ে আনতে হলে পুলিশ বাহিনীকে পুনর্গঠনের পাশাপাশি তাদের আচরণ ও মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তনে প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি চিন্তায় আনতে হবে।

আমরা জানি, জুলাই মাসে ন্যায্য অধিকার আদায়ে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ওপর পুলিশের গুলিবর্ষণ, আবু সাঈদসহ ছয়জনের প্রাণহানি মানুষের ক্ষোভের আগুনে ঘি ঢেলেছিল। সেসব প্রাণহানির বিচারের বদলে পুলিশের এফআইআরে সাঈদের মৃত্যুর কারণ হিসেবে আন্দোলনকারীদের ইটপাটকেল ছোড়ার বর্ণনা ওই হত্যাকাণ্ডের ন্যায্যতা দেওয়ার নামান্তর। এর ফলে পরবর্তী দিনগুলোতে একদিকে যেমন পুলিশ নির্বিচারে গুলি করতে থাকে, অন্যদিকে জনতাও পুলিশকে প্রত্যক্ষ প্রতিপক্ষ বিবেচনা করে। ফলে দেশের বিভিন্ন স্থানে থানায় আক্রমণ হয়েছে; পুলিশও গুলি চালিয়েছে নির্দ্বিধায়। পুলিশের প্রতি জনতার ক্ষোভের কারণ বিশ্লেষণে সিরাজগঞ্জের এনায়েতপুর থানাকে উদাহরণ হিসেবে নেওয়া যেতে পারে। ওই থানায় ৪ আগস্ট অন্তত ১৫ জন পুলিশ নিহত হয়েছিল জনতার হামলায়। এলাকাবাসীর সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, হামলার ঘটনার সূত্রপাত স্থানীয় কলেজছাত্র ১৯ বছর বয়সী শিহাব আন্দোলনরত অবস্থায় পুলিশের গুলিতে নিহত হওয়াকে কেন্দ্র করে। পুলিশ প্রথমে আত্মসমর্পণ করবে বললে পরিস্থিতি শান্ত হয়ে যায়। কিন্তু এর পরই আন্দোলনরত জনতার ওপর পুলিশ গুলিবর্ষণ করে। গুলিতে শিহাবসহ তিনজন নিহত হন। খোঁজ নিয়ে আরও জানা যায়, এনায়েতপুর পুলিশ আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের পরিবারের কাছ থেকে ১৬ জুলাইয়ের পর থেকে আন্দোলনের ছবি দেখিয়ে মামলা করার ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করত। এ ছাড়া সেখানকার সাধারণ মানুষকে বিভিন্নভাবে হয়রানি করত। ফলে মানুষ ফুঁসে উঠেছিল।

মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশন পত্রপত্রিকা থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ১৬ জুলাই থেকে ১৩ আগস্ট পর্যন্ত সংঘর্ষ, নাশকতাসহ অন্যান্য ঘটনায় নিহত হয়েছেন ৫৮৬ জন। এর মধ্যে পুলিশের সংখ্যা ৪১। নিহত পুলিশের প্রায় সবাই কনস্টেবল, এসআই ও ওসি পর্যায়ের। পুলিশের এসআই পর্যায়ের একজনের ভাষ্যমতে, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা তাদের বিপদের মুখে রেখে পালিয়েছেন; ঠিকমতো তথ্য দেননি। শুধু গুলি করার হুকুম দিয়েই চলে গেছেন। অবশ্য সব পুলিশের ক্ষেত্রেই এ কথা প্রযোজ্য নয়, বিশেষত যারা দলীয়ভাবে নিয়োগ পেয়েছেন তারা বেশি উৎসাহ দেখিয়ে জনতাকে গুলি করেছেন।

পুলিশের আইনে (পিআরবি) বলা আছে, এ ধরনের সিভিল ডিজঅবিডিয়েন্সের ক্ষেত্রে পুলিশ প্রথমে নন-লিথাল ওয়েপন ব্যবহার করবে। নিজের প্রাণ রক্ষার প্রয়োজন হলে পুলিশ লিথাল আর্মসও ব্যবহার করতে পারে। তাই এ বিষয়ে আইনগতভাবে তারা বিপদে পড়বেন, এমন সম্ভাবনা কম।

তবে অনেক ভিডিওতে দেখা গেছে, কাছে থেকে নিরস্ত্র মানুষকে সরাসরি গুলি করেছে পুলিশ। সঠিক তদন্তের মাধ্যমে তাদের খুঁজে বের করে শাস্তির আওতায় আনতে হবে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থার পাশাপাশি নিরীহ সদস্যদের পুরো উদ্যমে জনসেবায় ব্রতী হওয়ারও সুযোগ দেওয়া উচিত।

বিদায়ী সরকারের সাড়ে ১৫ বছরের শাসনামলে দলীয়করণের পাশাপাশি নিয়োগ, পদোন্নয়ন ও বদলি বাণিজ্য এমন পর্যায়ে গেছে, শোনা যায় একজন কনস্টেবলের নিয়োগের ক্ষেত্রেও ১০ থেকে ১৫ লাখ টাকা উৎকোচ দিতে হতো। শুধু তাই নয়, চাকরিপ্রার্থী ও তাঁর পরিবার সরকারদলীয় মনোভাবাপন্ন কিনা, তা নিশ্চিত করা হতো। এর মধ্যে যে যোগ্য প্রার্থীরা নিয়োগ পাননি তা নয়, তবে সংখ্যায় নিতান্তই কম। দলীয় পরিচয় এবং অবৈধ লেনদেনের মাধ্যমে নিয়োগকৃত যে পুলিশ সদস্যরা কাজ করেছেন, তার বিরূপ প্রভাবে দায়িত্ববোধ ধোঁয়াশা হয়ে যাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। সমাজে ব্যক্তি থেকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে জবাবদিহির ঘাটতি দেখা দিয়েছে। যে পরিবার ও সমাজে লক্ষাধিক টাকা ঘুষের বিনিময়ে পুলিশের চাকরিতে উৎসাহী করা হয়, সেই ব্যবস্থারও সংস্কার দরকার।

অন্যদিকে রয়েছে কম জনবল। ৮০০-এর বেশি মানুষের নিরাপত্তায় নিয়োজিত রয়েছেন একজন পুলিশ সদস্য, যেখানে জাতিসংঘ-স্বীকৃত পুলিশ ও জনসংখ্যার অনুপাত ১:৪০০। স্বাস্থ্যসেবা সংকট ও বিরতিহীন কর্মঘণ্টা দারুণভাবে প্রভাব ফেলছে পুলিশ সদস্যদের মানসিক স্বাস্থ্যে। তাদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে দেখা দিচ্ছে নানান জটিলতা। একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে যে পুলিশ প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে; করোনায় স্পষ্টত মৃত্যুঝুঁকি নিয়ে মানুষের পাশে দাঁড়ায়; সেই পুলিশ বাহিনীর মধ্যে দেশ ও মানুষের জন্য ভালোবাসা আছে। নাগরিকদের এই ভালোবাসা উপলব্ধি করতে হবে। চারদিকে পুলিশবিহীন সমাজে যে নৈরাজ্যের সৃষ্টি, তা ঠিক করতে পুলিশ বাহিনীকে তার আস্থা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শিক্ষার্থীরা তাদের প্রচারণায় পুলিশের ইতিবাচক দিকগুলো তুলে ধরতে পারেন। ইতোমধ্যে ট্রাফিকের কাজ করতে গিয়ে অনেক ছাত্রই বলেছেন, একজন ট্রাফিক পুলিশের পক্ষে মোড়ে দাঁড়িয়ে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন এবং কাজটি খুবই পরিশ্রমসাধ্য। অন্যদিকে পুলিশের পক্ষ থেকে জনগণকে হয়রানি না করে নাগরিকের নিরাপত্তায় আন্তরিকভাবে কাজ করবেন, সেটাই আমাদের প্রত্যাশা।

অনেক বছরের অসংখ্য ঘটনায় পুলিশের ওপর যে অনাস্থা তৈরি হয়েছে তা দূর করতে সময় লাগবে এবং এ ক্ষেত্রে পুলিশের দায়িত্ব বেশি। কিন্তু এত বড় একটা বিপ্লবের পর এত শহীদের তাজা রক্তের বিনিময়েও যদি জনবান্ধব পুলিশ বাহিনী গড়ে তোলা সম্ভব না হয়, তাহলে এই অভ্যুত্থানের সুফল সবার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছানো প্রায় অসম্ভব হয়ে যাবে।

তানিয়া খাতুন: হিউম্যান রাইটস মনিটরিং অফিসার, মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশন (এমএসএফ)

সিলেটে দুই হত্যা মামলা

সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, উপাচার্য, মেয়র, পুলিশ ও সাবেক ৩ এমপি আসামি

সিলেট প্রতিনিধি, ২৩ আগস্ট ২০২৪ : সিলেটে ছাত্র আন্দোলন চলাকালে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবিপ্রবি) শিক্ষার্থী রুদ্র সেন এবং সাংবাদিক এ টি এম তুরাব নিহতের ঘটনায় পৃথক দুটি হত্যা মামলা হয়েছে। গত ১৯ আগস্ট সোমবার দুপুরে সিলেটের অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট আবদুল মোমেনের আদালতে মামলা দুটি দায়ের করা হয়।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সহসমন্বয়ক ও শাবিপ্রবির শিক্ষার্থী ফয়সাল হোসেন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, রুদ্র সেন হত্যার ঘটনায় মামলা করেছেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন শাবিপ্রবির সমন্বয়ক হাফিজুল ইসলাম। অন্যদিকে সাংবাদিক আবু তাহের মো. তুরাব (এ টি এম তুরাব) হত্যার ঘটনায় মামলাটি করেছেন তাঁর ভাই আবুল আহছান মো. আযরফ (জাবুর) । দুটি মামলায়ই সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খানকে আসামি করা হয়েছে।

রুদ্র হত্যা মামলায় সিলেট সিটি করপোরেশনের মেয়র মো. আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী, আওয়ামী লীগের সাবেক তিন সংসদ সদস্য হাবিবুর রহমান, শফিউল আলম চৌধুরী নাদেল ও রণজিৎ সরকার, শাবিপ্রবির সদ্য পদত্যাগী উপাচার্য ফরিদ উদ্দিন আহমেদ ও সহউপাচার্য মো. কবীর হোসেন, সিটি করপোরেশনের কাউন্সিলর আজাদুর রহমান, জগদীশ চন্দ্র দাস ও রুহেল আহমদও আসামি হিসেবে আছেন।

এ মামলার প্রথম চার আসামিই পুলিশ সদস্য। তাঁরা হলেন সিলেট মহানগর পুলিশের সদ্য বদলি করা উপকমিশনার (উত্তর) মো. আজবাহার আলী শেখ, অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার মো. সাদেক দস্তগীর কাউছার, জালালাবাদ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মিজানুর রহমান এবং ওসি (তদন্ত) আবু খালেদ মো. মামুন।

মামলার অন্য আসামির মধ্যে রয়েছেন শাবিপ্রবির প্রক্টর মো. কামরুজ্জামান চৌধুরী, মহানগর আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বিধান কুমার সাহা, স্বেচ্ছাসেবক লীগ সিলেট মহানগরের সভাপতি আফতাব হোসেন খান, যুবলীগ সিলেট মহানগরের সভাপতি আলম খান (মুক্তি), ছাত্রলীগ সিলেট জেলার সভাপতি নাজমুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক রাহেল সিরাজ, সিলেট মহানগর ছাত্রলীগের সভাপতি কিশওয়ার জাহান (সৌরভ) ও সাধারণ সম্পাদক নাইম আহমদ, শাবিপ্রবি ছাত্রলীগের সভাপতি খলিলুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক সজিবুর রহমান প্রমুখ।

মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, রুদ্র সেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন। গত ১৮ জুলাই কেন্দ্রঘোষিত অবস্থান কর্মসূচি ছিল। সেদিন শাবিপ্রবির প্রধান ফটকের পাশে সুরমা আবাসিক এলাকায় পুলিশ ও উচ্ছৃঙ্খল জনতা পরিকল্পিতভাবে সরকারি অস্ত্র, অবৈধ বন্দুক, রাইফেল, দা ও লাঠিসোঁটা নিয়ে শান্তিপ্রিয় ছাত্র-জনতাকে আক্রমণ করে। এতে অনেকে শারীরিকভাবে গুরুতর আহত হন। অস্ত্রধারীরা হত্যার উদ্দেশ্যে গুলিও ছোড়ে। অনেকে গুলিবিদ্ধ হন। ঘটনার একপর্যায়ে আসামিদের ধাওয়া খেয়ে আহত অবস্থায় রুদ্র সেন সুরমা আবাসিক এলাকা ও বাগবাড়ী এতিম স্কুলের রাস্তার সংযোগস্থলে একটি খালে পড়ে যান। তাঁর সাঁতার না জানার বিষয়টি জেনেই আসামিরা পরিকল্পিতভাবে রুদ্রকে খালে ফেলে মৃত্যু নিশ্চিত করেন।

এদিকে দৈনিক নয়াদিগন্ত পত্রিকার সিলেট প্রতিনিধি ও স্থানীয় দৈনিক জালালাবাদ পত্রিকার নিজস্ব প্রতিবেদক আবু তাহের মো. তুরাব হত্যা মামলায় সিলেট মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার মো. সাদেক দস্তগীর কাউছার, সদ্য বদলি করা উপকমিশনার (উত্তর) মো. আজবাহার আলী শেখ, সিলেট কোতোয়ালি মডেল থানার সহকারী পুলিশ কমিশনার মিজানুর রহমান, বন্দরবাজার পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ কল্লোল গোস্বামী, কোতোয়ালি থানার সাবেক ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মঈন উদ্দিন, পরিদর্শক (তদন্ত) ফজলুর রহমানকে আসামি করা হয়েছে।

এ ছাড়া অন্য আসামিদের মধ্যে মহানগর স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি আফতাব উদ্দিন খান, জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সহসভাপতি পীযূষ কান্তি দে, সিলেট সিটি করপোরেশনের জনসংযোগ কর্মকর্তা সাজলু লস্কর, সিলেট সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি ও ৩২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর রুহেল আহমদ, জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক সজল দাস (অনীক) প্রমুখ। এ মামলায় অজ্ঞাতনামা আরও ২০০ থেকে ২৫০ জনকে আসামি রাখা হয়েছে।

তুরাব হত্যা মামলার এজাহারে বলা হয়, গত ১৯ জুলাই দুপুর ২টার দিকে তুরাব নগরের মধুবন সুপারমার্কেটের সামনে অন্য সাংবাদিকদের সঙ্গে পেশাগত দায়িত্ব পালন করছিলেন। এ সময় আসামিরা টার্গেট করে শত শত গুলি ছুড়ে তুরাবকে পরিকল্পিতভাবে

সিলেটে হত্যা মামলা দায়ের

কোথায় আছেন সাবেক মেয়র আনোয়ারুজ্জমান চৌধুরী

সিলেট প্রতিনিধি, ২৩ আগস্ট ২০২৪ : সিলেট সিটি করপোরেশনের (সিসিক) সাবেক মেয়র আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী। ২০২৩ সালে অনুষ্ঠিত সিলেট সিটি করপোরেশন নির্বাচনের আগে তার নামও জানতেন না নগরবাসী। এমনকী যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের এই নেতাকে সিলেটের অনেক স্থানীয় নেতা ও তৃণমূলের কর্মীরাও চিনতেন না। বিএনপিবিহীন সিটি নির্বাচনে সহজ জয় পেয়ে আনোয়ারুজ্জামান নগরপিতার চেয়ারে বসেন। স্থানীয় নেতাদের প্রাধান্য না দিয়ে প্রবাসী এই নেতাকে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন দেওয়ায় তখন থেকেই আওয়ামী নেতাকর্মীদের মধ্যে বিরোধ তৈরি হয়েছিল। তখন স্থানীয় আওয়ামী লীগসহ সর্বমহলেই তার নামের আগে বলা হতো 'উড়ে এসে জুড়ে বসা' প্রবাসী নেতা।

এই বিরোধ আরও প্রখর হয় যখন তিনি সিসিকের চেয়ারে বসেই স্থানীয় আওয়ামী লীগের সব ইউনিটের নিজের রাজত্ব কায়েম করতে চাইলেন। তবে দু'একজন নেতা ছাড়া স্থানীয় আওয়ামী লীগের সব ইউনিটেই তিনি হয় তার পছন্দের লোক বসিয়েছিলেন। পাশাপাশি অনেক নেতাকর্মী নিজ স্বার্থে তার ছায়াতলে এসেছিলেন।

মাস তিনেক আগেও সিলেট নগরী ও আওয়ামী লীগে একক রাজত্ব ছিল আনোয়ারুজজামানের। তবে ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর থেকেই আত্মগোপনে রয়েছেন তিনি। গত সোমবার (১৯ আগস্ট) খুনের দায় মাথায় নিয়ে রাজত্ব হারিয়েছেন সিসিকের সাবেক মেয়র আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী।

সিলেটের অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন আব্দুল মোমেনের আদালতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের

শাবিপ্রবি শাখার সমন্বয়ক হাফিজুল ইসলাম (২৪) বাদী হয়ে মামলা করেন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড পলিমার সায়েন্স বিভাগের ২য় বর্ষের শিক্ষার্থী রুদ্র সেন (২২) হত্যা মামলায় ৬ নম্বর আসামি আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী। একইদিন মেয়রদের অপসারণ এবং প্রশাসক নিয়োগের প্রজ্ঞাপন জারি করে স্থানীয় সরকার বিভাগ।

গত বছরের ২১ জুন পঞ্চমবারের মতো সিলেট সিটি করপোরেশনের (সিসিক) নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনের আগেই আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পেতে দলটির কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের অন্তত এক ডজন নেতা মাঠপর্যায়ে প্রচার প্রচারণা শুরু করেন। কিন্তু সবাইকে পেছনে ফেলে দলীয় মনোনয়ন পান যুক্তরাজ্য প্রবাসী নেতা আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী। তখন সিলেট আওয়ামী লীগসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক মহলের আলোচনা ছিল তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছোট বোন শেখ রেহানার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার কারণেই স্থানীয় ত্যাগী নেতাদের বঞ্চিত করে তাকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে।

সিলেটে বিএনপির মানববন্ধন

'আয়নাঘরে বন্দী' ইলিয়াস আলীকে ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি

সিলেট প্রতিনিধি, ২৩ আগস্ট ২০২৪ : 'গুমের শিকার হয়ে আয়নাঘরে বন্দী' বিএনপি নেতা এম ইলিয়াস আলীকে ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিতে মানববন্ধন করেছে সিলেট জেলা বিএনপি। গত ১৮ আগস্ট রোববার দুপুরে সিলেট নগরের কোর্ট পয়েন্টে এই কর্মসূচি পালিত হয়েছে।

ইলিয়াস আলী বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক ও সিলেট-২ (বিশ্বনাথ ও ওসমানীনগর) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য। ২০১২ সালের ১৭ এপ্রিল ঢাকার বনানী থেকে গাড়িচালক আনসার আলীসহ নিখোঁজ হন ইলিয়াস আলী। বিএনপির অভিযোগ, তাঁকে সদ্য বিদায়ী আওয়ামী লীগ সরকারের লোকজন 'গুম' করে রেখেছেন।

সিলেট জেলা বিএনপির সভাপতি আবদুল কাইয়ুম চৌধুরী মানববন্ধন কর্মসূচিতে সভাপতিত্ব করেন। এতে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা খন্দকার আবদুল মুক্তাদির। এ সময় বক্তারা সদ্য পদত্যাগ করা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পৃষ্ঠপোষকতায় ইলিয়াস আলীসহ বিএনপির অসংখ্য নেতা-কর্মী 'গুম' হয়েছেন বলে অভিযোগ করে তাঁদের ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি জানান।

মানববন্ধন কর্মসূচিতে বক্তব্য দেন বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির ক্ষুদ্রঋণবিষয়ক সহসম্পাদক আবদুর রাজ্জাক, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এমরান আহমদ চৌধুরী, মহানগর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ইমদাদ হোসেন চৌধুরী, বিএনপি নেতা মামুনুর রশীদ মামুন, মঈনুল হক চৌধুরী, হাসান পাটওয়ারী রিপন, নজিবুর রহমান, তাজুল ইসলাম, কোহিনুর আহমদ, আবুল কাশেম প্রমুখ।

ইলিয়াস আলী বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক ও সিলেট-২ (বিশ্বনাথ ও ওসমানীনগর) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য। ২০১২ সালের ১৭ এপ্রিল ঢাকার বনানী থেকে গাড়িচালক আনসার আলীসহ নিখোঁজ হন ইলিয়াস আলী।

বক্তারা বলেন, শত শত প্রাণের বিনিময়ে বাংলাদেশের মানুষ দ্বিতীয়বারের মতো স্বাধীনতা পেয়েছে। কিন্তু সিলেটবাসীর মনে বিজয়ের আনন্দ নেই। কারণ, ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনার হাতে 'গুম' হওয়া সিলেটবাসীর প্রিয় নেতা এম ইলিয়াস আলী, ছাত্রদল নেতা ইফতেখার আহমদ (দিনার) ও জুনেদ আহমদ, আনসার আলী এখনো ফিরে আসেননি। ইলিয়াস আলীর বৃদ্ধ মা, স্ত্রী-সন্তানসহ সিলেটবাসী এখন প্রিয় নেতার ফেরার অপেক্ষায় আছেন। এ ছাড়া বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের প্রতিবন্ধকতা এখনো দূর হয়নি।

আবদুল কাইয়ুম চৌধুরী বলেন, 'স্বৈরাচারী শেখ হাসিনা ক্ষমতাকে আঁকড়ে রাখতে বিরোধী মতের শত শত নেতা-কর্মীকে গুম ও গণহত্যা করেছেন। আমাদের গুম হওয়া সব নেতা-কর্মীকে ফিরে পাব বলে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। তাঁকে দেশে ফিরিয়ে এনে বিচারের মুখোমুখি করা হবে।'

সিলেট বিএনপির একাধিক নেতা জানান, ২০১১ সালের মধ্যবর্তী সময় ভারতের টিপাইমুখে বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প বন্ধের দাবিতে সিলেটে জোরালো আন্দোলন দানা বাঁধে ইলিয়াস আলীর নেতৃত্বে। সিলেট-২ আসনে টানা তিনবার নির্বাচন করে ইলিয়াস আলী বিজয়ী হন দুবার।

৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার বিক্ষোভের মুখে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে শেখ হাসিনার পদত্যাগের পর 'গুম' হওয়া কয়েকজন বাড়িতে ফিরেছেন। ৭ আগস্ট প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরের (ডিজিএফআই) কথিত আয়নাঘর থেকে মুক্তি পেয়েছেন ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের (ইউপিডিএফ) নেতা মাইকেল চাকমা। এর আগে ৬ আগস্ট ভোরে মুক্ত হন সাবেক সেনা কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (বরখাস্ত) আবদুল্লাহিল আমান আযমী ও সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী আহমাদ বিন কাসেম (আরমান) । ৫ আগস্ট রাতে সেনাবাহিনীর সাবেক কয়েকজন কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন সময় গুমের শিকার ব্যক্তিদের স্বজনেরা ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট এলাকার কচুক্ষেতে সমবেত হয়ে প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরের 'আয়নাঘরের বন্দীদের' মুক্তির দাবি জানান।

মৌলভীবাজারে সাবেক এমপিসহ আ.লীগের ১৫৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা

সিলেট প্রতিনিধি, ২৩ আগস্ট ২০২৪ : মৌলভীবাজারে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কর্মসূচিতে বাধা ও হামলার ঘটনায় সাবেক এমপিসহ আওয়ামী লীগ ও অঙ্গসংগঠনের ১৫৫ জন নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। মামলায় অজ্ঞাত হিসেবে রাখা হয়েছে আরও ২০০ জনকে। গত বুধবার (১৪ আগস্ট) রাতে মৌলভীবাজার মডেল থানায় বাদী হয়ে এ মামলা দায়ের করেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের জেলার সমন্বয়ক আব্দুল কাদির তালুকদার। মামলার এজহারে আসামি করা হয়েছে- জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সাবেক এমপি নেছার আহমদ, সদ্য বিদায়ী এমপি জিল্লুর রহমান, মেয়র ফজলুর রহমান, সদর উপজেলা চেয়ারম্যান কামাল হোসেন, জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মিছবাহুর রহমান, জেলা যুবলীগের সভাপতি রেজাউর রহমান সুমন, কাউন্সিলর জালাল আহমদ, জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক অ্যাডভোকেট রাধাপদ দেব সজল, যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ সেলিম হক, শেখ রুমেল আহমেদ, একাটুনা ইউপি চেয়ারম্যান আবু সুফিয়ান, মনসুরনগর ইউপি চেয়ারম্যান মিলন বখত, সাবেক জেলা ছাত্রলীগ সভাপতি আমিরুল ইসলাম চৌধুরী আমিন, গৌছ উদ্দিন নিক্সনসহ ১৫৫ জন আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ ও স্বেচ্ছাসেবকলীগসহ নানা পর্যায়ের নেতাকর্মীকে।

মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়, গত ৪ আগস্ট দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে মৌলভীবাজারের চৌমোহনা, কোর্ট রোড, সেন্ট্রাল রোড, শমশেরনগর রোড ও চাঁদনীঘাট এলাকায় শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলনরত শিক্ষার্থী ও জনতার ওপর হামলা চালায় অভিযুক্তরা। এ সময় তাদের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষ বাধলে অনেকেই হতাহত হন।

সমন্বয়ক আব্দুল কাদির তালুকদার জানান, কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে গত ৪ আগস্ট জেলা সদরে সাধারণ শিক্ষার্থীরা একটি শান্তিপূর্ণ মিছিল বের করে। এ সময় সাবেক এমপির নির্দেশে আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা তাদের বাধা দেয়। একপর্যায়ের হামলা চালিয়ে সবাইকে ছত্রভঙ্গ করে শিক্ষার্থীদের মারধর করে।

তিনি জানান, গত রাতে থানায় জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাবেক এমপি নেছার আহমদসহ হামলায় জড়িত ১৫৫ জন আওয়ামী লীগের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। এ সময় মামলায় আরও ২০০ জনকে অজ্ঞাত হিসেবে রাখা হয়।

মৌলভীবাজার মডেল থানার ওসি কেএম নজরুল ইসলাম মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, আসামিদের গ্রেপ্তারে পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

গোলাপগঞ্জের ওসি বদলি

মামলা করেছে নিহত ৭ জনের পরিবার

সিলেট প্রতিনিধি, ২৩ আগস্ট ২০২৪ : হাসিনা সরকার পতনের আগের দিন (৪ আগস্ট) ছাত্র-জনতার সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলনকালে পুলিশ ও বিজিবি'র গুলিতে সিলেটের গোলাপগঞ্জে ৭ জন নিহত হয়েছেন। ঘটনার দিনই ৫ এবং পরে হাসপাতালে দুজন মারা যান। ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এসে দেশজুড়ে পুলিশ কর্মকর্তাদের ব্যাপক রদবদল করে। বিশেষ করে যেসব থানা এলাকায় আন্দোলনকারীদের প্রতি পুলিশ বেশি মারমুখি ছিলো- সেসব থানার ওসিকে ৫ আগস্টের পর বদলি করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় আন্দোলনের সময় সিলেটের গোলাপগঞ্জ মডেল থানার দায়িত্বে থাকা ওসি মাছুদুল আমিনকে বদলি করা হয়েছে।

তার স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন পুলিশ পরিদর্শক মীর মুহাম্মদ আব্দুন নাসের। তিনি ১৫ আগস্ট থানার দায়িত্ব বুঝে নেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সিলেট জেলাপুলিশের মিডিয়া কর্মকর্তা এএসপি সম্রাট তালুকদার।

ছাত্র-আন্দোলনের সময় সিলেট শহরের পরে সবচেয়ে বেশি উত্তাল ছিলো গোলাপগঞ্জ উপজেলা। ছাত্র-জনতার সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলনের দিন (৪ আগস্ট) সকাল থেকেই উত্তপ্ত হয়ে উঠে ঢাকাদক্ষিণসহ উপজেলার বিভিন্ন স্থান। ওই সকালে গোলাপগঞ্জের ঢাকাদক্ষিণ ডিগ্রি কলেজের সামনে থেকে ছাত্র-জনতা জড়ো হয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন। এসময় তাদের সরিয়ে দিতে চায় পুলিশ। এসময় সেখানে বিজিবিও উপস্থিত ছিলো। একপর্যায়ে পুলিশ ও বিজিবির সঙ্গে ছাত্র-জনতার তুমুল সংঘর্ষ শুরু হয়। বিভিন্ন মসজিদের মাইকে ঘোষণা দিয়ে এসময় এলাকাবাসীও সংঘর্ষে জড়িত হন। প্রায় দুই ঘন্টাব্যাপী সংঘর্ষে ছাত্র-জনতা ও এলাকাবাসী পুলিশ-বিজির দিকে ইট-পাটকেল ছুঁড়ে এবং পুলিশ-বিজিবি গুলি, টিয়ার সেল ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করতে থাকে। এক পর্যায়ে পুলিশ ও বিজিবি পিছু হটতে বাধ্য

হয়। একসময় ঢাকাদক্ষিণ থেকে গোলাপগঞ্জ পৌরসদর পর্যন্ত সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে। ঢাকাদক্ষিণেই গুলিবিদ্ধ হয়ে একজন মারা যান। পরে বেলা ২টার দিকে পৌর এলাকার ধারাবহরে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সামনে বিক্ষোভরত ছাত্র-জনতকে লক্ষ্য করে পুলিশ ও বিজিবি গুলিবর্ষণ শুরু করে। সেখানে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান দুজন। এছাড়া পৌরসদরে সংঘর্ষের সময় গুলিবিদ্ধ হন শতাধিক ছাত্র-জনতা। ওই দিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ঘটনাস্থলে এবং হাসপাতালে মারা যান ৫ জন। হাসপাতালে পরদিন একজন এবং তার পরের দিন আরেকজন মারা যান।

নিহতরা হলেন- উপজেলার ঢাকাদক্ষিণ এলাকার নিশ্চিন্তপুর গ্রামের তৈয়ব আলীর ছেলে নাজমুল ইসলাম, শিলঘাট গ্রামের কয়ছর আহমদের ছেলে সানি আহমদ, বরকোট গ্রামের মকবুল আলীর ছেলে তাজ উদ্দিন, উত্তর কানিশাইল গ্রামের রফিক উদ্দিনের ছেলে ক্বারি মো. কামরুল ইসলাম পাবেল, দত্তরাইল গ্রামের আলাই মিয়ার ছেলে মিনহাজ উদ্দিন, রায়গড় গ্রামের সুরাই মিয়ার ছেলে হাসান আহমদ ও পৌর এলাকার উত্তর ঘোষগাঁয়ের মোবারক আলীর ছেলে গৌছ উদ্দিন।

এদিকে, ৫ আগস্ট হাসিনার পতনের পর অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে সিলেটসহ সারা দেশে। দুর্বৃত্তরা সিলেটের সকল থানায় হামলা করে। ভয়ে পুলিশ থানাগুলো ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যায়। প্রায় ১০ দিন অচলাবস্থার পর ২-৩ দিন ধরে থানাগুলোতে ফের পুলিশি কার্যক্রম স্বাভাবিক হয়েছে। এই অচলাবস্থার কারণে গোলাপগঞ্জ থানায় মামলা করতে পারেনি নিহতদের পরিবার। গত রবিবার (১৮ আগস্ট) কয়েকটি পরিবারের পক্ষ থেকে মামলা করা হতে পারে বলে জানিয়েছেন থানার নতুন ওসি মীর মুহাম্মদ আব্দুন নাসের। তিনি বলেন- 'আমি ১৫ আগস্ট এই থানায় যোগদান করেছি। নিহতদের পরিবারের সঙ্গে কথা হয়েছে। তাদের আজ

গাছের প্রাইভেটকারের সঙ্গে ধাক্কা লেগে যুবকের মৃত্যু

সিলেট প্রতিনিধি, ২৩ আগস্ট ২০২৪ : মৌলভীবাজারের বড়লেখায় সড়ক দুর্ঘটনায় মুরাদ আহমেদ (২০) নামে এক যুবক প্রাণ হারিয়েছেন। গত বৃহস্পতিবার (১৬ আগস্ট) দিবাগত রাত দুইটার দিকে মৌলভীবাজার-বড়লেখা আঞ্চলিক মহাসড়কের সফরপুর এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় প্রাইভেট কার চালক গুরুতর আহত হয়েছেন। তাকে সিলেট ওসমানী হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়েছে। তবে তার নামপরিচয় জানা যায়নি। নিহত মুরাদ জুড়ী উপজেলার বড়ধামাই গ্রামের মনসুর আহমদের ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, শুক্রবার রাতে মুরাদ আহমেদ প্রাইভেটকার যোগে বড়লেখা থেকে বাড়িতে ফিরছিলেন। তাদের কারটি মৌলভীবাজার-বড়লেখা আঞ্চলিক মহাসড়কের সফরপুর এলাকায় পৌঁছামাত্র নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশে গাছের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে দুমড়ে-মুচড়ে যায়। এতে মুরাদসহ প্রাইভেট কার চালক গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা দ্রুত এগিয়ে এসে তাদের উদ্ধার করে বড়লেখা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মুরাদকে মৃত ঘোষণা করেন। আর অবস্থা গুরুতর হওয়ায় কার চালককে সিলেটে ওসমানী হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়।

দক্ষিণভাগ দক্ষিণ ইউপির (ভারপ্রাপ্ত) চেয়ারম্যান ইমরান আহমদ দুর্ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, শুক্রবার রাতে একটি প্রাইভেটকার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশে গাছের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে চালকসহ দুজন গুরুতর আহত

SKILLED WORKERS UK
International Visa Consultants
We Specialise in Sponsor Licence Applications and Self Sponsorship. Also, We process Visas for Schengen countries and all other countries for all nationalities in the UK.
• Competitive fees • Excellent services
SKILLED WORKERS UK
First Floor
East London Business Centre
93-101 Greenfield Road
London E1 1EJ
Visit our website: skilledworkersuk.com
Email: info@skilledworkersuk.com
Tel: 033 3335 6013 Mob: 07907 851 560

EC STANDARD EXCHANGE COMPANY (UK) LTD
(Fully owned by Standard Bank Limited, Bangladesh)
দ্রুত ও নিরাপদে টাকা পাঠানোর বিশ্বস্ত মাধ্যম
স্ট্যান্ডার্ড এক্সচেঞ্জ ইউকে
M: 07365 998 422 T: 020 7377 0009
info@standardexchangeuk.com
www.standardexchangeuk.com
101 Whitechapel Road, London E1 1DT
■ আকর্ষণীয় রেট ■ একাউন্ট ট্রান্সফার
■ বিকাশ সার্ভিস ■ ঘরে বসে আলাইনে ট্রান্সফার
■ ইন্সটেন্ট ট্রান্সফার ■ ব্যুরো ডি চেঞ্জ

সমঝোতায় মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ব্লিংকেন যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবে রাজি নেতানিয়াহু

দেশ ডেস্ক, ২৩ আগস্ট ২০২৪ : ফিলিস্তিনের গাজায় যুদ্ধবিরতি কার্যকর করতে ইসরাইলের শীর্ষ কর্তাদের সঙ্গে কয়েক দফা বৈঠক করেছে কাতারসহ মধ্যপ্রাচ্যের

বেশ কয়েকটি দেশ। তবে প্রতিবারই যুদ্ধবিরতি কার্যকর করতে কঠিন সব শর্ত জুড়ে দিয়েছে বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু সরকার। তাতে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে যুদ্ধবিরতি কার্যকর ইস্যু। তবে এবার যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবে রাজি হয়েছেন নেতানিয়াহু, সোমবার তেল আবিবে এমন দাবি করছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ব্লিংকেন।

ব্লিংকেন জানিয়েছেন, যুদ্ধবিরতি নিয়ে নেতানিয়াহুর সঙ্গে তার খুবই কার্যকর বৈঠক হয়েছে। সেখানে নেয়ানিয়াহু তাকে জানিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্র যে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দিয়েছে তা তিনি মেনে নিচ্ছেন। এখন হামাস তা মেনে নিলেই এই অঞ্চলে আর যুদ্ধ থাকবে না।

ব্লিংকেন বলেছেন, 'ইসরায়েলের বন্দিদের মুক্তি দিয়ে গাজায় ফিলিস্তিনিদের স্বস্তি ফেরানোর বিষয়টি এখন হামাসের ওপর নির্ভর করছে। এটা নির্ণায়ক মুহূর্ত। যুদ্ধবিরতি করে বন্দিদের ঘরে ফেরানোর এবং দীর্ঘস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার এর থেকে ভালো সুযোগ সম্ভবত আর পাওয়া যাবে না।'

যুদ্ধবিরতি কার্যকরে শুরু থেকেই মধ্যস্থতা করছে কাতার। কাজেই ব্লিংকেন এখন কাতার যাবেন। এবং সেখানে গিয়ে কাতারের সঙ্গে যুদ্ধবিরতির বিষয়টি নিয়ে কথা বলবে পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করবেন। আর সেটি হলে ইসরায়েল-হামাস সংঘাত শুরুর পর ১০ মাসে এই নিয়ে নবমবার মধ্যপ্রাচ্য সফর করবেন ব্লিংকেন।

মধ্যস্থতাকারীদের একটা অংশ অবশ্য মনে করছেন, যুদ্ধবিরতি চুক্তি এবার হয়ে যাবে। তবে ইসরায়েল ও ইরানের মধ্যে উত্তেজনার ফলে এই সংঘাত আরো বাড়ার আশংকাও করছেন অনেকে। যা নিয়েই চলতি সপ্তাহের শেষ দিকে মিশরে যুদ্ধবিরতি নিয়ে আলোচনা হবে। সেই আলোচনার আগে অবশ্য নেতানিয়াহু সতর্ক করে বলেছেন, আলোচনার সময় কেউ যেন এমন কোনো কাজ না করে, যাতে এই প্রক্রিয়া বানচাল হয়ে যায়।

ইতালির দুই সাংবাদিকের বিরুদ্ধে রাশিয়ায় মামলা

দেশ ডেস্ক, ২৩ আগস্ট ২০২৪ : রাশিয়ার কুরস্ক অঞ্চলে ইউক্রেনের নিয়ন্ত্রণে থাকা সুদঝা শহরে ঢুকে কাজ করায় ইতালির দুই সাংবাদিকের বিরুদ্ধে মামলা করেছে রাশিয়ার গোয়েন্দা সংস্থা এফএসবি? তাদের বিরুদ্ধে অবৈধভাবে সীমান্ত পাড়ি দেওয়ার অভিযোগ আনা হয়েছে?

রাশিয়ার বার্তা সংস্থা তাস এর এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়? গত সপ্তাহে রাশিয়ার সুদঝা শহরের নিয়ন্ত্রণ নেয় ইউক্রেন? ইতালির রাই টিভির সাংবাদিক স্টেফানিয়া বাতিসতিনি ও ক্যামেরাম্যান সিমোন ত্রাইনিসহ চারজন ইউক্রেনের সামরিক বাহিনীর সঙ্গী হয়ে প্রথম বিদেশি গণমাধ্যম হিসেবে সুদঝা শহর থেকে খবর পরিবেশন করেছেন?

এ ঘটনায় শুক্রবার মস্কোতে ইতালির রাষ্ট্রদূত সেসিলিয়া পিচ্চোনিকে ডেকে এর প্রতিবাদ জানিয়েছিল রাশিয়া? এই সময় রাষ্ট্রদূত মস্কোকে জানান, রাই টিভির সাংবাদিকেরা স্বাধীনভাবে ও নিজস্ব সিদ্ধান্তে কাজ করেছেন?

ড. ইউনূসকে চিঠিতে কী লিখলেন জাতিসংঘ মহাসচিব

দেশ ডেস্ক, ২৩ আগস্ট ২০২৪ : বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে গত ৮ আগস্ট দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন শান্তিতে নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূস। এবার অন্তর্বর্তী সরকারকে সমর্থন জানিয়ে ড. ইউনূসকে একটি চিঠি লিখেছেন জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস।

গত ১৬ আগস্ট পাঠানো সেই চিঠিতে দেশের শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক, গণতান্ত্রিক উত্তরণের পথে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রচেষ্টাকে সম্পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছে জাতিসংঘ। সোমবার (১৯ আগস্ট) রাতে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং চিঠিটি শেয়ার করেছে।

যেই চিঠিতে জাতিসংঘ প্রধান বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে ড. ইউনূসের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য তাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

গত ৫ আগস্ট বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের 'মার্চ টু ঢাকা' কর্মসূচি ঘিরে গণঅভ্যুত্থানের মুখে পদত্যাগ করে বাংলাদেশ ছাড়েন শেখ হাসিনা। তিনি এখন ভারতে অবস্থান করছেন। তবে কোটা সংস্কার আন্দোলন এবং ছাত্র-জনতার বিক্ষোভে দেশে শত শত মানুষ নিহত হন।

শেখ হাসিনার পদত্যাগের পর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে বাংলাদেশে একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়। গত ৮ আগস্ট রাতে এই সরকার শপথ গ্রহণ করে। তারপর থেকে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ভারত, চীনসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানরা নতুন সরকারকে অভিনন্দন জানিয়ে একসঙ্গে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

মাঙ্কিপক্সে কঙ্গোতে মৃতের সংখ্যা ৫৭০ ছাড়াল

দেশ ডেস্ক, ২৩ আগস্ট ২০২৪ : মধ্য আফ্রিকার দেশ কঙ্গোতে ভাইরাসজনিত রোগ মাঙ্কিপক্সে আক্রান্ত হয়ে মৃতের সংখ্যা ৫৭০ জন ছাড়িয়েছে। এছাড়াও দেশটিতে মাঙ্কিপক্সে আক্রান্ত হয়েছেন ১৬ হাজার ৭০০ জন সোমবার রাজধানী কিনশাসায় এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী স্যামুয়েল রজার কাম্বা।

সংবাদ সম্মেলনে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, "চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে এ পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন এলাকায় মাঙ্কিপক্সে আক্রান্ত হয়েছেন ১৬ হাজার ৭০০ জন এবং এ রোগে মৃতের সংখ্যা ইতোমধ্যে ৫৭০ জন ছাড়িয়েছে। এই রোগের বিস্তার ঠেকাতে পুরো আফ্রিকা মহাদেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা প্রয়োজন। অন্যান্য দেশের সরকারের সঙ্গে এ ইস্যুতে আমাদের আলোচনা চলছে।"

২০২৪ সালের জানুয়ারি থেকে ডি আর কঙ্গোতে শুরু হয়েছে মাঙ্কিপক্সের প্রাদুর্ভাব। দেশটির মোট প্রদেশের সংখ্যা ২৬টি, জনসংখ্যা ১০ কোটি। এই ২৬ প্রদেশের মধ্যে দক্ষিণ কিভু, উত্তর কিভু, শোপো, একুয়াটিউর, উত্তর উবাঙ্গি, শুয়াপা, মঙ্গালা এবং সানকুরু প্রদেশে সংক্রমণ সবচেয়ে বেশি।

ইতোমধ্যে ডি আর কঙ্গোর প্রতিবেশী দেশ বুরুন্ডি, কেনিয়া, রুয়ান্ডা এবং উগান্ডাতেও এই রোগ ছড়িয়ে পড়ছে বলে জানা গেছে।

এই রোগে আক্রান্তদের প্রাথমিক লক্ষণগুলোর মধ্যে রয়েছে জ্বর, মাথাব্যথা, ফোলা, পিঠে এবং পেশিতে ব্যথা। আক্রান্ত ব্যক্তির একবার জ্বর উঠলে গায়ে ফুসকুড়ি দেখা দিতে পারে। সাধারণত মুখ থেকে শুরু হয়ে পরে হাতের তালু এবং পায়ের তলদেশসহ শরীরের অন্যান্য অংশে তা ছড়িয়ে পড়ে।

মেডিকেলছাত্রী ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় উত্তাল পশ্চিমবঙ্গ

হাসিনা যে ভুল করেছেন মমতা তা করবেন না

দেশ ডেস্ক, ২৩ আগস্ট ২০২৪ : ভারতের পশ্চিমবঙ্গের উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন, 'পুলিশ এ রাজ্যকে বাংলাদেশে পরিণত করতে দেবে না। ক্ষমতাসীন দল তৃণমূল কংগ্রেসের সরকারও এ রাজ্যকে বাংলাদেশ করতে দেবে না।'

আরজিকর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ডাক্তারি ছাত্রীর মৃত্যুর ন্যায়বিচারের দাবিতে গত শনিবার সন্ধ্যায় রাজ্যটির কোচবিহার জেলার সাগরদিঘী পাড়ে এক বিশাল জমায়েতের ডাক দিয়েছিল তৃণমূল। সেই কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখতে গিয়েই এই মন্তব্য উদয়ন গুহর।

উল্লেখ্য, গত ৯ আগস্ট কলকাতার ঐতিহ্যবাহী সরকারি হাসপাতালের (আরজিকর) পোস্ট গ্রাজুয়েট দ্বিতীয়বর্ষের ছাত্রীকে ধর্ষণ এবং খুনের অভিযোগ উঠে। এরপর থেকেই গত কয়েকদিন ধরে টানা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন ছাত্রছাত্রীরা। আরজিকরের মেডিকেলের শিক্ষার্থীরাতো বটেই, তার সঙ্গে যোগ দিয়েছেন রাজ্যের অন্য সরকারি, বেসরকারি মেডিকেল কলেজ এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরাও। ফলে আন্দোলনের মাত্রায় গতি পেয়েছে। আরজিকরের ওই নৃশংস হত্যার ঘটনায় দোষীদের ফাঁসির দাবিতে বুধবার গোটা রাজ্যে 'রাত দখলে' নেমেছিল নারীরাও। কিন্তু তারই মাঝে বুধবার মধ্যরাতেই আরজিকর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ঢুকে তাণ্ডব চালায় একদল মানুষ। নষ্ট করা হয় হাসপাতালের জীবনদায়ী ওষুধ, ভাঙচুর করা হয় একাধিক যন্ত্রপাতি, জানলা, দরজা, টেবিল, চেয়ার, পুলিশের গাড়ি, মোটরসাইকেল। হামলা

চালানো হয় আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও সংবাদ সংগ্রহ করতে যাওয়া গণমাধ্যমের কর্মীদের উপরেও।

প্রতিবেশী বাংলাদেশের মতো পশ্চিমবঙ্গেও যেভাবে ছাত্র আন্দোলনের তীব্রতা বাড়ছে সেই পরিপ্রেক্ষিতে অনেকের মনে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে তবে কি বাংলাদেশের মতো পরিস্থিতি হতে চলেছে এপার বাংলাতেও?

সেই পরিপ্রেক্ষিতেই হামলাকারীদের হুঁশিয়ারি দিয়ে রাজ্যটির উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী শনিবার বলেন, 'ওই ঘটনার পরে যারা মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির দিকে আঙুল তুলছেন, সামাজিক যোগাযোগেরমাধ্যমে নোংরা ভাষায় মমতা ব্যানার্জিকে গালাগাল করছেন, যারা আঙুল তুলে মমতা ব্যানার্জির পদত্যাগ চাইছেন- সেই আঙুলগুলিকে চিহ্নিত করে সেই আঙুলগুলোকে ভেঙে দেওয়ার বন্দোবস্ত করতে হবে। নাহলে এরা বাংলাকে নতুন করে একটা বাংলাদেশ তৈরি করার চেষ্টা করবে। কিন্তু ওরা জানে না, হাসিনা যে ভুল করেছেন, মমতা ব্যানার্জির সেই ভুল করবেন না, করেননি। তাই আরজিকর মেডিকেল কলেজে ওইভাবে তাণ্ডব ও ভাঙচুর চালানোর পরেও পুলিশ কিন্তু গুলি চালায়নি। পুলিশ এখানে বাংলাদেশ করতে দেবে না। সরকার এখানে বাংলাদেশ করতে দেবে না। তৃণমূলের কর্মীরা সাধারণ মানুষের সহায়তা নিয়ে এ বাংলাকে বাংলাদেশ করতে দেবে না।'

হত্যা ও লুটপাট মহাপাপ

মুহাম্মদ মনজুর হোসেন খান

পৃথিবীবাসীর জন্য ইসলাম শান্তি ও সাম্যের ধর্ম হিসাবে অবতীর্ণ হয়েছে। ইসলাম মানুষের শান্তি ও মুক্তির কথা বলে। প্রতিটি মানুষ ও প্রাণীর জীবনের নিরাপত্তায় ইসলাম দ্ব্যর্থহীন। দ্বন্দ্ব, সংঘাত, নৈরাজ্য, নাশকতা, অশান্তি, বিশৃঙ্খলা, অগ্নিসংযোগ ও মানব হত্যাকে কখনো প্রশ্রয় দেয় না ইসলাম।

সমাজ জীবনে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার ওপর ইসলাম বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। অশান্তি-বিশৃঙ্খলা তথা ফেতনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টিকে কুরআনে হত্যার চেয়েও গুরুতর পাপ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আল্লাহতায়ালা বলেন, 'ফেতনা (দাঙ্গা, বিশৃঙ্খলা, নৈরাজ্য) হত্যা অপেক্ষা গুরুতর পাপ।' (সূরা বাকারা, আয়াত : ১৯১)। এ পাপ আমাদের সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়েছে।

সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে এ পাপাচারের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন ও গুরুত্ব অস্বীকার করার উপায় নেই। কেননা একটি ফেতনা-অশান্তি সমাজে অসংখ্য ফেতনা-অশান্তি ও অরাজকতার জন্ম দিতে পারে। তাই ফেতনা-বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি সৃষ্টির বিরুদ্ধে ইসলামের কঠোর অবস্থান।

পৃথিবীতে মানুষের মৌলিক অধিকারের প্রাথমিক বিষয়ই হচ্ছে তার বেঁচে থাকার অধিকার ও জীবনের সুরক্ষা। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে সংঘাত ও সহিংসতাকে ইসলাম কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। মানবতাবিরোধী সব ধরনের অন্যায় হত্যাযজ্ঞ, রক্তপাত, অরাজকতা ও অপকর্ম প্রত্যাখ্যান করেছে। সৎকর্মে সহযোগিতার নির্দেশ দিয়েছে এবং জুলুম-নির্যাতনমূলক কাজ থেকে বিরত থাকতে বলেছে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ, দলমত-নির্বিশেষে মানুষের পারস্পরিক সম্প্রীতি ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের চেতনা এবং অর্থনৈতিক দর্শন ও অপরাধ দমনের কৌশল ইসলামকে দিয়েছে সর্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা ও জনপ্রিয়তা।

কিন্তু শান্তির ধারক-বাহক জনগণের বিরুদ্ধে সব সময়ই অশান্তিকামী বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী দুর্বৃত্তরা সুযোগ খুঁজতে থাকে। সুযোগ পেলেই তারা নিরীহ সাধারণ জনতার ওপর অন্যায় আক্রমণ করে বসে। ইসলাম কখনোই তাদের প্রশ্রয় দেয় না। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহতায়ালা বলেন, 'তারা দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কাজ করে বেড়ায়, আল্লাহ ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত ব্যক্তিদের ভালোবাসেন না।' (সূরা মায়িদা, আয়াত : ৬৪)।

ইসলাম বিশ্বজনীন শান্তি, সম্প্রীতি ও মানবজাতির জন্য কল্যাণকামী পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। 'ইসলাম' মানে আত্মসমর্পণ করা। আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলার মাধ্যমে তার কাছে আত্মসমর্পণ করে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে শান্তি ও নিরাপত্তা অর্জন করা। ইসলামপ্রিয় মুসলমানের পরিচয় দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'প্রকৃত মুসলমান সেই ব্যক্তি, যার হাত ও মুখ থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে।' (বুখারি : ৬৪৮৪; মুসলিম : ৪০)।

তাই পৃথিবীতে সত্যিকারার্থে সত্য ও ন্যায়নীতির বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমাজ জীবনে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ও জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বজায় রাখা ইসলামের দৃষ্টিতে অপরিহার্য কর্তব্য এবং ইমানি দায়িত্ব। সুতরাং মানব সমাজে কোনো রকম নাশকতা, নৈরাজ্য, বিশৃঙ্খলা, সংঘাত, উগ্রতা, প্রতিহিংসাপরায়ণতা ও সাম্প্রদায়িক সহিংসতা ইসলামে নিষিদ্ধ। আল্লাহতায়ালা ঘোষণা করেন, 'দুনিয়ায় শান্তি স্থাপনের পর এতে বিপর্যয় ঘটাবে না।' (সূরা আরাফ, আয়াত : ৫৬)।

সমাজ জীবনে নাশকতা, নৈরাজ্য, বিশৃঙ্খলা ও রক্তপাত দমনে ইসলাম অনুপম দিকনির্দেশনা দিয়েছে এবং সন্ত্রাসী দুর্বৃত্তদের প্রতিরোধে কঠোর শাস্তি আরোপ করেছে। ইসলামের আলোকে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রচলিত আইনে সন্ত্রাস সৃষ্টিকারীদের উপযুক্ত ন্যায়বিচার করা হলে আর কেউ নাশকতা, নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে সাহস পাবে না। পবিত্র কুরআনে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যাকাণ্ডকে মহা-অপরাধ সাব্যস্ত করে কঠোর শাস্তির বিধান ঘোষিত হয়েছে।

আল্লাহতায়ালা বলেন, 'কোনো মুমিনকে হত্যা করা কোনো মুমিনের কাজ নয়, তবে ভুলবশত করলে তা স্বতন্ত্র। ...কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো মুমিনকে হত্যা করলে তার শাস্তি জাহান্নাম, সেখানে সে স্থায়ীভাবে থাকবে এবং আল্লাহ তার প্রতি রাগান্বিত হবেন, তাকে অভিসম্পাত করবেন এবং তার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত রাখবেন।' (সূরা নিসা, আয়াত : ৯২-৯৩)।

ইসলাম ইচ্ছাকৃতভাবে মানব সন্তানকে হত্যা করা কঠোর ভাষায় নিষিদ্ধ করেছে। নিরপরাধ জনগণকে গুলি করে, বোমা মেরে বা যাত্রীবাহী বাসে অগ্নিসংযোগে হত্যা করা, পুড়িয়ে মারা বা প্রাণহানি ঘটানো ইসলামের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা, তাদের জানমালের ক্ষতিসাধন ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ বিনষ্ট করাকে কবিরা গুনাহ আখ্যায়িত করে এবং এর ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে আল্লাহতায়ালা বলেন, 'কারণ ছাড়া কেউ কাউকে হত্যা করলে সে যেন দুনিয়ার সব মানুষকে হত্যা করল; আর কেউ কারও প্রাণ রক্ষা করলে সে যেন দুনিয়ার সব মানুষের প্রাণ রক্ষা করল।' (সূরা মায়িদা : আয়াত ৩২)।

মানবহত্যা ও মানুষের সব ধরনের ক্ষয়ক্ষতির বিরুদ্ধে ইসলাম। ইসলাম অঙ্গহানি ও আত্মহত্যাকে মহাপাপ বলে ঘোষণা করেছে। এ বিষয়ে কুরআনে বলা হয়েছে, 'আর তোমরা নিজেদের হত্যা করো না। নিঃসন্দেহে আল্লাহতায়ালা তোমাদের প্রতি দয়ালু।' (সূরা নিসা : ২৯)। হত্যার প্ররোচক কারণ হিসাবে হিংসা-বিদ্বেষ-ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করতে বলেছে ইসলাম।

এ বিষয়ে হজরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'তোমরা একে অন্যের সঙ্গে বিদ্বেষ পোষণ করো না, হিংসা করো না এবং একে অন্যের পেছনে লেগ না। আল্লাহর বান্দা সবাই ভাই ভাই হয়ে যাও। কোনো মুসলিমের জন্য তার ভাইকে তিন দিনের বেশি ত্যাগ করা হালাল নয়।' (বুখারি)। এমনকি হত্যার প্রারম্ভিক বিষয় তথা অস্ত্র দিয়েও কাউকে ভয় দেখাতে নিষেধ করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'তোমাদের কেউ যেন তার ভাইয়ের দিকে অস্ত্র তাক না করে। কারণ সে জানে না, হয়তো শয়তান তার হাত থেকে তা বের করে দিতে পারে, ফলে সে জাহান্নামের গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হবে।' (বুখারি)।

কাউকে আগুনে পুড়িয়ে মারা বা মারার চেষ্টা জঘন্যতম কাজ। যারা এ কাজ করবে, তারা আল্লাহর রহমত থেকে অবশ্যই বঞ্চিত হবে। আল্লাহর বিধান লঙ্ঘনের কারণে, তদ্রূপ তারা কেয়ামতের দিন রাসূলের শাফায়াত পাবে না, রাসূলের কথা না মানার কারণে।

অগ্নিসংযোগ ও আগুনে পুড়িয়ে মারার ফলে একসঙ্গে কয়েকটি অপরাধ সংঘটিত হয়, এর কোনো কোনোটি তো শিরকের পর্যায়ভুক্ত। হজরত রাসূলুল্লাহ (সা.) কোনো মানুষ, জীব-জন্তু বা কোনো ফসল-গাছপালাকে আগুনে পোড়াতে নিষেধ করেছেন।

নবি (সা.) আরও বলেন, 'আগুন দ্বারা শুধু আল্লাহই শাস্তি দেবেন, আগুনের রব (আল্লাহ) ছাড়া আর কারও আগুন দ্বারা শাস্তি দেওয়া উচিত নয়।' (বুখারি)। রাসূলুল্লাহ (সা.) কাফের-মুশরিকদের বিরুদ্ধে কোনো যুদ্ধে কাউকে আগুনে পোড়ানোর অনুমতি দেননি। কারণ জাহান্নামে আল্লাহতায়ালা অপরাধীদের জন্য আগুনের শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন।

জাহান্নামকে আরবিতে 'নার' বা আগুন বলা হয়েছে। তাই এ শাস্তি কোনো মানুষ দিতে চাইলে এতে আল্লাহর বিশেষ শাস্তি প্রয়োগের ক্ষমতায় যেন তার সমাসীন হওয়ার দাবি চলে আসে। তাই কাউকে আগুন দিয়ে শাস্তি দেওয়া নিষেধ।

লেখক : গবেষক, কলামিস্ট

অহংকার পতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়

এম এ মান্নান

আমাদের দেশের একটি প্রচলিত প্রবাদ অহংকার পতনের মূল। অহংকার মানব জীবনের এক জঘন্য স্বভাব, যা মানুষের আত্মোপলব্ধি ভুলিয়ে দেয়। মানুষ অহংকারবোধে আক্রান্ত হলে নিজেকে শ্রেষ্ঠ ও অন্যকে হেয় জ্ঞান করার ভুলে নিমজ্জিত হয়। অহংকার করা ইসলামে নিষিদ্ধ। আল্লাহ বলেন, তুমি পৃথিবীতে অহংকার করে চলো না। নিশ্চয়ই তুমি জমিনকে ধ্বংস করতে পারবে না এবং পাহাড়ের উচ্চতায়ও পৌঁছতে পারবে না (ইসরা-৩৭)। আল্লাহতায়ালা অন্যত্র বলেন, এটা নিঃসন্দেহে যে, আল্লাহ জানেন যা তারা গোপন করে এবং যা তারা প্রকাশ করে; তিনি অহংকারীকে পছন্দ করেন না (নাহল ২৩)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, অহংকারবশত তুমি মানুষকে অবজ্ঞা কর না এবং পৃথিবীতে অহংকার করে বিচরণ কর না, কারণ আল্লাহ কোনো অহংকারীকে পছন্দ করেন না (লোকমান ১৮)।

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ দাম্ভিক ও অহংকারীকে অপছন্দ করেন বলে ঘোষণা করেছেন। মহান আল্লাহতায়ালা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। মানুষের মধ্যে কেউ সাদা, কেউ কালো, কেউ ধনী, কেউ গরিব। মানুষের মাঝে এই ভেদাভেদ আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন। আবার সবার রিজিকের ব্যবস্থাও তিনি করেন। মানুষ কেউই স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়। কোনো না কোনো কাজে ও প্রয়োজনে তাকে অন্যের সাহায্য নিতে হয়। অপরের মুখাপেক্ষী হতে হয়। কাজেই অহংকার করা মানুষের সাজে না। অহংকারের পরিণতি সম্পর্কে রসুল (সা.) কঠিন হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন।

হজরত হারিছা ইবনে ওহাব (রা.) বলেন, রসুল (সা.) বলেছেন : আমি কি তোমাদের জান্নাতি লোকের কথা বলব না? তারা হলো সরলতার দরুণ দুর্বল, যাদের লোকেরা হীন, তুচ্ছ ও দুর্বল মনে করে। আল্লাহ তাদের এত ভালোবাসেন, তারা কোনো বিষয়ে কসম করলে তাদের সত্যে পরিণত করেন। তারপর নবী করিম (সা.) বললেন, আমি তোমাদের কি জাহান্নামিদের কথা বলব না? তারা হলো, যারা অনর্থক কথা নিয়ে বিবাদ করে, আর যারা বদমেজাজি অহংকারী (মুসলিম ও মিশকাত)। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, রসুল (সা.) বলেছেন : যার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। তখন এক ব্যক্তি বলল, কেউ তো পছন্দ করে যে তার পোশাক ভালো হোক, তার জুতা সুন্দর হোক, এটাও কি অহংকার? তিনি বললেন, আল্লাহ নিজে সুন্দর এবং সুন্দরকে পছন্দ করেন। অহংকার হলো, হককে অহংকার করে পরিত্যাগ করা এবং মানুষকে হীন ও তুচ্ছ মনে করা (মুসলিম, মিশকাত হা/৫১০৮)।

হজরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রসুল (সা.) বলেছেন : আল্লাহতায়ালা বলেন, অহংকার আমার চাদর আর আত্মম্ভরিতা আমার লুঙ্গি। এই দুটির কোনো একটি কেউ গ্রহণ করলে আমি তাকে জাহান্নামে দেব (মুসলিম ও মিশকাত)। সোজা কথায় আল্লাহ ছাড়া আর কারোর অহংকার করা বৈধ নয়। হজরত আমর ইবনে শুআইব (রা.) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন, রসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : কিয়ামতের দিন অহংকারীদের পিপীলিকার ন্যায় জড়ো করা হবে। অবশ্য আকৃতি-অবয়ব হবে মানুষের। অপমান তাদের চারদিক থেকে বেষ্টন করে রাখবে। বাওলাস নামক জাহান্নামের কারাগারের দিকে তাদের হাঁকিয়ে নেওয়া হবে। আগুনের অগ্নিশিখা তাদের ওপর ছেয়ে যাবে। আর তাদের পান করানো হবে জাহান্নামিদের দেহ নিংড়ানো 'তিনাতুল খাবাল' নামক কদর্য পুঁজ-রক্ত (তিরমিজি)।

হজরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রসুল (সা.) বলেছেন : তিনটি জিনিস মুক্তিদানকারী এবং তিনটি জিনিস ধ্বংসসাধনকারী। মুক্তিদানকারী জিনিসগুলো হয়, প্রকাশ্যে ও গোপনে আল্লাহকে ভয় করা। খুশি ও অখুশি উভয় অবস্থায় সত্য কথা বলা ও ধনী ও দরিদ্র উভয় অবস্থায় মধ্যপন্থা অবলম্বন করা। আর ধ্বংস সাধনকারী জিনিসগুলো হলো, প্রবৃত্তির অনুসারী হওয়া, লোভ-লালসার দাস হওয়া বা কৃপণ হওয়া এবং কোনো ব্যক্তির আত্ম অহমিকায় লিপ্ত হওয়া এবং তা হলো সর্বাপেক্ষা জঘন্য (শুয়াবুল ইমান, মিশকাত হা/৫১২২, সনদ হাসান)।

হজরত আবদুল্লাহ মাসউদ (রা.) বলেন, রসুল (সা.) বলেছেন : যার অন্তরে সরিষা সমপরিমাণ ইমান আছে, সে জাহান্নামে যাবে না। আর যার অন্তরে সরিষা সমপরিমাণ অহংকার আছে সে জান্নাতে যাবে না (মুসলিম, মিশকাত)। হাদিস দ্বারা প্রতীয়মাণ, অহংকারী ব্যক্তি জান্নাতে যেতে পারবে না। উপরোক্ত হাদিসে দুটি বিষয় এমনভাবে সাংঘর্ষিক, ইমান থাকলে জাহান্নামে যাবে না। আর অহংকার থাকলে জান্নাতে যাবে না। তাই প্রত্যেক মুমিন যেন অহংকার হতে নিজের অন্তরকে সদা পবিত্র রাখে এবং এর কলুষ-কালিমা দ্বারা নিজের অন্তরকে নির্মল রাখে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে অহংকারের গহব্বরে পতিত হওয়ার বিপদ থেকে রক্ষা করুন।

লেখক : প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আমেনা খাতুন হাফেজিয়া

নামাজের সময়সূচী

দিন	তারিখ	ফজর	সানরাইজ	যোহর	আসর	মাগরিব	এশা
শুক্রবার	২৩	৪:২৩	৫:৫৭	০১:০৮	৫:৫৫	৮:০৯	৯:১৭
শনিবার	২৪	৪:২৪	৫:৫৮	০১:০৮	৫:৫৩	৮:০৭	৯:১৫
রবিবার	২৫	৪:২৬	৬:০০	০১:০৮	৫:৫১	৮:০৪	৯:১৩
সোমবার	২৬	৪:২৮	৬:০১	০১:০৭	৫:৫০	৮:০২	৯:১১
মঙ্গলবার	২৭	৪:৩০	৬:০৩	০১:০৭	৫:৪৮	৮:০০	৯:০৯
বুধবার	২৮	৪:৩২	৬:০৫	০১:০৭	৫:৪৭	৭:৫৮	৯:০৭
বৃহস্পতিবার	২৯	৪:৩৪	৬:০৬	০১:০৬	৫:৪৫	৭:৫৬	৯:০৬

সালমান রহমানের পরিণতি থেকে অন্যরা শিক্ষা নেবেন?

মইনুল ইসলাম

ক্ষমতাচ্যুত সরকারের প্রভাবশালী ব্যক্তি, শেখ হাসিনার ঘনিষ্ঠ সহযোগী সালমান এফ রহমান যেভাবে দাড়ি কেটে, চুলে রং দিয়ে, লুঙ্গি পরে ছদ্মবেশে নদীপথে পালিয়ে যাচ্ছিলেন, সেটা কয়েক সপ্তাহ আগেও অভাবনীয় ছিল। গত ১৩ আগস্ট তাঁর ধরা পড়ার যেসব ছবি সামাজিক মাধ্যম ও সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ হয়েছে, সেটা খুবই করুণ। দেশের ব্যাংক ও আর্থিক খাতের সবচেয়ে বড় রাঘববোয়াল সালমান এফ রহমানের এই করুণ ছদ্মবেশ জনসাধারণের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই হাসির হুল্লোড় ফেলে দিয়েছে।

সালমান এফ রহমানকে ধবধবে সাদা দাড়ি, সাদা চুলওয়ালা ও সাদা পাঞ্জাবি পরা অবস্থায় প্রায় সব সময় দেখা যেত বলে জনগণের বিরাট অংশ তাঁকে কৌতুক করে 'দরবেশ' নামেই ডাকত। ঋণখেলাপিসহ নানা দুর্নীতির বিপরীতে তাঁর ওই বেশভূষা একেবারেই বিপরীত বার্তা পৌঁছে দিত সবার কাছে। সালমান রহমানের এমন স্বভাব পাঁচ দশক ধরেই। ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বেসরকারি বিনিয়োগ ও শিল্প উপদেষ্টার পদটি বাগানোর বহু বছর আগে থেকেই।

দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকায় ১৫ আগস্ট প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে, গত ৫২ বছরে সালমান রহমান ব্যাংকিং খাতের সাতটি ব্যাংক থেকে ৩৬ হাজার ৮৬৫ কোটি টাকা ঋণ নিয়েছেন। শুধু জনতা ব্যাংক থেকেই তাঁর কোম্পানি ঋণ নিয়েছে ২৩ হাজার কোটি টাকার বেশি। তাঁর মালিকানার আইএফআইসি ব্যাংক থেকেই নাকি অবৈধভাবে ঋণ নিয়েছেন ১১ হাজার কোটি টাকার বেশি। এই বিপুল ঋণের অতি ক্ষুদ্র অংশই ব্যাংকে ফেরত এসেছে বা ভবিষ্যতে আসবে। এর মানে, সালমান গ্রেপ্তার হয়ে মামলা-মোকদ্দমার আসামি হওয়া সত্ত্বেও খেলাপি ঋণ হিসেবে এই হাজার হাজার কোটি টাকা চিরতরে আত্মসাৎ হয়ে যাবে বিদেশে পাচার হয়ে।

১৯৭২ সালে তাঁর বড় ভাই সোহেল এফ রহমানের সঙ্গে পার্টনারশিপে সালমান গড়ে তুলেছিল বাংলাদেশ এক্সপোর্ট ইমপোর্ট কোম্পানি বা 'বেক্সিমকো'। সালমান ও সোহেল রহমান ছিলেন পাকিস্তান আমলের রাজনীতিবিদ ফজলুর রহমানের পুত্র। তিনি ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর লিয়াকত আলি খানের মন্ত্রিসভায় শিক্ষামন্ত্রী হয়েছিলেন তাঁর বাঙালিবিরোধী রাজনৈতিক অবস্থানের জন্য। ১৯৪৮-৫২ সালে যখন পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দু করার তোড়জোড় চলেছিল, তখন ফজলুর রহমান উর্দুর পক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন। ১৯৪৮ সালে প্রথম ভাষা আন্দোলনের জনপ্রিয়তায় ভয় পেয়ে যখন তদানীন্তন সরকার বাংলাকেও অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা হবে বলে জনগণের সঙ্গে প্রতারণার খেলা শুরু করেছিল, তখন ফজলুর রহমান হঠাৎ প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে উর্দুর মতো বাংলাও আরবি হরফে ডান থেকে বামে লেখার ব্যবস্থা করলে উর্দুভাষীরা সহজে বাংলা শিখে নিতে পারবে। অত্যন্ত ঘৃণাভরে তাঁর ওই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিল পূর্ব বাংলার আন্দোলনকারী জনগণ।

শিক্ষামন্ত্রী থাকার সুবাদে ফজলুর রহমান পূর্ব বাংলা থেকে বিদেশে পাট রপ্তানির একটা লাইসেন্স বাগিয়ে নিয়েছিলেন; যার সঙ্গে পরে যুক্ত হয়েছিল একটি 'জুট বেইলিং মিল'। ষাটের দশকে পাট রপ্তানি ব্যবসা ও আমদানি ব্যবসার মাধ্যমে প্রচুর অর্থবিত্তের মালিক হয়েছিলেন তাঁর পুত্ররা। ধানমন্ডিতে একটি প্রাসাদোপম বাড়িও নির্মাণ করেছিলেন ফজলুর রহমান; যার সুবাদে শেখ কামালের বাল্যবন্ধু ও খেলার টিমমেট হয়ে উঠেছিলেন সালমান এফ রহমান। ষাটের দশকে যখন ফজলুর রহমানের মৃত্যু হয় তখন তাঁর শেষ ইচ্ছানুযায়ী তাঁকে তদানীন্তন পাকিস্তানের রাজধানী করাচিতে দাফন করা হয়।

শেখ কামালের সঙ্গে বন্ধুত্বের সূত্রেই স্বাধীনতার পর তাঁর প্রতিষ্ঠিত ক্লাব 'আবাহনী ক্রীড়া চক্রের' সবচেয়ে বড় ফাইন্যান্সিয়ারের ভূমিকা গ্রহণ করেন সালমান এফ রহমান। ৫২ বছর ধরে আবাহনী ক্লাবের মাধ্যমে দেশের ক্রীড়া জগৎকে নিয়ন্ত্রণ করে চলেছেন সালমান। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক। বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনে সালাউদ্দিনের ক্ষমতারও মূল ভিত্তি সালমান।

মজার ব্যাপার, বেক্সিমকোর বেশির ভাগ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে লোকসানি প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখানো হয় বছরের পর বছর। তা সত্ত্বেও বেক্সিমকোর কোনো প্রতিষ্ঠানেরই ব্যাংকঋণ পেতে কখনোই বেগ পেতে হয়নি চার দশক ধরে। ১৯৮৩ সালে স্বৈরাচারী এরশাদ ক্ষমতাসীন হওয়ার পর সালমানের সঙ্গে তাঁর দহরম-মহরম জনগণের আলোচনার কেন্দ্রে চলে আসে। তাঁকে একটি প্রাইভেট ব্যাংকের লাইসেন্স দেন এরশাদ। নব্বই দশকে রাজনীতিতে আসেন সালমান। 'সমৃদ্ধ বাংলাদেশ আন্দোলন' নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন এবং ১৯৯৬ সালের জুনের নির্বাচনে অংশ নেন। জামানত হারানোর পর আওয়ামী লীগে যোগ দেন। ১৯৯৬ ও ২০১০ সালের শেয়ার মার্কেট ধসের পেছনেও সালমানের ভূমিকা সর্বজনবিদিত। কিন্তু এ সম্পর্কিত তদন্ত রিপোর্টে সেই ভূমিকা প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও শাস্তি পাননি ক্ষমতাসীন মহলের আশীর্বাদে।

২০০১ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হয়ে নির্বাচন করলেও সালমান তাঁর চাচা নাজমুল হুদার কাছে হেরে যান। ২০১৪ সালের একতরফা নির্বাচনে সালমান সংসদ সদস্য হয়ে ক্ষমতার কেন্দ্রে চলে আসেন। ২০১৮ সালে 'রাতের ভোট' নির্বাচনের কিছুদিন আগে তিনি

> ২০২০ সালে একুশে টেলিভিশনের একটি টকশোতে আমি সালমানকে দেশের সবচেয়ে বড় ঋণখেলাপি অভিহিত করায় ক্ষিপ্ত হয়ে তিনি আমার বিরুদ্ধে ২০২০ সালের ২০ মার্চ একটি 'উকিল নোটিশ' পাঠিয়েছিলেন। সেখানে বলা হয়েছিল, এক সপ্তাহের মধ্যে পত্রপত্রিকায় স্টেটমেন্ট দিয়ে ক্ষমা চাইতে হবে, নইলে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

হাসিনার অত্যন্ত প্রিয়ভাজন হয়ে ওঠেন। ওই জালিয়াতিপূর্ণ নির্বাচনের পর হাসিনা সালমানকে মন্ত্রীর মর্যাদায় তাঁর বেসরকারি বিনিয়োগ ও শিল্প উপদেষ্টা বানান। বলতে গেলে ২০১৯-২৪ পর্যায়ে হাসিনার সরকারের অর্থনৈতিক নীতিনির্ধারণে সালমানই ছিলেন দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। ২০১৯ সালে আ হ ম মুস্তফা কামাল অর্থমন্ত্রী হলেও যাবতীয় অর্থনৈতিক ও ব্যবসা-সংক্রান্ত সরকারি নীতি শেখ হাসিনা গ্রহণ করতেন সালমান রহমানের পরামর্শমতো। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর থেকে শুরু করে সব রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও বোর্ডের পরিচালক নিয়োগে সালমানের সিদ্ধান্তই ছিল প্রধান নিয়ামক।

ব্যবসায়ী সমাজের নেতৃত্বদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোতে অন্তর্ভুক্ত হতে হলেও ব্যবসায়ীদের অতি অবশ্যই সালমানের আস্থা অর্জন করতে হতো। শেষের দু-তিন বছর অর্থমন্ত্রী কামালের নিষ্ক্রিয়তা দেশের আলোচনার মূল খোরাক জোগালেও ওয়াকিবহাল মহলের জানা ছিল যে আদতে দেশের অর্থনীতি পরিচালনা করছেন সালমান। অর্থনীতিও ২০২১ সালের পর ক্রমশ বিপর্যয়ের গিরিখাতে ধাবিত হতে থাকে; কিন্তু ব্যাংকঋণ লুণ্ঠন থেকে দূরে সরানো যায়নি সালমানকে। গত পাঁচ বছর দেশের যাবতীয় লোভনীয় নতুন ব্যবসায় সবার আগে চোখ পড়ত সালমানের।

২০১৯ সালে দায়িত্ব গ্রহণের পর একাদিক্রমে ছয়টি অদ্ভুত সিদ্ধান্ত নিয়ে ব্যাংকের ঋণখেলাপিদের অভূতপূর্ব সুবিধা প্রদানের যে কাণ্ড শেখ হাসিনার সরকার সৃষ্টি করেছিল, তার প্রতিটিই সালমানের নির্দেশে বাস্তবায়ন করেছিলেন অর্থমন্ত্রী কামাল। এসব সিদ্ধান্তের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ ছিল ২ শতাংশ খেলাপি ঋণ ব্যাংকে জমা দিলে দশ বছর পর্যন্ত আর ওই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ঋণখেলাপির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। এ সুবিধা ব্যবহার করে দ্রুত দেশের সব রাঘববোয়াল ঋণখেলাপি নিজেদের ঋণখেলাপির তালিকা থেকে বের করে নিয়েছেন। পত্রিকা-কলাম ও টকশোগুলোতে আমি এই নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ জানিয়ে এসেছি।

২০২০ সালে একুশে টেলিভিশনের একটি টকশোতে আমি সালমানকে দেশের সবচেয়ে বড় ঋণখেলাপি অভিহিত করায় ক্ষিপ্ত হয়ে তিনি আমার বিরুদ্ধে ২০২০ সালের ২০ মার্চ একটি 'উকিল নোটিশ' পাঠিয়েছিলেন। সেখানে বলা হয়েছিল, এক সপ্তাহের মধ্যে পত্রপত্রিকায় স্টেটমেন্ট দিয়ে ক্ষমা চাইতে হবে, নইলে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। আমিও ওই ২ শতাংশ খেলাপি ঋণ ফেরত দেওয়ার অন্যায় সুবিধার কথা উল্লেখ করে উকিল নোটিশের জবাবে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছিলাম যে তাঁর আর ঋণখেলাপির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণ নেই। গত চার বছরে এ ব্যাপারে আর কোনো পদক্ষেপ তিনি গ্রহণ করেননি। হায়, সেই প্রতাপশালী সালমানের এমন পরিণতি! অন্যরা কি সেখান থেকে শিক্ষা নেবেন?

ড. মইনুল ইসলাম: একুশে পদকপ্রাপ্ত অর্থনীতিবিদ; সাবেক সভাপতি,

গ্রেপ্তার, মামলা বা রিমান্ডে পুরোনো কৌশল কেন

এ কে এম জাকারিয়া

শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর জনরোষের ভয়ে শুধু আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনগুলোর নেতা-কর্মী বা মন্ত্রীরাই পালিয়ে যাননি, পালিয়েছেন প্রশাসনের অনেক কর্মকর্তা, বিচারপতি, পুলিশের নানা স্তরের কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী এমনকি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত কর্মকর্তারাও।

তাঁদের অনেকের বিরুদ্ধে জুলাই-আগস্টের ছাত্র-জনতার বিক্ষোভ দমনে নির্বিচার বল প্রয়োগ করে মানুষ হত্যা এবং গত ১৫ বছরে ঘটে যাওয়া গুম, খুন, মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে। এসব অভিযোগের তদন্ত হবে এবং অভিযুক্তরা শাস্তি পাবেন—নতুন সরকারের কাছে এটা সবাই আশা করে।

গত কয়েক দিনে সরকারের ঘনিষ্ঠ আলোচিত কয়েকজন গ্রেপ্তার হয়েছেন। কিন্তু এসব গ্রেপ্তারের ঘটনার সঙ্গে গত সরকারের আমলের কৌশলের মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। সাধারণ মানুষ মনে করছে, শেখ হাসিনা পালানোর দিন ৫ আগস্ট থেকেই তাঁরা আটক আছেন। কিন্তু পুলিশ সেই পুরোনো কায়দায় তাঁদের গ্রেপ্তারের গল্প প্রচার করছে।

জনরোষের ভয়ে অনেকে যে সেনাবাহিনীর কাছে আশ্রয় চেয়েছিলেন এবং সেনাবাহিনী যে আশ্রয় দিয়েছে, তা সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান নিজে নিশ্চিত করেছেন। ১৩ আগস্ট সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছিলেন, 'কারও যদি জীবন বিপন্ন হয়, ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে, অবশ্যই আমরা তাঁদের আশ্রয় দিয়েছি। তাঁদের প্রতি যদি কোনো অভিযোগ থাকে, মামলা হয়, অবশ্যই তাঁরা শাস্তির আওতায় যাবেন। কিন্তু অবশ্যই আমরা চাইব না যে বিচারবহির্ভূত কোনো কাজ হোক, হামলা হোক। তাঁদের জীবনের যে হুমকি আছে, সেটার জন্য আমরা তাঁদের আশ্রয় দিয়েছি। যে দলেরই হোক, যে মতেরই হোক, যে ধর্মের হোক, সেটা আমরা করব।'

গত সরকারের মন্ত্রী, সংসদ সদস্য ও তাঁদের সহযোগীরা কে কোথায় আছেন, তা নিয়ে জনমনে প্রশ্ন ও কৌতূহল থাকা স্বাভাবিক। সেনাপ্রধানের বক্তব্যে সেই কৌতূহল অনেকটাই দূর হয়ে যায়। কিন্তু এরপর সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হক ও ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগবিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান যে কায়দায় গ্রেপ্তার হলেন বলে ডিএমপি থেকে জানানো হলো, তা জনগণের কাছে খুব বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়নি। এরপর একই কায়দায় আরও কয়েকজন গ্রেপ্তার হয়েছেন বা গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।

এ নিয়ে গতকাল রোববার প্রথম আলোতে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে আমরা প্রশ্ন তুলেছিলাম, সাবেক মন্ত্রীসহ আলোচিতরা কোথা থেকে গ্রেপ্তার হচ্ছেন। এরপর আমরা আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) থেকে একটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তি পাই। সেখানে বলা হয়েছে, রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে প্রাণ রক্ষায় বিভিন্ন সেনানিবাসে মোট ৬২৬ জনকে আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল। এর মধ্যে ৬১৫ জন পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ায় নিজ উদ্যোগে সেনানিবাস ছেড়ে গেছেন। বিভিন্ন অভিযোগ ও মামলার কারণে চারজনকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে হস্তান্তর করা হয়েছে। আর এখনো সেনানিবাসে আছেন সাতজন।

আইএসপিআরের এই বিবৃতিতে মানুষের অনেক প্রশ্ন ও বিভ্রান্তির জবাব পাওয়া গেছে। দ্রুত বিষয়টি পরিষ্কার করায় সেনা নেতৃত্ব ও আইএসপিআরকে ধন্যবাদ জানাই।

এরই মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি, ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ অনেক মন্ত্রী, সংসদ সদস্য ও পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে হত্যাসহ বিভিন্ন অভিযোগে মামলা হচ্ছে। আইএসপিআরের বিবৃতি অনুযায়ী, আশ্রয় নেওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে ৭ জন ছাড়া বাকি ৬১৫ জন সেনানিবাস ত্যাগ করেছেন। প্রশ্ন হচ্ছে, তাঁরা এখন কোথায় আছেন? বিশেষ করে যাঁদের বিরুদ্ধে নানা গুরুতর অভিযোগ রয়েছে, তাঁদের আইনের আওতায় আনার ব্যাপারে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কী পদক্ষেপ নিচ্ছে?

এ পর্যন্ত ক্ষমতাচ্যুত সরকারের যে ছয় আলোচিত ব্যক্তি ঢাকায় গ্রেপ্তার হয়েছেন, তাঁদের গ্রেপ্তার প্রক্রিয়ার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে যে প্রশ্ন আছে, তা আগেই উল্লেখ করেছি। তাই এ ব্যাপারে স্বচ্ছতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা নিশ্চিত করার বিষয়টি জরুরি হয়ে পড়েছে। যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া মেনেই কাজটি করা উচিত, যাতে ভবিষ্যতে কোনো প্রশ্ন উঠতে না পারে। আটক বা গ্রেপ্তার নিয়ে যেন আগের মতো গল্প বানানো না হয়।

অন্যদিকে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ মন্ত্রী, সংসদ সদস্য ও পুলিশ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে যেভাবে মামলা হচ্ছে, সেগুলোর ভবিষ্যৎ কী, সেই প্রশ্নও উঠেছে। যার সন্তান, ভাই বা স্বজন নিহত হয়েছেন, তিনি আদালতের কাছে প্রতিকার চাইতে মামলা করতেই পারেন। কিন্তু কাউকে আসামি করার ক্ষেত্রে তা কতটা প্রমাণযোগ্য, তা বিবেচনার দায়িত্ব পুলিশের। যেভাবে মামলা করা হচ্ছে, তাতে আদৌ অভিযোগ প্রমাণ করা যাবে কি না, তা নিয়ে সন্দেহ আছে আইনজীবী ও আইনবিশেষজ্ঞদের মধ্যে।

দেখা যাচ্ছে গ্রেপ্তার, মামলা বা রিমান্ড—এগুলো এখনো পুরোনো কায়দাতেই হচ্ছে। বিচারপ্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর যদি একটি-দুটি মামলাও খারিজ হয়ে যায়, তবে মামলাগুলো প্রতিহিংসামূলক বা রাজনৈতিক হিসেবে বিবেচিত হওয়ার ঝুঁকিতে পড়তে পারে। পুলিশ ও আদালতের ভূমিকা এবং বিচারের প্রক্রিয়ায় যেন কোনোভাবেই পুরোনো অভ্যাসের প্রতিফলন না ঘটে, সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।

জুলাই-আগস্টের শিক্ষার্থী আন্দোলনের সময় যেসব হত্যার ঘটনাগুলো ঘটেছে এবং আওয়ামী লীগের গত ১৫ বছরের শাসনের সময় ঘটে যাওয়া গুম, খুনের অভিযোগ বা আয়নাঘরে বছরের পর বছর আটকে রাখার মতো ঘটনাগুলোর বিচার সবচেয়ে কার্যকরভাবে করার পথ কী, সেটাই এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন।

দেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে বিচারের কথা আইন উপদেষ্টার মুখে শুনেছি। এ ছাড়া আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি), জাতিসংঘের অধীনে তদন্তসহ অনেক কিছুই আলোচনায় আছে। কোন বিচারিক প্রক্রিয়ার সম্ভাব্য ফলাফল কী হতে পারে, সেই আলোচনা শুরু হয়েছে। সরকারকে এ ব্যাপারে দ্রুত নীতিগত সিদ্ধান্তে আসতে হবে।

এ কে এম জাকারিয়া: প্রথম আলোর উপসম্পাদক

সেনাবাহিনী যে কারণে সেদিন মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল

একেএম শামসুদ্দিন

৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর চারদিকে আনন্দ-উৎসব হবে, এটাই স্বাভাবিক। মানুষ রাস্তায় বেরিয়ে এসে বিজয় মিছিল করবে, স্লোগানে স্লোগানে চারদিক মুখরিত হবে, এটাই প্রত্যাশিত। রাজধানী ঢাকাসহ দেশজুড়ে হয়েছেও তাই। এরশাদবিরোধী আন্দোলন শেষেও এমনই আনন্দঘন পরিবেশ তৈরি হয়েছিল। কিন্তু এবারের আন্দোলন শেষে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় বিজয়ের উৎসবের পাশাপাশি যে নজিরবিহীন ঘটনা ঘটেছে, তা অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। ৫ আগস্ট দুপুরে শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার পর বিক্ষুব্ধ জনতা গণভবনে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। গণভবনে প্রবেশ করে তারা সরকারি আসবাবপত্র থেকে শুরু করে রান্নাঘরের তৈজসপত্র পর্যন্ত লুটপাট করে নিয়ে যায়। হাঁস-মুরগি, মাছ, বাগানের সবজিও বাদ যায়নি। ঢাকাসহ বাইরের বিভিন্ন জেলা-উপজেলায় আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের বাড়িঘর লুটপাট, অগ্নিসংযোগ করে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। ১৬ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত আন্দোলন দমনের নামে পুলিশ যে নৃশংস হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে, এর প্রতিক্রিয়ায় বিভিন্ন জেলার থানা আক্রমণের শিকার হয়েছে। একই সঙ্গে দুর্বৃত্তরা পুলিশকে হত্যা করে অস্ত্র ও গোলাবারুদ লুটপাট করে নিয়ে গেছে। অগ্নিসংযোগ করে পুলিশের গাড়ি ও থানাভবন পুড়িয়ে দিয়েছে। যদিও এরই মধ্যে পাঁচ শতাধিক অস্ত্র ও উল্লেখযোগ্যসংখ্যক গোলাবারুদ উদ্ধার করা হয়েছে। তবে এর মধ্যে যে স্পর্শকাতর বিষয়টি ঘটেছে তা হলো, দেশের কোনো কোনো স্থানে সংখ্যালঘু ও তাদের বাড়িঘর আক্রমণের শিকার হয়েছে। তাদের বাড়িঘর লুটপাট-অগ্নিসংযোগের ঘটনাও ঘটেছে। এ অনৈতিক আক্রমণের হাত থেকে মন্দিরও রেহাই পায়নি। আরও একটি বিশেষ ঘটনা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত মনে হয়েছে। বাংলাদেশের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত, বিশেষ করে মুক্তিসংগ্রামের অনেক ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। এ কাজটি সম্পূর্ণ অন্যায্য মনে হয়েছে। এসব অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা, আওয়ামী লীগের ১৫ বছর স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে অর্জিত বিজয়কে কিছুটা হলেও ম্লান করে দিয়েছে।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক শহিদ আবু সাঈদকে রংপুরে প্রকাশ্য দিবালোকে পুলিশ গুলি করে হত্যা করার পর আন্দোলন আরও বেগবান হয়। আবু সাঈদ ঘাতকদের অস্ত্রের মুখে বুক পেতে দিয়ে যে অকল্পনীয় সাহসের পরিচয় দিয়েছেন, তা খুব দ্রুত আন্দোলনকারী প্রত্যেক শিক্ষার্থীর মধ্যে সঞ্চারিত হয়। ফলে পুলিশ আন্দোলনের জোয়ার আর ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি। তারপরই দেখা গেছে, পুলিশের গুলি খেয়ে একজন রাস্তায় লুটিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আরও দশজন এগিয়ে গেছে। সম্প্রতি ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিও ক্লিপে দেখা গেছে, একজন পুলিশ কর্মকর্তা তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান কামালকে ব্রিফ করছেন। গুলি খেয়ে একজন শিক্ষার্থী মারা গেলে কিংবা আহত হলেও অন্য শিক্ষার্থীরা পিছু হটছেন না, শিক্ষার্থীদের এমন প্রবৃত্তি দেখে পুলিশ সদস্যরাও কিছুটা চিন্তিত হয়ে পড়েন। আবু সাঈদের পথ ধরেই বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকেন। পরিস্থিতির আরও অবনতি হলে সরকার আন্দোলন দমনে দেশব্যাপী কারফিউ দিয়ে সেনাবাহিনী নামিয়ে দেয়। ব্যক্তিগত যোগাযোগের সুবিধা থাকায় আমি সামরিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে জেনেছি, সেনাবাহিনী চূড়ান্তভাবে প্রয়োজন না হলে শিক্ষার্থীদের ওপর গুলি না করার সিদ্ধান্ত নিয়েই মাঠে নেমেছিল। যদিও অতি উৎসাহী কিছু কর্মকর্তা কিছুটা বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে। কিন্তু তাই বলে আন্দোলনের তীব্রতা কমে যায়নি। এ সময় বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরাও আন্দোলনে একাত্মতা ঘোষণা করেন। ধীরে ধীরে শিক্ষার্থীদের অভিভাবকসহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষ এ আন্দোলনে শামিল হতে থাকেন। ফলে কোটা সংস্কার আন্দোলন স্বৈরাচার উৎখাতের আন্দোলনে রূপ নেয়। শিক্ষার্থীরা ৯ দফা দাবি থেকে সরে এসে সরকার পতনের ১ দফা আন্দোলনের ডাক দেন। আন্দোলনের তীব্রতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের নির্বিচার গুলিবর্ষণে মৃত্যুর সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। একপর্যায়ে এ সংখ্যা দুইশত ছাড়িয়ে যায়। এমন ভয়াবহ পরিস্থিতি সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরেও বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। একটি কথা মনে রাখতে হবে, সেনাবাহিনী দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় শত্রুকে ঘায়েল করতে গুলিবর্ষণে পারদর্শী হলেও নিজ দেশের সাধারণ মানুষকে হত্যা করতে মোটেও প্রস্তুত নয়। সেনাবাহিনীকে সেভাবে প্রশিক্ষণও দেওয়া হয় না। সেনাবাহিনীর সদস্যরা কাকে গুলি করবে? যারা আন্দোলন করছেন, তারা কারা? ওরা তো আমাদের ভাই, আমাদেরই বোন। কাজেই কে কার বুকে গুলি ছুড়বে? এ নৈতিক প্রশ্নগুলো সেনাসদস্যদের মনে সব সময়ই উদিত হয়। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখানে বলা প্রয়োজন। সেনাবাহিনীতে সাধারণত একবারে মাঠ পর্যায়ে জুনিয়র কর্মকর্তারা সৈনিক নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। লেফটেন্যান্ট, ক্যাপ্টেনরা সাধারণত এ সৈনিকদের কমান্ডার হয়ে থাকেন। এবারের আন্দোলনে যেসব শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছেন, তাদের অনেক ক্লাসফ্রেন্ডই সেনাবাহিনীর লেফটেন্যান্ট ও ক্যাপ্টেন পদবিতে কর্মরত আছেন। এ কারণে জুনিয়র কর্মকর্তারা দেশের চলমান আন্দোলনকে খুব গভীরভাবেই পর্যবেক্ষণ করে আসছিলেন। আমি এমন একজন ক্যাপ্টেনকে জানি, যার ছয়জন ক্লাসফ্রেন্ডকে পুলিশ গুলি করে হত্যা করেছে। এবার বুঝুন সেই কর্মকর্তার মানসিক অবস্থা কেমন হতে পারে। এমন অনেক জুনিয়র সামরিক কর্মকর্তার বন্ধুরা এ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে। কাজেই এসব কর্মকর্তার মন ও মানসিকতা একটি ন্যায়সংগত আন্দোলনের পক্ষে থাকবে, এটাই স্বাভাবিক।

এরপরও কথা আছে; সেনাবাহিনীর সৈনিক ও তাদের পরিবারের সদস্যরা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাস করেন। ১৫ বছর ধরে আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা তাদের কর্মকাণ্ড দ্বারা দেশব্যাপী যে ভীতিকর পরিবেশ তৈরি করে ভোগের রাজনীতি করেছেন, খোঁজ নিলে জানা যাবে, তাতে দেশের অনেকেই তাদের অত্যাচারের শিকার হয়েছেন। সেনাবাহিনীর অনেক সদস্যও তাদের হাত থেকে রেহাই পাননি। নিজ পরিবার কিংবা আত্মীয়স্বজন অনেকেই কোনো না কোনোভাবে আওয়ামী লীগ কিংবা তাদের সহযোগী সংগঠন ছাত্রলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ এবং যুবলীগের সন্ত্রাসী হামলার শিকার। এতকিছুর পরও একজন কর্তৃত্ববাদী সরকারপ্রধান ও দলকে অন্যায়ভাবে টিকিয়ে রাখতে যেভাবে মানুষ হত্যা করা হয়েছে যে, এমন একটি ন্যক্কারজনক পরিস্থিতিতে সেনাবাহিনী কোনো অবস্থাতেই এ হত্যাকাণ্ডের অংশীজন হতে চায়নি।

দেশব্যাপী সেনাবাহিনী নিয়োগ করার পর আন্দোলনের পরিস্থিতি মূল্যায়ন ও ফিডব্যাক নিতে গত ৩ আগস্ট সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার সেনা সদরে বিভিন্ন স্তরের সামরিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। দেশের অন্যান্য ফরমেশনের কর্মকর্তারাও ভার্চুয়ালি ওই মতবিনিময় সভায় যুক্ত ছিলেন। মতবিনিময়কালে অনেকেই এ আন্দোলন দমনে যে কোনো নেতিবাচক ভূমিকা সেনাবাহিনীর জন্য বদনাম বয়ে আনবে বলে মতপ্রকাশ করেন। সেনাপ্রধান সামরিক কর্মকর্তাদের মনোভাবের কথা উপলব্ধি করে সিদ্ধান্ত নেন, যে কোনো উসকানিতেও সেনাবাহিনী আন্দোলনকারীদের ওপর গুলিবর্ষণ করবে না। শুধু তাই নয়, শিক্ষার্থীদের মিছিলকে সেনাসদস্যরা কোনো ধরনের প্রতিহত কিংবা বাধা দেবে না। মিছিল চলাকালে সেনাসদস্যরা বরং সরে গিয়ে জায়গা করে দেবে। এ খবর যখন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, তখন আন্দোলনের মোড়ই ঘুরে যায়। খুব দ্রুত পট পরিবর্তন হতে থাকে। এছাড়া ৪ আগস্ট আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে রাওয়া ক্লাবে। সেদিন সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের প্রতি একযোগে সংহতি প্রকাশ করেন। এ খবর দ্রুত দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। এটিও সেদিন সেনাবাহিনীতে কর্মরত সব শ্রেণির সদস্যদের কাছে দেশ ও জনগণের পাশে দাঁড়ানোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ বার্তা বহন করেছিল। বিক্ষোভকারীদের ওপর সেনাবাহিনী গুলি করবে না, শেখ হাসিনা এ সিদ্ধান্তে খুশি হতে পারেননি। তিনি চেয়েছিলেন, পুলিশের পাশাপাশি সেনাসদস্যরাও আন্দোলন দমনে যা কিছু প্রয়োজন, তাই করবে। তাতে আরও বেশি রক্তপাত হতো; এ কথা বিবেচনা করে সেনাপ্রধান শেখ হাসিনার সঙ্গে দেখা করে তাদের অপারগতার কথা জানিয়ে দেন। এভাবেই সেনাবাহিনী সেদিন শেখ হাসিনা ও তার সরকারের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল।

এ প্রসঙ্গে নব্বইয়ে এরশাদবিরোধী আন্দোলনে সেনাবাহিনীর ভূমিকার কথা মনে পড়ে গেল। তখন আমি সেনাবাহিনীতে একজন মধ্যম সারির কর্মকর্তা ছিলাম। এরশাদবিরোধী আন্দোলনে চারদিক যখন উত্তাল, এমন পরিস্থিতিতে ১৯৯০ সালের ২ ডিসেম্বর তৎকালীন সেনাপ্রধান জেনারেল নূরউদ্দীন খান সেনাসদরের অফিসারদের নিয়ে এক জরুরি বৈঠকে বসেন। বৈঠকে সর্বস্তরের কর্মকর্তাদের পক্ষ থেকে সেনাপ্রধানকে জানানো হয়, 'স্যার, সেনাবাহিনীকে যেন কারও ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যবহার করা না হয়। সেনাবাহিনীর সঠিক ও ইতিবাচক সিদ্ধান্তের ওপর এ দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। সমগ্র জাতি সেনাবাহিনীর ভূমিকা ও সিদ্ধান্তের দিকে তাকিয়ে আছে। আপনি সেনাবাহিনীর একজন জ্যেষ্ঠ অফিসার, আমরাও আপনার সিদ্ধান্তের দিকে তাকিয়ে আছি।' জেনারেল নূরউদ্দীন কর্মকর্তাদের মনোভাব বুঝতে পেরে এ ব্যাপারে তার নৈতিক সমর্থন রয়েছে জানিয়ে সেভাবেই তিনি সিদ্ধান্ত নেবেন বলে সবাইকে আশ্বাস দিয়েছিলেন। এ ছাড়া মাঠ পর্যায়ে সামরিক কর্মকর্তারাও সেদিন আন্দোলনকারীদের ওপর গুলি করতে অস্বীকার করেছিলেন। তারই ধারাবাহিকতায় শেষ পর্যন্ত এরশাদের পতন ঘটেছিল। এবার কোটা সংস্কারের দাবি নিয়ে এ আন্দোলন শুরু হলেও সরকারের অতিরিক্ত বাড়াবাড়ির জন্য তা গণ-অভ্যুত্থানে রূপ নেয়। তবে আন্দোলন দুটো ভিন্ন সময়ে হলেও সেনাবাহিনীর অবস্থানের কোনো পরিবর্তন হয়নি। ১৯৯০ সালে সেনাবাহিনী যেভাবে জনগণের পাশে দাঁড়িয়েছিল, ৩৪ বছর পর জেনারেল ওয়াকারও সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রমাণ করে দিলেন, এ বাহিনী বাংলাদেশের জনগণের সেনাবাহিনী।

শেখ হাসিনা ভারতে আশ্রয় নিয়ে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে থেকেও বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করার লক্ষ্যে রাজনৈতিক বিবৃতি দিয়ে দলীয় কর্মীদের উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। শেখ হাসিনার এমন কর্মকাণ্ডে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা ইতোমধ্যে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তিনি ঢাকায় ভারতের হাইকমিশনারকে সুস্পষ্ট জানিয়ে দেন, ভারত ভূখণ্ডে বসে শেখ হাসিনা যেসব বিবৃতি দিচ্ছেন, তা দুই নিকট প্রতিবেশী দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের অন্তরায়। এটি দুদেশের সুসম্পর্কের জন্য সহায়কও নয়। ওদিকে হিন্দু সম্প্রদায়ের বসতবাড়ি ও মন্দিরে ভাঙচুর নিয়ে ভারতীয় গণমাধ্যম অতিরঞ্জিত খবর প্রচার করে আন্দোলনের অর্জনকে প্রশ্নবিদ্ধ করার চেষ্টা করেছে। যদিও তাদের সে প্রচারণা পরে ভুল প্রমাণিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম বিবিসি তাদের এক অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে ভারতীয় গণমাধ্যমের হিন্দুদের অত্যাচারের ওপর প্রচারিত বিভিন্ন পোস্ট ভুয়া বলে উল্লেখ করেছে। ১৬ আগস্ট প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে টেলিফোন করে হিন্দুদের নিরাপত্তা নিশ্চিতের আশ্বাস দিয়েছেন। আমরা আশা করি, ভারত পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের জনগণের মনোভাব উপলব্ধি করে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেবে। তাদেরও বুঝতে হবে, এখন আর আগের অবস্থা নেই। ভারতকে আগের মতো শুধু সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক না করে বাংলাদেশের জনগণের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়ন করতে হবে। বাংলাদেশের জনগণ গণতন্ত্রমনা। গণতন্ত্রের জন্যই লড়াই করে দেশকে স্বাধীন করেছে। এ দেশের মানুষ নিজেদের স্বার্থ ভালো করেই বোঝে এবং তা রক্ষা করেই ভারতের প্রতি সৌহার্দের হাত বাড়িয়ে দেবে। ভারতকেও সমভাবে বাংলাদেশের শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে।

একেএম শামসুদ্দিন : অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা

বাংলাদেশের পথ ধরে পাকিস্তানেও গণঅভ্যুত্থান!

আব্দুল বাসিত

বাংলাদেশে গণঅভ্যুত্থান সফল হয়েছে। এরপর কি পাকিস্তান? পাকিস্তান যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, নিরাপত্তাসহ বহু সংকটের মুখোমুখি, এর পরিণামে সেখানে 'বর্ষা বিপ্লব' হবে কী? গত ৫ আগস্ট বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদত্যাগ করে ভারতে পালিয়েছেন।

২০২২ সালের এপ্রিলে প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর পাকিস্তানে রাষ্ট্র ও সমাজের ব্যবধান উদ্বেগজনকভাবে বেড়েছে। এর কারণ দেশের ভেঙে পড়া অর্থনীতি ও ধ্বংসপ্রাপ্ত শাসন ব্যবস্থা। জনসাধারণ ক্ষুব্ধ; কারণ দু'মুঠো খাবারের সংস্থান করতে তাদের সংগ্রাম করতে হচ্ছে।

বর্তমানে পাকিস্তান দক্ষিণ এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ। দেশটিতে মুদ্রাস্ফীতির হার সবচেয়ে বেশি। এখানে ১ কোটি ২৫ লাখ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে এবং আরও সাড়ে ৯ কোটি মানুষ দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করছে। পাকিস্তান অর্থনৈতিক সমীক্ষা অনুসারে, প্রায় ৪৫ লাখ যুবক এখানে বেকার। এদেশে বেকারত্বের হার ১১ শতাংশ, যা দক্ষিণ এশিয়ায় সবচেয়ে বেশি। গত দুই বছরে উন্নত কর্মসংস্থানের সুযোগ ও জীবনমানের জন্য ১৬ লাখ পাকিস্তানি দেশে ছেড়ে মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপে পাড়ি জমিয়েছে।

তাছাড়া আফগানিস্তান ও ইরানের সঙ্গে পাকিস্তান সীমান্তে বেড়া দেওয়া এবং ইন্টারনেট ফায়ারওয়াল স্থাপনের ফলে অনানুষ্ঠানিক ও ফ্রিল্যান্স খাতে চাকরিহীন তরুণের সংখ্যা আরও বাড়বে। অশান্ত খাইবার পাখতুনখোয়া ও বেলুচিস্তানে পশতুন তাহাফুজ আন্দোলনের মঞ্জুর পশতিন ও বালুচ ইয়াকজেহতি কমিটির মাহরং বালুচের মতো মিলেনিয়াল তথা ১৯৯০ থেকে ২০০০ সালের মধ্যে জন্ম নেওয়া বিক্ষুব্ধ তরুণদের স্বপ্ন ধারণ করেছে, যারা রাজ্যের নৃশংসতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ চালিয়ে যাচ্ছে। তাহলে পাকিস্তানে জেন-জি বিপ্লব কি ঘটতে যাচ্ছে? পুরোপুরি নিশ্চিত নয়। বাংলাদেশের পরিস্থিতির সঙ্গে কিছুটা মিলে গেলেও নিচের চার কারণে পাকিস্তানে বিপ্লবের সম্ভাবনা ক্ষীণ।

প্রথমত, কিছু লোক মনে করে, পাকিস্তান একটি আগুনের বাকসের মতো; যার শিখা বাংলাদেশের মতো দেশজুড়ে প্রতিবাদের আগুন জ্বালিয়ে দেবে। যাই হোক, বাংলাদেশের সমধর্মী ধারা আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও ক্ষোভকে একটি জাতীয় আন্দোলনে রূপ দিয়েছে। অন্যদিকে, পাকিস্তানের জাতিগত ভিন্নতা ও খণ্ডিত রাজনৈতিক দৃশ্যপট দেশব্যাপী বিদ্রোহকে দুর্বল করে দেয়। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ টানা ১৫ বছর দেশ শাসন করেছে। টানা চারবার হাসিনা জয় ছিনিয়ে নিয়েছেন। একই সময় পাকিস্তানে তিনটি ভিন্ন দল শাসন করেছে। গত দুই দশকে পাকিস্তানে কোনো সরকারই পরপর দুটি নির্বাচনে জয়ী হয়নি। বরং বিভক্ত জনগণের সিদ্ধান্ত ও নড়বড়ে সংসদের কারণে জোট সরকারই পাকিস্তান শাসন করেছে। আদতে সাবেক গুপ্তচর প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) ফয়েজ হামিদের সহায়তায় পাকিস্তানকে কথিত একদলীয় শাসনের দিকে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল। তাতে ২০২২ সালের এপ্রিলে সংসদের অনাস্থা ভোটে ইমরান খানের ক্ষমতাচ্যুতের ঘটনার সূচনা ঘটে। পাকিস্তান যদি কখনও কোনো বিপ্লবের সন্নিকটে আসে, তা ছিল গত বছরের ৯ মে; যাকে সামরিক বাহিনী নির্মমভাবে চূর্ণ করে দিয়েছিল। এই সময়ে ৯ মের পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা খুবই কম।

তৃতীয়ত, হাসিনা বিরোধীদের জেলে বন্দি করেছিলেন এবং শক্ত হাতে একচ্ছত্রভাবে দেশ শাসন করেছিলেন। অন্যদিকে, পাকিস্তানের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো বর্তমানে থিতু রয়েছে। তাই জটিল রাজনৈতিক মতপার্থক্য, অমীমাংসিত নির্বাচনী বিরোধ ও সিংহাসন দখলের অসীম খেলা সত্ত্বেও পাকিস্তানের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো বিদ্যমান ব্যবস্থায় কাজ চালিয়ে যাচ্ছে এবং আইনি ও রাজনৈতিক উপায়ে সমাধান খুঁজছে।

অবশেষে পাকিস্তানকে বাংলাদেশ থেকে আলাদা করে তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চলক হলো দেশটির শক্তিশালী সামরিক ব্যবস্থা। বাংলাদেশের সামরিক বাহিনী সমর্থন প্রত্যাহার করে নিয়ে ঢাকাগামী জেন-জি বিক্ষোভকারীদের ওপর গুলি চালাতে অস্বীকার করলে হাসিনার শাসন তাসের ঘরের মতো ধসে পড়ে। তার বিপরীতে পাকিস্তানি সামরিক সংস্থা পিএমএলএনের নেতৃত্বাধীন জোট সরকারের শক্ত সমর্থক। হুসেইন হাক্কানির মতে, 'একটি বেসামরিক মুখোশে একটি সামরিক শাসন।'

আব্দুল বাসিত: দক্ষিণ এশিয়ায় সশস্ত্র ও অভ্যুত্থানবিষয়ক লেখক; ডিপ্লোম্যাট থেকে ভাষান্তর ইফতেখারুল ইসলাম

শেখ হাসিনা কারো কথা শুনতেন না

আপনার কাছ থেকেই প্রথম শুনলাম।' তখন টুকুকে সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয়, 'আপনি যখন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ছিলেন তখন অপনার ভাই এবং আপনার ছেলে সরাসরি টাকা নিয়েছেন। অন্য একজন ব্যক্তির কাছ থেকে আপনি নিজে সরাসরি টাকা নিয়েছেন।'

অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, আমি সব সময় আল্লাহর কাছে চেয়েছি, আমি যেন সংসদে যেতে পারি। আমার বয়স যখন ২৫ বছর তখন থেকেই এটা চাচ্ছিলাম। কিন্তু ৬০ বছর বয়সে আল্লাহ কবুল করেছেন। আমি মন্ত্রিত্ব চাইনি। জামায়াতের তৎকালীন আমির মতিউর রহমান নিজামীকে হারানোর কারণে ২০০৯ সালে শেখ হাসিনা নিজেই আমাকে মন্ত্রী হওয়ার অফার করেন।

প্রথমে আমাকে বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী করা হয়। এর ৬ মাস পর স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী করার প্রস্তাব দেওয়া হলে আমি ওই দায়িত্ব নিতে চাইনি। তখন প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমি বাংলার ছাত্রী হয়ে পুরো দেশ চালাচ্ছি। আর তুমি ম্যানেজমেন্টের ছাত্র হয়ে একটি মন্ত্রণালয় চালাতে পারবে না? তুমি দায়িত্ব নাও। সমস্যা হলে আমাকে বলবে। আমি সব সমস্যার সমাধান দেব।

সালমান এফ রহমান ডিবিকে বলেন, আন্দোলনের সময় আমি সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বলেছি, দেশের মানুষ আমাদের ওপর খেপে যাচ্ছেন। তিনি পাত্তা দেননি। ছাত্র অন্দোলন যখন তুঙ্গে তখন শেখ হাসিনা আমাকে প্রশ্ন করেন, 'পুলিশ এতো ভালো কাজ করছে। সেনাবাহিনী কেন পারছে না। এ সময় আমি বিষয়টি নিয়ে সেনাপ্রধানের সঙ্গে কথা বলার পরামর্শ দেই।'

সালমান এফ রহমানকে ডিবি কর্মকর্তারা বলেন, 'মামলা তো মাত্র শুরু। কতগুলো মামলা হবে তা আমরাও জানি না। আপনাকে শুধু আদালতে যেতে হবে আর ডিবিতে আসতে হবে। এ সময় সালমান এফ রহমান বলেন, ওয়ান-ইলেভেনের সময় ২ বছর জেল খেটেছি। সুতরাং সমস্যা হবে না। তিনি বলেন, আমাকে জেলে রাখলে দেশের ক্ষতি হবে। কারণ আমার নানা প্রতিষ্ঠানে অনেক কর্মী আছে। তারা বেতন পাবে না। ব্যাংক থেকে যেসব টাকা ঋণ নিয়েছি সেগুলো পরিশোধ হবে না। তখন ডিবি কর্মকর্তা হেসে বলেন, 'আপনারা ১৫ বছরে দেশটি খেয়ে ফেলেছেন। আর এখন আপনাকে ছেড়ে দেব-সেটা ভাবার কারণ নেই।'

সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হককে প্রশ্ন করা হয়, আপনি তো ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট বানিয়েছেন, এতে লাভ কী হয়েছে? উত্তরে তিনি বলেন, 'এটা আমি বানাইনি। এটা তো তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনে।'

এ সময় ডিবি কর্মকর্তা বলেন, 'যে মন্ত্রণালয়ই আইন তৈরি করুক না কেন সেটা ভেটিংয়ের জন্য তো অবশ্যই আইন মন্ত্রণালয়ে গেছে। তখন আপনি ভূমিকা নিলেন না কেন? উপরন্তু বিতর্কিত আইনের পক্ষে মতামত দিয়েছেন। আর ওই আইনের মাধ্যমে অনেক সাংবাদিক ও পুলিশ কর্মকর্তাকে হয়রানি-নির্যাতন করা হয়েছে।'

এ সময় চুপ হয়ে যান সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হক। ডিবির এক প্রশ্নের জবাবে আনিসুল হক বলেন, শিক্ষার্থীদের দাবি তো মেনে নিয়েছিলাম। তারা যে এত দ্রুত সরকার পতনের একদফা আন্দোলনে যাবে তা বুঝতে পারিনি। তখন ডিবি কর্মকর্তা বলেন, কেঁচো খুঁড়ে সাপ বের করে আনার একটি বদভ্যাস আপনাদের আছে। সে কারণেই আজ এই অবস্থা। তাকে প্রশ্ন করা হয়, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা আপনারা কেন বাতিল করলেন? জবাবে আনিসুল হক বলেন, আদালত স্বাধীন। এ সংক্রান্ত রায় আদালত থেকে এসেছে। সরকার শুধু বাস্তবায়ন করেছে।

এ সময় তদন্ত কর্মকর্তা বলেন, 'আদালত তো বলেছিলেন, সরকার চাইলে আরও দুই টার্ম তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা রাখতে পারে। আপনারা কেন সেটা রাখলেন না? ২০১৮ সালে যখন কোটা সংস্কার আন্দোলন হয়, তখন ছাত্ররা সব কোটা বাতিল চায়নি। তারা সংস্কার চেয়েছে। কিন্তু আপনারা কোটা বাতিল করে দিলেন কেন? জবাবে আইনমন্ত্রী বলেন, এসব হয়েছে শুধু প্রধানমন্ত্রীর রাগ এবং একগুঁয়েমির কারণে। ডিবি কর্মকর্তার প্রশ্ন ছিল, 'প্রধানমন্ত্রী যেহেতু রাগ করে কোটা বাতিল করেছেন, তাই তিনি প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তার শপথ ভঙ্গ করেছেন। এটা দেখিয়েই তো আপনি আইনমন্ত্রী হিসাবে পদত্যাগ করতে পারতেন?'

এ সময় আনিসুল হক বলেন, 'শেখ হাসিনার বাইরে যাওয়ার কোনো সুযোগ ছিল না। আপনারা যেমন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশ মানতে বাধ্য, আমরা তেমন শেখ হাসিনার আদেশ মানতে বাধ্য ছিলাম।' তখন ডিবি কর্মকর্তা বলেন, 'আমরা ঊর্ধ্বতনের অন্যায় আদেশ মানতে বাধ্য না। আর অন্যায় আদেশ মানিনি বলেই দীর্ঘদিন পদোন্নতি হয়নি। পোস্টিং দেওয়া হয়েছিল খারাপ জায়গায়। আপনারাও তো অন্যায় আদেশ না মানার দৃষ্টান্ত দেখাতে পারতেন।'

ডিবি হেফাজতে রিমান্ডে থাকা আসামি সাবেক তথ্য ও প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, সরকার পতনের একদফা অন্দোলনের শেষ পর্যায়ে ৪ আগস্ট গণভবনে আওয়ামী লীগ এবং এর অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। সেখানে আমি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বলেছি, প্রয়োজনে আমাকে বলি দিন। তারপর শিক্ষার্থীদের অন্দোলন বন্ধ করুন। তাদের চোখের ভাষা, মনের ভাষা বোঝার চেষ্টা করেন। এ সময় সড়ক পরিবহণ ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের আমাকে তেড়ে মারতে আসেন। তখন আমি সাহসী হয়ে গেলাম। প্রধানমন্ত্রীকে বললাম, আপনি স্টেপ ডাউন করুন।

আওয়ামী লীগকে মানুষ ঘৃণা করছে, থুতু দিচ্ছে। এরপর আমাকে গণভবন থেকে বের করে দেওয়া হয়। পলক ডিবিকে জানান, স্মার্ট বাংলাদেশে গঠনে টেন মিনিট স্কুলের সঙ্গে ৫ বছর মেয়াদি সরকারের যে ৫০০ কোটি টাকার চুক্তি ছিল সেটা আমি বাতিল করতে চাইনি। সাবেক শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল জোর করে ওই চুক্তি বাতিল করায়।

কারণ, ওই স্কুলের অন্যতম কর্ণধার আইমান সাদিক অন্দোলনকারী ছাত্রদের পক্ষে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়েছিলেন। তারা তাদের ফেসবুক প্রোফাইল লাল করেছিলেন। ডিবির জিজ্ঞাসাবাদে পলক বলেন, আমি প্রধানমন্ত্রীকে বাস্তবতা মেনে নেওয়ার অনুরোধ জানালেও তিনি মানতে রাজি হচ্ছিলেন না। এ সময় সংশ্লিষ্ট ডিবি কর্মকর্তা তাকে প্রশ্ন করেন, 'আপনি যদি সত্যিই দেশের স্থিতিশীলতা চাইতেন তাহলে দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করলেন না কেন?' তখন চুপ থাকেন পলক।

গ্রেফতাররা জানিয়েছেন, দেশে অরাজকতা সৃষ্টির পেছনে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একাই দায়ী। কারণ তিনি আমাদের কারও কথা শুনতেন না। এ সময় ডিবি কর্মকর্তা পালটা প্রশ্ন ছুড়ে বলেন, 'আপনারা যারা উপদেষ্টা, মন্ত্রিপরিষদ সদস্য ও নেতা ছিলেন তারা শেখ হাসিনাকে বোঝাতে পারেননি। আপনারা যদি সবাই শেখ হাসিনাকে সঠিক বার্তা দিতেন তাহলে তিনি নিশ্চয়ই বুঝতেন। তারপরও আপনাদের কথা না শুনলে আপনারা কয়েকজন পদত্যাগ করতেন।'

এ সময় তারা ডিবি কর্মকর্তাদের বলেন, 'আপনারা জানেন না শেখ হাসিনা কত বড় একরোখা মানুষ।' তখন ডিবির প্রশ্ন-'আপনারা নিজেদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারেননি। নিজেদের বিবেকের কাছ কী দায় এড়াতে পারবেন? এ সময় তারা না-সূচক জবাব দেন।'

রিমান্ডে থাকা ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টারের (এনটিএমসি) মহাপরিচালক মেজর জেনারেল (অব.) জিয়াউল আহসানকে ডিবির প্রশ্ন ছিল, '২০১৩ সালে আপানি র‍্যাবের ইন্টেলিজেন্স শাখার প্রধান ছিলেন তখন শাপলা চত্বরে এতগুলো মানুষ মারার প্রয়োজন কী ছিল?'

জবাবে বলেন, 'তৎকালীন আইজি, র‍্যাব ডিজি এবং পুলিশ কমিশনার আমাকে বিশেষ দায়িত্ব দিয়েছিলেন। আমি চেষ্টা করেছি, যে কোনো মূল্যে শাপলা চত্বর ফাঁকা করার। আমরা ফাঁকা গুলি করেছি। তবে সেখানে কোনো লোক মারা যায়নি।'

লোক না মারা যায় তাহলে নারায়ণগঞ্জে লাশ পাওয়া গেলে কেন? ডিবির এমন প্রশ্নের জবাবে জিয়া বলেন, সেগুলো নারায়ণগঞ্জে মারা গেছেন। নারায়ণগঞ্জের সাত খুনের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে তিনি বলেন, ওই ঘটনায় সাবেক মন্ত্রী মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়ার মেয়ের জামাই এমদাদ জড়িত। 'সেভেন মার্ডারের পর সেখানে আরও দুটি খুন হয়েছে। ওই দুটি খুন আপনি নিজে করেছেন, এমন প্রশ্নের জবাবে জিয়া বলেন, 'কী বলেন? আমি এসবের কিছুই জানি না। প্রধানমন্ত্রীকে আমি বিভিন্ন সময়ে নানা বিষয়ে সতর্ক করেছি।'

'আয়নাঘর' বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে বলেন, ওটা আমার বিষয় না। গ্রেফতারের আগে ৮ দিন আমাকেও সেখানে অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থায় রাখা হয়। এর কারণ হলো-আয়নাঘরের কারিগরদের কাছে যেসব সরঞ্জামাদি ছিল এনটিএমপি প্রতিষ্ঠার পরপর সেগুলো কিছু আমি নিয়ে আসি। এ কারণে তারা আমার প্রতি ক্ষুব্ধ ছিল।

মানুষের কল রেকর্ডের বিষয়ে জিয়াউল আহসান বলেন, সবার মোবাইল ফোন রেকর্ড করা হয়নি। তাকে প্রশ্ন করা হয়, 'বিএনপি নেতা ইলিয়াস আলীকে কেন গুম করেছেন? ফার্মগেট থেকে জাতীয় পার্টির এক নেতাকে তুলে এনে কেন হত্যা করছেন?'

ইলিয়াস আলীর বিষয়ে জিয়ার কাছে সুনির্দিষ্টভাবে প্রশ্ন ছিল, 'ইলিয়াস আলীর স্ত্রী তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর কাছে যাওয়ার পর তিনি আপনাকে ফোনে বলেছিলেন, ইলিয়াসকে ছেড়ে দাও। আপনি ওই সময় বলেন, 'ইলিয়াস আলীকে কিছুক্ষণ আগে শেষ করে দেওয়া হয়েছে।' এ সময় জিয়া কোনো মন্তব্য করেননি।

ভারতে পালিয়ে গ্রেপ্তার আতঙ্কে

আনন্দবাজার।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের মেহেরপুর জেলার কাশারীবাজার থেকে একজন এমপি ফোন করেন পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী কাথুলিবাজার এলাকার একটি বাড়িতে। দেশের অস্থিতিশীল পরিস্থিতিতে স্ত্রী ও চার সন্তানকে নিয়ে কিছু দিনের জন্য দেশ ছেড়ে ভারতে 'নিরাপদ আশ্রয়' চান তিনি। ফোন করার কিছুক্ষণ পর কাথুলিবাজার থেকে ফোন আসে নদিয়ার করিমপুর-২ ব্লকের রাউতবাটি গ্রামে। এতে ফোনের দুই প্রান্তের ব্যক্তির মাঝে প্রায় পাঁচ মিনিট আলোচনা হয়। যিনি আশ্রয় চাইছেন তার 'প্রোফাইল', রাজনৈতিক ঝুঁকি, আর্থিক সক্ষমতা-সহ বিভিন্ন বিষয় সংক্ষেপে জেনে নিয়ে ওই এমপিকে সীমান্ত পার করে ভারতে প্রবেশ করানোর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়।

এসময় জানিয়ে দেওয়া হয় ভারতে আসার জন্য ওই এমপির পরিবারের সদস্যদের মাথাপিছু খরচ পড়বে ভারতীয় মুদ্রায় এক লাখ করে টাকা। এছাড়া যতদিন 'নিরাপদ আশ্রয়ে' থাকবেন, ততদিন ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) এবং পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের নজর এড়িয়ে থাকার জন্য মাসিক ১০ লাখ টাকা গুনতে হবে! টাকার অংক নিয়ে দর কষাকষির পর ঠিক হয় সীমান্ত পার করানোর বিনিময়ে প্রত্যেকের মাথাপিছু ৭০ হাজার টাকা পরিশোধ করতে হবে। আর আশ্রয়ের জন্য দিতে হবে মাসিক ৫ লাখ টাকা।

পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত লাগোয়া এলাকার এই সিন্ডিকেট চক্রের প্রস্তাবে রাজি হয়ে যান বাংলাদেশের ওই এমপি। পরে গত সোমবার রাতে মেহেরপুর সদর থেকে পরিবারকে নিয়ে সীমান্তের দিকে রওনা দেন তিনি। সেখানে বাংলাদেশের একটি গ্রামে একদিন অপেক্ষার পর চুক্তির টাকা পরিশোধ করে কাথুলি ও কুলবেড়িয়া হয়ে উন্মুক্ত সীমান্ত দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের একটি গ্রামে গিয়ে পৌঁছান ওই এমপি ও তার পরিবার। বাংলাদেশের মইনুদ্দিন (নাম পরিবর্তিত) এবং পশ্চিমবঙ্গের দেবাংশু (নাম পরিবর্তিত) মিলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে চাঞ্চল্যকর এই 'অপারেশন' সফল করেন। আনন্দবাজার লিখেছে, দেশের চলমান পরিস্থিতিতে এমন অবৈধ উপায়েই বাংলাদেশের প্রভাবশালীরা ভারতে পাড়ি জমাচ্ছেন। তাদের নিরাপদে পৌঁছে দিতে কাজ করছে একাধিক চক্র। চক্রের সদস্যরা সীমান্ত পারাপারের বিনিময়ে বাংলাদেশিদের কাছ থেকে বিভিন্ন অংকের অর্থ নিচ্ছেন। কেউ মাথাপিছু লাখ টাকা নিচ্ছেন, তো কেউ ৫০ হাজার। আর এই চক্রের বিষয়ে ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফও অবগত রয়েছে। ইতোমধ্যে এই চক্রের সাথে জড়িত কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করেছে বিএসএফ।

পশ্চিমবঙ্গের এই বাংলা দৈনিক বলছে, বাংলাদেশের অস্থিতিশীল পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে তৈরি হয়েছে অবৈধভাবে সীমান্ত পারাপারের নতুন 'সিন্ডিকেট'। পারাপার ও আশ্রয়ের জন্য কেউ খরচ করছেন ২ হাজার টাকা (তারা বেশিদিন থাকছেন না), কাউকে দিতে হচ্ছে ২ লাখ টাকা (বেশিদিন থাকার জন্য)। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আর্থিক সঙ্গতি এবং সামাজিক পরিচিতি বুঝেই টাকার পরিমাণ নির্ধারণ করেন চক্রের সদস্যরা।

কাথুলিবাজার এলাকায় ব্যবসা করেন শেখ নাজিম (নাম পরিবর্তিত)। আনন্দবাজারকে তিনি বলেন, আমরা এ সব এলাকা হাতের তালুর মতো চিনি। কোথায় কাঁটাতার আছে, কোথায় নেই, সব মুখস্থ। কোথায় পাচারকারী কাঁটাতার কেটে রেখেছে, সেটাও জানি।

তার কথায়, এই বর্ষায় ভৈরব নদী টইটম্বুর। নদী পুরো খোলা। বাংলাদেশ থেকে যারা ভারতে যেতে চাইছেন, তাদেরকে পরিচিত ও আত্মীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে শুধু সীমান্ত পার করিয়ে দিচ্ছি আমরা। বাকি দায়িত্ব তাদের।

সীমান্ত পারাপার ও ভারতে প্রবেশের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য কী পরিমাণ অর্থ নেওয়া হচ্ছে জানতে চাইলে নাজিম বলেন, ঝুঁকি দু'পক্ষেরই রয়েছে। তাই টাকার ভাগাভাগিও সমান সমান।

পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তের বাসিন্দা ও পাচারচক্রের সদস্য দেবাংশু বললেন, কাঁটাতার পার হয়ে আমাদের চাষের জমি আছে। রোজ যাতায়াত করি। ওদিক থেকে বেশ কয়েকজন পরিচিত, আত্মীয়-স্বজনেরা ভারতে আসার জন্য মোটা টাকা দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল। আমরা শুধু পার করে এখানে নিয়ে এসেছি। রাখার দায়িত্ব আমাদের নয়। সেটা দেখে অন্য লোক।

বিএসএফ ও পুলিশের নজর এড়ানোর বিষয়ে দেবাংশু বলেন, বিএসএফ এখন খুব সজাগ। সেটা ঠিক। তবে গ্রামে আমাদের সকলের সঙ্গে সুসম্পর্ক। তাই কাউকে আশ্রয় দিয়েছি জানলে কেউ মুখ খুলবে না। কিন্তু কাজটা তো অনৈতিক? এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ''বাংলাদেশ থেকে যারা আসছেন, তারা তো সত্যিই বিপদে পড়েছেন। বিপদে মানুষকে আশ্রয় দেওয়া তো মানুষেরই কর্তব্য!

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের 'ঘনিষ্ঠ' বা সমর্থকরা এখন বাংলাদেশে আন্দোলনকারী ও আইনশৃঙ্খলাবাহিনীর নজরে রয়েছেন। শেখ হাসিনার আমলের অনেক প্রভাবশালীর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানাও জারি হয়েছে। সীমান্ত এলাকায় লুক-আউট নোটিশ দিয়েছে বাংলাদেশের প্রশাসন। রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত নন, এমন মানুষজনের ক্ষেত্রেও জরুরি প্রয়োজন ছাড়া দেশ ছাড়ার অনুমতি দিচ্ছে না বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার।

তবে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী বিভিন্ন গ্রামে এই 'হঠাৎ অতিথিদের' নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করেছেন সেখানকার স্থানীয় বাসিন্দারা। যদিও ভয়ে কেউ মুখ খুলতে চাইছেন না। 'নতুন পন্থায়' অবৈধ অনুপ্রবেশ নিয়ে বিএসএফ-ও উদ্বিগ্ন। সিন্ডিকেট চক্রের উপস্থিতি টের পেয়ে টহলদারি বেড়েছে সীমান্তবর্তী এলাকায়।

বিএসএফ দক্ষিণবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের ডিআইজি একে আর্য বলেন, প্রতিবেশি দেশের অশান্ত পরিস্থিতিতে সীমান্ত এলাকায় টহল কয়েক গুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সীমান্তবর্তী গ্রামগুলোর বাসিন্দাদের সঙ্গে জনসংযোগ বৃদ্ধি করেছি আমরা। অনুপ্রবেশের সব রকম খবর রাখার চেষ্টা করছে বিএসএফ। কয়েকটি অবৈধ অনুপ্রবেশ আটকেও দিয়েছেন জওয়ানরা। গ্রেপ্তার হয়েছেন বেশ কয়েকজন। তবে সীমান্ত এলাকায় এই মুহূর্তে কোনও উত্তেজনাকর পরিস্থিতির খবর নেই।

অবৈধ অনুপ্রবেশ আটকাতে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) কতটা সক্রিয়? বিজিবির উপ-মহাপরিচালক (যোগাযোগ) কর্নেল শফিউল আলম পারভেজ আনন্দবাজার অনলাইনকে বলেন, যারা রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহার করে বেআইনি এবং অন্যায় কাজ করছেন, তাদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

তার দাবি, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অভিযুক্তরা বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নিচ্ছেন। বাংলাদেশে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা যাতে কোনোভাবে ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয় না পায়, তার জন্য আমরা ভারত সরকারকে অনুরোধ জানাব। আনন্দবাজারের প্রতিবেদন

৭ দিনে ইংলিশ চ্যানেলে

তথ্য অনুযায়ী, মোট ২১টি নৌকায় অভিবাসীরা সাত দিনে ইংল্যান্ডে পৌঁছেছেন। জুলাইয়ে গ্রীষ্মের আবহাওয়া শুরুর পর উত্তর ফ্রান্স উপকূলে বেড়েছে কর্তৃপক্ষের ব্যস্ততা। বেড়েছে অভিবাসী উদ্ধারের ঘটনা এবং সহায়তা কার্যক্রম। চ্যানেল ও উত্তর সাগর সংশ্লিষ্ট ফরাসি প্রেফেকচুর (প্রেমার) চলতি সপ্তাহে বেশ কয়েকটি উদ্ধার অভিযানের কথা জানিয়েছে।

ফরাসি কর্তৃপক্ষের চার্টার উদ্ধার জাহাজ মিঙ্ক নিয়মিত উত্তর ফ্রান্সের কালে উপকূল, বুলন-সুর-মের, ডানকের্ক উপকূলে টহল দিয়ে অভিবাসীদের বেশ কয়েকটি দলকে উদ্ধার করেছে।

ব্রিটিশ হোম অফিস ৯ আগস্ট এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, আমরা সবাই চাই ছোট নৌকায় বিপজ্জনক চ্যানেল পারাপার বন্ধ হোক। এসব ঘটনা সীমান্তকে অনিরাপদ করে এবং মানুষের জীবনকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দেয়।

নতুন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমারের নেতৃত্বে ক্ষমতায় আসা লেবার সরকার ঘোষণা দিয়েছে, চ্যানলে অনিয়মিত অভিবাসন কমাতে একটি নতুন সীমান্ত নিরাপত্তা কমান্ড তৈরি করে সীমান্ত নিরাপত্তা জোরদার করা হবে। সূত্র : ইনফোমাইগ্রেন্টস

যুক্তরাজ্যে শেখ হাসিনাকে

দেশ ডেস্ক, ২৩ আগস্ট ২০২৪: ছাত্র-জনতার ২৩ দিনের নজিরবিহীন আন্দোলনে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে গত ৫ আগস্ট ভারতে পালিয়ে যান শেখ হাসিনা। এখন ভারতে অবস্থানরত বাংলাদেশের এই সাবেক প্রধানমন্ত্রীর 'রাজনৈতিক আশ্রয়' নিয়ে জল্পনা চলছে। এক্ষেত্রে যে দেশটি নিয়ে সবচেয়ে বেশি আলোচনা চলছে, তা হলো যুক্তরাজ্য। এর মধ্যেই শেখ হাসিনার যুক্তরাজ্যে রাজনৈতিক আশ্রয় পাওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে কথা বলেছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ সংসদ সদস্য (এমপি) রূপা হক। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য স্ট্যান্ডার্ডে এক নিবন্ধে লেবার পার্টির এই এমপি লেখেন, শেখ হাসিনাকে যুক্তরাজ্যে আশ্রয় দেওয়া উচিত হবে না।

তিনি লিখেছেন, বাংলাদেশ কতটা 'বিশৃঙ্খল' ছিল তা নিয়ে গান গেয়েছিলেন জর্জ হ্যারিসন। গত সপ্তাহে তিনি আবার সঠিক প্রমাণিত হলেন। সেই সঙ্গে ইরাকের বিখ্যাত নেতা সাদ্দাম হোসেনের ক্ষমতাচ্যুতির মতো ঘটনার প্রতিফলনও দেখা গেছে। 'জাতির পিতা' বলে ঘোষিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্য গুঁড়িয়ে দেওয়া হলো, কুশপুতুল পোড়ানো হলো, যা ঢাকা থেকে টাওয়ার হ্যামলেট (যুক্তরাজ্যের একটি পৌরসভা) পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল।

ছাত্র আন্দোলনের মুখে শেখ হাসিনার পতনকে তিয়ানআনমেন স্কয়ারের সঙ্গে তুলনা করে রূপা হক লিখেছেন, 'স্বৈরাচারী' কন্যা শেখ হাসিনা দেশটির আয়ুষ্কালের বড় অংশই শাসন করেছেন (সর্বত্র তার বাবার ভাস্কর্য ও চিত্রকর্ম স্থাপন নিশ্চিত করে) । বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ মনে করে, শেখ হাসিনা শুধু শাড়ি পরা একজন বৃদ্ধাই নন, 'বর্বর' শাসকও। সারাদেশে জ্বালাও-পোড়াওয়ের মাধ্যমে তিনি ভারতে নির্বাসিত হন।

রূপা হক লিখেছেন, আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, শেখ হাসিনার শাসনামল ব্যাপকভাবে সমালোচিত। সেই সঙ্গে যুক্তরাজ্যের নিজস্ব অভিবাসনসংক্রান্ত রাজনৈতিক স্পর্শকাতরতার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে যুক্তরাজ্য সরকারের এমন একজনকে আশ্রয় দেওয়া উচিত হবে না, যার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে বিচারের দাবি রয়েছে। অনেক বাংলাদেশি মনে করেন, শেখ হাসিনাকে দেশে ফিরিয়ে বিচারের মুখোমুখি করা উচিত।

ছাত্রদের নিয়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের নেতৃত্বে থাকা নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসের প্রসঙ্গ টেনে রূপা হক লিখেছেন, ৮৪ বছর বয়সী নোবেলজয়ী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস এখন বাংলাদেশের হাল ধরেছেন। সম্প্রতি জনপ্রিয়তার ভয়ে তাকে (ড. ইউনূস) কারাবন্দি করার ষড়যন্ত্রও করেছিলেন শেখ হাসিনা।

বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেয়েছেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধীদলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া। এরই মধ্যে হাসিনার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয় বিভিন্নভাবে বিরোধীদের 'ইসলামিস্ট' ট্যাগ দিয়ে বেশ কয়েকটি ভিডিও প্রকাশ করেছেন। সেই সঙ্গে তার মায়ের প্রতি অকৃতজ্ঞতার জন্য বাংলাদেশিদের তিরস্কার করেছেন। আবার তিনি এও দাবি করেন যে, তার মা বাংলাদেশে ফিরে যাবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

সবশেষে রূপা হক লেখেন, তবে ঝুঁকি এখনো থেকেই যাচ্ছে। এরপরও আশা করি, সেখানে গণতন্ত্র ফিরবে। দুই পরিবারের চিরবৈরিতা যেখানে বাংলাদেশের ইতিহাস রূপায়ন করে, সেখানে ভবিষ্যতে যখন সুষ্ঠু একটি নির্বাচন হবে, তখনই সবকিছু নতুন করে শুরু করার উৎকৃষ্ট সময় হবে।

যুক্তরাজ্যে সাবেক ভূমি মন্ত্রীর আড়াই

১৩৫ মিলিয়ন ব্রিটিশ পাউন্ড, যা বাংলদেশি মুদ্রায় প্রায় ১ হাজার ৮৮৮ কোটি টাকা। তার মোট সংখ্যার ১৭৯টি বাড়ি ও ফ্ল্যাট জেডটিএস প্রপার্টিজের আওতায় রয়েছে। জেডটিএস প্রপার্টিজের একক মালিক সাইফুজ্জামান চৌধুরী। আর বাকি বাড়িগুলো সাবেক এই প্রতিমন্ত্রীর অন্যান্য প্রপার্টিজ কোম্পানিগুলোর আওতায়। এর মধ্যে সবচেয়ে দামি বাড়িটি রয়েছে লন্ডনে। বর্তমানে এই বাড়ির দাম প্রায় ১৩ মিলিয়ন পাউন্ড, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ১৮২ কোটি টাকা। এটি তিনি ২০২১ সালের ১৬ জুলাই এককালীন মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে কিনেছেন।

যুক্তরাজ্য সরকারের কোম্পানি হাউজের তথ্য থেকে দেখা যায়, সাইফুজ্জামান চৌধুরীর ৮টি প্রপার্টিজ কোম্পানি রয়েছে। এসব কোম্পানি ২০১০ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে খোলা হয়েছে। এর মধ্যে কয়েকটি কোম্পানি তার একক মালিকানাধীন ও কয়েকটিতে তার পরিবারের সদস্যদের শেয়ারহোলডার হিসেবে রাখা হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা গেছে, সংযুক্ত আরব আমিরাতে ২০১৪ সালে র‍্যাপিড র‍্যাপ্টর এফজিই এবং ২০১৫ সালে জেবা ট্রেডিং এফজিই নামে দুটি কোম্পানি খোলেন সাইফুজ্জামান চৌধুরী। এর মধ্যে একটি কম্পিউটার ও সফটওয়্যার ব্যবসা এবং আরেকটি ভবন নির্মাণসামগ্রী বিক্রির ব্যবসা। সাইফুজ্জামান চৌধুরীর দুবাই ইসলামিক ব্যাংক, ফার্স্ট আবুধাবি ব্যাংক ও জনতা ব্যাংকের দুবাই শাখায় অ্যাকাউন্ট রয়েছে। এসব হিসাবে ৩৯ হাজার ৫৮৩ দিরহাম ও ৬ হাজার ৬৭০ ডলার জমা রয়েছে। সাইফুজ্জামান চৌধুরী ২০১৭ সাল থেকে চলতি বছরের জুলাই পর্যন্ত দুবাইয়ে ২২৬টি স্থাবর সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয় করেছেন। এ ছাড়া তার স্ত্রী রুখমিলা জামানের নামে ২০২৩ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর এবং ৩০ নভেম্বর দুবাইয়ের আল-বারশা সাউথ-থার্ড এলাকায় ২২ লাখ ৫০ হাজার ৩৬৯ দিরহাম দিয়ে দুটি বাড়ি ক্রয় করা হয়; যা বাংলাদেশি মুদ্রায় সাড়ে ৭ কোটি টাকা।

এদিকে, বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) সাইফুজ্জামান চৌধুরী, তার স্ত্রী-সন্তানের নামে থাকা ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাব স্থগিত করতে ব্যাংকগুলোকে নির্দেশ দিয়েছে। এসব হিসাবে আগামী ৩০ দিন কোনো লেনদেন করা যাবে না। এমনকি তাদের নামে থাকা ক্রেডিট কার্ডেও কোনো লেনদেন হবে না। ১৩ আগস্ট এক চিঠিতে এই নির্দেশনা দেওয়া হয়।

সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাভেদ ২০১৮-২৩ সাল সময়ে আওয়ামী লীগ সরকারের ভূমিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তার স্ত্রী রুখমিলা জামান চৌধুরী ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকের (ইউসিবি) চেয়ারম্যান। গত মার্চে এক সংবাদ সম্মেলনে সাইফুজ্জামান চৌধুরী বলেছিলেন, তার বাবা ১৯৬৭ সাল থেকে লন্ডনে ব্যবসা করেছেন। তিনি নিজে যুক্তরাষ্ট্রে পড়াশোনা করে ১৯৯১ সাল থেকে সেখানে ব্যবসা করেছেন। এরপর তিনি যুক্তরাজ্যে ব্যবসা সম্প্রসারণ করেছেন। বিদেশে তার আলাদা আয়কর নথি আছে। আর বিদেশে তার যে সম্পদ আছে, তার জন্য ব্যাংকঋণ নেওয়া হয়েছে।

গত জাতীয় নির্বাচনের আগে দুর্নীতিবিরোধী সংগঠন ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) এক সংবাদ সম্মেলনে জানায়, বাংলাদেশের একজন মন্ত্রীর বিদেশে ২ হাজার ৩১২ কোটি টাকার ব্যবসা রয়েছে। প্রয়োজনে সরকারকে তারা সব তথ্য ও নথি দিয়ে সহায়তা করবে। পরে এই মন্ত্রীকে সাইফুজ্জামান চৌধুরী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। জানা যায়, যুক্তরাজ্যে তার স্ত্রী রুখমিলা জামান এবং মেয়ে জেবা জামানের নামে কোম্পানি খুলেছেন সাবেক মন্ত্রী। এ ছাড়া পারিবারিক মালিকানায় থাকা ব্যবসায়িক গ্রুপ আরামিটের নামেও সে দেশে একটি কোম্পানি খুলেছেন তিনি।

সূত্র : দেশ রূপান্তর

যুক্তরাজ্যে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন ৭৫

যুক্তরাজ্যে নিজেদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ জানাতেন। ২০ শতাংশ মুসলিম জানান তারা জুলাইয়ের শেষ দিকে সাউথপোর্টে একটি ক্লাবে একটি ছুরিকাঘাতের ঘটনার আগে হিংসার শিকার হয়েছিলেন। মুসলিম ওমেন'স নেটওয়ার্ক নামে একটি প্রতিষ্ঠানের জরিপে এসব চিত্র উঠে আসে।

আরব নিউজের এক প্রতিবেদনে জানা যায়, মুসলিম ওমেন'স নেটওয়ার্কের জরিপে বলা হয় বর্তমানে অন্তত ৭৫ শতাংশ মুসলিম ব্রিটিশ মনে করছেন, তারা চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যুক্তরাজ্যের সাউথপোর্ট শহরে একটি নাচের কর্মশালায় ছুরিকাঘাতে তিন শিশু নিহত হয়। ওই হামলার জন্য এক মুসলিম শরণার্থী দায়ী- অনলাইনে এমন গুজব ছড়িয়ে দাঙ্গার সূত্রপাত ঘটানো হয়েছিল। যদিও ওই হামলার পেছনে ১৭ বছর বয়সী অ্যালেক্স রুদাকুবানা নামে একজনকে অভিযুক্ত করা হয়। সে কারডিফে জন্মগ্রহণ করে।

যুক্তরাজ্যে বিভিন্ন স্থানে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ার পর, অনেক স্থানে মসজিদকে কেন্দ্র করে হামলা চালানো হয়। স্কাই নিউজকে দেয়া এক সাক্ষাতকারে দুই মুসলিম নারী লিভারপুলে অবস্থিত আব্দুল্লাহ কুয়াইলিয়াম মসজিদে দাঙ্গাকারীদের হামলার আশঙ্কার কথা তুলে ধরেন। মুসলিম উইমেনস নেটওয়ার্কের প্রধান নির্বাহী ব্যারোনেস শাইস্তা যহীর স্কাই নিউজকে বলেন, গত এক দশক ধরে মুসল্লিদের ওপর বিদ্বেষ বেড়েছে।

যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল পুলিশ চিফস কাউন্সিল জানিয়েছে, কয়েকদিন ধরে চলা দাঙ্গায় সহিংসতা, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের ঘটনার পাশাপাশি মুসলিম ও অভিবাসীদের লক্ষ্য করে বর্ণবাদী হামলার ঘটনা ঘটেছে, এসব ঘটনায় এখন পর্যন্ত হাজারেও বেশি দাঙ্গাকারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

সর্বশেষ হালনাগাদ তথ্যে তারা জানায়, পুরো যুক্তরাজ্যজুড়ে ১০২৪ জনকে গ্রেফতার করে এদের মধ্যে ৬০০ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ (চার্জ) গঠন করা হয়েছে। যাদের গ্রেফতার করা হয়েছে তাদের মধ্যে ৬৯ বছর বয়সী বৃদ্ধ থেকে শুরু করে ১১ বছরের বালক পর্যন্ত আছে। ভাঙচুরের অভিযোগে ওই বৃদ্ধকে লিভারপুল থেকে এবং শিশুটিকে বেলফাস্ট থেকে আটক করা হয়।

ব্র্যাডফোর্ডে অগ্নিদগ্ধ হয়ে

এ ঘটনার সাথে জড়িত সন্দেহে এক ব্যক্তিকে আটক করেছে পুলিশ। ওয়েস্ট ইয়র্কশায়ার পুলিশ জানিয়েছে, গত ২১ আগস্ট মঙ্গলবার দিবাগত রাত ২টার দিকে খবর পেয়ে পুলিশ এবং জরুরি সার্ভিস গিয়ে ঘটনাস্থলে হাজির হয়। ঘটনাস্থলেই ২৯ বছর বয়সী মহিলাকে মৃত ঘোষণা করে পুলিশ।

এছাড়া ২২ মাস ও ৯ বছর বয়সী দুই মেয়ে এবং ৫ বছর বয়সী এক ছেলেকে অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে নেয়ার পর তারা মৃত্যুবরণ করে। এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে ঘটনাস্থল থেকে আটক ৩৯ বছর বয়সী ব্যক্তিও গুরুতর আহত বলে পুলিশ জানিয়েছে। পুলিশী হেফাজতে হাসপাতালে তিনি চিকিৎসাধীন রয়েছেন। পুলিশ ঘটনার রহস্য উদঘাটনের জন্য তদন্ত শুরু করেছে। এ বিষয়ে কারো কাছে কোনও তথ্য থাকলে পুলিশকে অবহিত করতে আহ্বান জানানো হয়েছে।

এমপক্স নতুন কোভিড নয়, জানালো বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থা

ঢাকা, ২১ আগস্ট : মধ্য আফ্রিকাতে ব্যাপকভাবে ছড়াচ্ছে এমপক্স। তারপরই গত সপ্তাহে এমপক্স নিয়ে বিশ্বজুড়ে গণস্বাস্থ্য ক্ষেত্রে জরুরি অবস্থা জারি করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থা। তবে তারাই বলেছে, এমপক্স নতুন কোভিড নয়। এটি নিয়ে জরুরি অবস্থা জারি করা হলেও তা নিয়ন্ত্রণের উপায় জানা আছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থার ইউরোপের আঞ্চলিক ডিরেক্টর হ্যানস ক্লুগে জানিয়েছেন, আমরা এমপক্স সম্পর্কে অনেক কিছু জানি। আমরা জানি, আমরা একসঙ্গে মিলে এমপক্স নিয়ন্ত্রণ করতে পারব।

তিনি বলেছেন, আমরা কি এমপক্সকে প্রথমে নিয়ন্ত্রণ ও পরে বিশ্ব থেকে নির্মূল করার ব্যবস্থাগুলি নেব, নাকি আবার অবহেলা করব ও আতঙ্কিত হব? আমরা এখন ও আগামী বছরগুলিতে কী প্রতিক্রিয়া দেখাব, তার উপর ইউরোপ এবং গোটা বিশ্বের পরিস্থিতি নির্ভর করবে।

মধ্য ও পশ্চিম আফ্রিকায় এমপক্স ব্যাপক আকার নিয়েছে। আমদানি করা পশু থেকে এবং আক্রান্ত এলাকায় যাতায়াতের মাধ্যমে তা ছড়াচ্ছে

২০২২ সালে এমপক্স বিশ্বের ৭৪টি দেশে ছড়িয়েছিল। এই বছর কঙ্গো ও তার প্রতিবেশী দেশগুলিতে এমপক্স ভয়ংকরভাবে ছড়িয়েছে এবং এর ফলে মানুষ মারা যাচ্ছে। তাই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এমপক্স নিয়ে আবিশ্ব স্বাস্থ্যক্ষেত্রে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছে।

দুই বছরের মধ্যে দ্বিতীয়বার এই জরুরি অবস্থা জারি করলো বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা।

ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে পাশে থাকবে চীন: মির্জা ফখরুল

ঢাকা, ২১ আগস্ট : বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, বিএনপির সঙ্গে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির যে সম্পর্ক তা আরও বৃদ্ধি পাবে। জনগণের উন্নয়নের জন্য চীনের বিনিয়োগ আরও বৃদ্ধি পাবে। চীনের সাথে সম্পর্কে আরও গভীর হবে। পারস্পরিক আস্থা আরও বৃদ্ধি পাবে। ওয়ান চায়না পলিসিকে সমর্থন করে বিএনপি, ভবিষ্যতে সম্পর্ক আরও শক্তিশালী হবে।

এর আগে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের নেতৃত্বে বিএনপির একটি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠক করেছেন ঢাকায় নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন।

বুধবার বেলা সাড়ে ১১টায় বিএনপি চেয়ারপারসনের গুলশান রাজনৈতিক কার্যালয়ে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ঘণ্টাব্যাপী বৈঠকে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড খন্দকার মোশাররফ হোসেন, ড আব্দুল মঈন খান, ভাইস চেয়ারম্যান আলতাফ হোসেন চৌধুরী ও আইন বিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার কায়সার কামাল উপস্থিত ছিলেন।

মির্জা ফখরুল বলেন, সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে আলোচনা হয়েছে। বিএনপি দীর্ঘদিন পর রাষ্ট্রদূতকে পেয়ে আনন্দিত। বাংলাদেশের জনগণের প্রতি তাদের যে কমিটমেন্ট তা অব্যাহত রাখবে। চীন আধিপত্যবাদে বিশ্বাস করে না। ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে চীন বাংলাদেশের পাশে থাকবে। খালেদা জিয়াকে, তারেক রহমানকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন চীনের রাষ্ট্রদূত।

বৃটেনের যেখানে বাংলাদেশী সেখানেই আমরা

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

SAMUEL ROSS SOLICITORS
Legal Aid (Family, Housing & Crime)
Our contact: 07576 299951
Tel: 020 7701 4664, E: solicitors@samuelross.com

তদন্তে নামবে দুর্নীতি দমন কমিশন

যুক্তরাজ্যে সাবেক ভূমি মন্ত্রীর আড়াই হাজার কোটির ২৬০ বাড়ি

- ৮টি প্রপার্টিজ কোম্পানি রয়েছে লন্ডনে
- দুবাইয়ে আছে বাড়ি-ব্যবসা প্রতিষ্ঠান

দেশ ডেস্ক, ২৩ আগস্ট ২০২৪ : সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাভেদ ও তার স্ত্রী-সন্তানের নামে যুক্তরাজ্যে ২৬০টি বিলাসবহুল বাড়ির সন্ধান মিলেছে। এর মধ্যে ১৫৫টি বাড়ি রয়েছে রাজধানী লন্ডনে। এ ছাড়া লিভারপুলে রয়েছে ৩০টি, আর বাকিগুলো অন্যান্য বড় শহরে। ব্রিটেনের বর্তমান বাজারমূল্যে বাড়িগুলোর মূল্য প্রায় ২ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। সাইফুজ্জামান চৌধুরী ২০১০ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত এসব সম্পদের মালিকানা অর্জন করেন। এ ছাড়া তাদের নামে দুবাইয়ে বাড়ি ও ফ্ল্যাট কেনার তথ্য পাওয়া গেছে।

দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) সাইফুজ্জামান চৌধুরী ও তার স্ত্রী-সন্তানের নামে দেশে-বিদেশে থাকা স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ অর্জনের বিষয়ে অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গত রবিবার এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে সংস্থাটির একজন কর্মকর্তা নিশ্চিত করেছেন।

যুক্তরাজ্যের কোম্পানি হাউজ তথ্যমতে, সাইফুজ্জামান চৌধুরী ২৬০টি প্রপার্টি কিনতে ব্যয় করেছেন প্রায়

-- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

সাউথপোর্টে ছুরিকাঘাতের ঘটনায় দেশজুড়ে সহিংসতা

যুক্তরাজ্যে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন ৭৫ শতাংশ মুসলিম

দেশ ডেস্ক, ২৩ আগস্ট ২০২৪ : যুক্তরাজ্যে সম্প্রতি উগ্র ডানপন্থীদের দাঙ্গার কারণে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন মুসলিমরা। চলমান এ দাঙ্গার পূর্বে মাত্র ১৬ শতাংশ মুসলিম নাগরিক

---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

ব্র্যাডফোর্ডে অগ্নিদগ্ধ হয়ে ৩ শিশুসহ ৪ জনের মৃত্যু

দেশ ডেস্ক, ২৩ আগস্ট ২০২৪: ইংল্যান্ডের ব্র্যাডফোর্ডের ওয়েস্ট বারি রোডের একটি বাড়িতে অগ্নিদগ্ধ হয়ে এক মহিলা ও তিন শিশুর মৃত্যু হয়েছে।

--- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

Editor: Taysir Mahmud
Published By: Reflect Media Ltd
31 Pepper Street, Tayside House, Canary Wharf, London E14 9RP
Telephone:
0203 540 0942 ● Advert: 07940 782 876
Email:
info@weeklydesh.co.uk ● advert@weeklydesh.co.uk